এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন

অর্থবছর ঃ ২০১৪-১৫

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

জুলাই, ২০১৫

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে আমরা পেয়েছি মহান স্বাধীনতা। বাঙালী জাতি মুক্তি পেয়েছে হাজার বছরের বঞ্চনা থেকে। বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ে জাতি যখন অগ্রসরমান ঠিক তখনই আমরা হয়েছি পিতৃহারা। কিন্তু আমাদের মনে ও মননে যে স্বপ্নের অঞ্জন এঁকে দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু, সেই স্বপ্নকে ধারণ করে আমরা সোনার বাংলা গড়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। এই অভিযাত্রায় আজ আমরা কান্ডারী হিসেবে পেয়েছি তাঁরই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনাকে। তিনি আমাদের দিয়েছেন রূপকল্প ২০২১, যেখানে রয়েছে ডিজিটাল বাংলাদেশ আর এদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রত্যাশা। সে প্রত্যাশা পূরণে জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। আমার মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরও তার অন্যতম অংশীদার। আমার ভাবতে ভালো লাগছে, ষাটের দশকে যে পূর্ত কর্মসূচির মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম আমি, সেই চারা গাছ ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটি আজ বিশাল মহিরূহ, পরিণত হয়েছে জনগণের প্রিয় প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নামে। এ অধিদপ্তরের বিপুল কর্মযজ্ঞে আমি অভিভূত।

এদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলের ভৌত অবকাঠামো, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো ইত্যাদি নির্মাণ করে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর আজ অপরিহার্য্য একটি প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য ঈর্ষণীয়। এ প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ও সুনাম এমন যে আমার মন্ত্রণালয়ের বাইরেও অন্যান্য মন্ত্রণালয় এ অধিদপ্তরকে অংশীদার করেছে তাদের বিভিন্ন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে, যা সত্যিই আমাকে উদ্বেলিত করে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের কার্যক্রমসমূহ গ্রন্থবদ্ধ করতে বরাবরের মতো এবারও বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর। এই প্রয়াসের জন্য আমি এ প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বার্ষিক প্রতিবেদনে একটি সংস্থার সাফল্য-ব্যর্থতার চিত্র প্রতিফলিত হয়, যা পরবর্তী সময়ের কর্মপন্থা নির্ধারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। আমি মনে করি এই প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের ধারাবাহিক সাফল্যের ক্ষেত্রে গুরুত্বপুর্ণ অবদান রাখবে।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবি হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও অবকাঠামো নির্মাণে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) অন্যতম সফল একটি সংস্থা। প্রতি বছর বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) একটি বড় অংশ এলজিইডি বাস্তবায়ন করে থাকে। এডিপি বাস্তবায়ন সাফল্যের ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর এই অধিদপ্তরের অনুকূলে বরাদ্দ বাড়ছে, যা ক্রমেই শতভাগের দিকে এগুচ্ছে। গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৭৯৬৭.১৭ কোটি টাকা যার ব্যয় হয়েছে ৭৯০৩.৬২ কোটি অর্থাৎ বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯৯.২০%।

এলজিইডি স্থানীয় পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরি সহায়তা দিচ্ছে। একই সঙ্গে এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্তদের দক্ষতা বৃদ্ধি করে মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলছে। দেশের পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রয়াস সমগ্র বাংলাদেশকে একটি সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্কের আওতায় নিয়ে যাচ্ছে।

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন করতে হলে যে সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন আবশ্যক তার মধ্যে রয়েছে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা, খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, পণ্য বিপনন সহজীকরণ, শহরবাসীদের নাগরিক সেবা বৃদ্ধি, দারিদ্র হ্রাসকরণ, শিক্ষা প্রসার। এলজিইডি একই সঙ্গে দূর্যোগ মোকাবেলায় আশ্রয়কেন্দ্র, পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারীদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স, উপজেলা পরিষদ ভবন নির্মাণ করে থাকে।

সারা বছরের কার্যক্রম এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরতে প্রতিবছরের মতো এবারও এলজিইডি'র বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-১৫ প্রকাশিত হচ্ছে। এই বার্ষিক প্রতিবেদন আগামী দিনে এলজিইডি'র অগ্রযাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(আবদুল মালেক)

প্রধান প্রকৌশলী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

বাণী

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর পল্লী ও শহর অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছে দিয়ে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রেখে চলেছে। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে প্রত্যন্ত গ্রামের সড়ক যোগাযোগ উন্নয়নে এলজিইডির ভূমিকা অপরিসীম।দেশের যে কোনও অঞ্চল থেকে মানুষ সহজে যেতে পারছে তার কাংখিত গন্তব্যে। গ্রামীণ হাট-বাজার উন্নয়নের কারণে আজ আমাদের প্রান্তিক কৃষকগণ স্বল্প সময়ে এবং কম খরচে তাদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করতে পারছেন এবং ন্যায্য মূল্য পাচ্ছেন। ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতেও রয়েছে এলজিইডির অবদান। এছাড়া নগরবাসীর নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনে এলজিইডি দিয়ে যাচ্ছে কারিগরি সহায়তা। এসব স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং জনপ্রতিনিধিদের দক্ষতা বাড়াতে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এলজিইডি নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

শহর ও গ্রামের দুঃস্থ নারীদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য হ্রাস করতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদে কর্মসংস্থান, আত্ম-কর্মসংস্থান এবং এসব নারীদের সামাজিকভাবে শক্তিশালী করতে দক্ষতা উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালন করে থাকে এলজিইডি। নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে জেন্ডার সমতা প্রতিষ্ঠায় এলজিইডির রয়েছে জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্ম-পরিকল্পনা।

এলজিইডির কার্যক্রম পরিচালিত হয় পরিকল্পনার মাধ্যমে। আর এই পরিকল্পনা প্রণয়নে থাকে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ, কারণ অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ছাড়া উন্নয়নকে টেকসই করা যায় না। সরকারের "ডিজিটাল বাংলাদেশ" বিনির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে এলজিইডির ভূমিকা অগ্রণী। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার, জিআইএস ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, ইন্টারনেট ও মোবাইল যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক গভঃ প্রকিউরমেন্ট (ইজিপি) এলজিইডির কার্যক্রমকে করেছে গতিশীল।

বাংলাদেশ সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়নে এলজিইডির সক্ষমতা দিন দিন বাড়ছে। এ কারণে প্রতি বছরই সরকার থেকে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় বেশী এডিপি বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতিও প্রতিবছর বেড়ে শত ভাগের কাছাকাছি চলে এসেছে।

প্রতিবছরের মতো এবারও এলজিইডি থেকে প্রকাশিত হচ্ছে বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫। এই প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে আমাদের বিগত ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের কার্যক্রম ও সাফল্যের চিত্র। প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে যাঁরা সম্পৃক্ত ছিলেন আমি তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁদের, যাদের নিরলস প্রচেষ্টায় ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নে এলজিইডি ৯৯.২০ শতাংশ অগ্রগতি অর্জনে সমর্থ্য হয়েছে। আমি আশাকরি এই অগ্রযাত্রা সামনের দিনগুলোতে আরও বেগবান হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যাশিত ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত হওয়ার ক্ষেত্রে এলজিইডিও হবে গর্বিত অংশীদার।

(শ্যামা প্রসাদ অধিকারী)

সাফল্যের স্বর্ণালী সময়

১৬ই মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সাহেবের ঘাট এলাকায় মহানন্দা নদীর উপর ৫৪৬.৬০ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা সেতু"র শুভ উদ্বোধন করেন। এ সময়ে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সেতুর বিভিন্ন তথ্য সম্পর্কে অবহিত করেন।

২৫শে মে ২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলাধীন হোমনা-মানিকারচর-মেঘনা সড়কে কাঁঠালিয়া নদীর উপর ৪১৮ মিটার দীর্ঘ সেতু এবং পারারবন্দ নদীর উপর ৩০৪ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন।

সূচিপত্র

বর্ণনা	পৃষ্ঠা নং
পটভূমি	
এলজিইডি'র মূখ্য অধিক্ষেত্র	১
এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্মকাণ্ড	২
অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকাণ্ড	২
এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিট	৩
২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত প্রধান প্রধান কার্যক্রম	৪
প্রশাসনিক ইউনিট	৪
প্রশাসনিক	৪
কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পদোন্নতি ও নিয়োগ প্রদান	৪
নতুন নিয়োগ	৪
পদোন্নতি	৪
প্রশাসনিক শৃঙ্খলা	৪
আইন সংক্রান্ত	৫
রাজস্ব আয়	৬
আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)	৭
ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেক্নোলজি (আইসিটি) ইউনিট	৮
ম্যানেজমেন্ট ইন্ফর্মেশন সিস্টেম (MIS)	৯
জিওগ্রাফিক ইন্ফর্মেশন সিস্টেম (GIS)	১০
পরিকল্পনা ইউনিট	১১
ডিজাইন ইউনিট	১৩
ব্রিজ ডিজাইন সেকশন	১৩
ভবন ও সড়ক ডিজাইন সেকশন	১৪
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট	১৭
প্রতিবেদন প্রণয়ন	১৭
মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা	১৭
মাসিক পর্যালোচনা সভা	১৬
এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা	১৮
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ	১৯
পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	২০
২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ	২১
২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন	২১
অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা	৩৪
২০১৪-১৫ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৩৭
২০১৪-১৫ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম	৩৮
২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	৩৮
২০১৪-১৫ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ	৪০
২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন	৪৭
সড়ক উন্নয়ন ঃ	৪৭
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	৪৭

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন ঃ	৪৯
ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ঃ	৪৯
উপজেলা কমপেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণঃ	৫০
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি	৫১
রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট	**৫৩**
রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৫৩
রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়	৫৩
নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট	**৫৬**
নগর ব্যবস্থাপনা	৫৬
অবকাঠামো উন্নয়ন	৫৬
এলজিইডি'র নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ	**৬০**
নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম	৬০
মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প	৬০
নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নক্শা প্রণয়ন সম্পন্ন	৬৪
কুয়াকাটা পর্যটন উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অনুমোদন, গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন	৬৪
খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প	৬৫
নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প	**৬৫**
নগর উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন	৬৫
অবকাঠামোগত উন্নয়ন	৬৫
আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন	৬৬
সক্ষমতা বৃদ্ধি	৬৬
দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-২	৬৬
প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ	৬৭
অন্যান্য অর্জন	৬৭
তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-৩	৬৮
অগ্রগতি	৬৯
নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প	৭০
রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প	৭১
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প	**৭৩**
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা, বৈদেশিক মিশন ও উল্লেখযোগ্য সাফল্য	৭৩
সেফগার্ড ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশাল	৭৩
জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৭৪
যৌথ রিভিউ মিশন	৭৪
কেএফডব্লিউ মিশন	৭৫
মিডটার্ম রিভিউ মিশন	৭৬
নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক পুরস্কৃত	৭৬
ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান হালনাগাদ করে ঢাকা স্ট্রাকচারাল প্ল্যান প্রণীত	৭৭
সৌরবিদ্যুৎ এর আলোয় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৬টি ওয়ার্ড আলোকিত	৭৮
নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট	৮০
ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প	৮১
উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প	৮৩
নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন	**৮৪**

পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ৮৪
দক্ষতাবৃদ্ধি ৮৫
কম্পিউটারাইজেশন ৮৫
পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা ৮৫
কমিউনিটি মবিলাইজেশন ৮৫
তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার ৮৫
নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ৮৫
প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রম ৮৫
স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৮৫

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট ৮৬
পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম) ৮৬
উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ ৮৬
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পসমূহ ৮৭
বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প ৮৭
অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প ৯০
খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প ৯২
রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম ৯৪
জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ৯৪

প্রশিক্ষণ ইউনিট ৯৫
প্রশিক্ষণ ৯৫
অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৯৫
রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৯৫
উন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ৯৬
প্রকিউরমেন্ট ইউনিট ১০১
মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট ১০২
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি ১০২
মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি ১০৩
মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০৩
ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং ১০৩
প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট ১০৪

২০১৪-১৫ অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচনে এলজিইডি'র সাফল্য ১০৭
পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ১০৭
রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২" শীর্ষক প্রোগ্রামের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ১০৭
হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি অংশ ১১০
জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প ১১৩
হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)/জলাবায়ু ১১৭
অভিযোজন ও জীবিকা সংরক্ষণ প্রকল্প (ক্যালিপ)
২০১৪-১৫ অর্থবছরে অংগভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জন ১১৭
যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গ ১১৭
কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গ ১১৮
সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা উপাঙ্গ ১১৯

জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গ ১১৯
মানবসম্পদ উন্নয়ন ১১৯
বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হিলিপ কার্য এলাকা পরিদর্শন ১২০
মাতৃত্ব ও নারীর দারিদ্র ১২০
নারীর কর্মসংস্থান ১২০
বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন প্রকল্প ১২১
প্রেক্ষাপট ১২১
দুর্যোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ ১২১
লোকাল লেভেল প্ল্যানিং ১২১
দুর্যোগ মুকাবিলা-সক্ষম অবকাঠামো ১২১
দুর্যোগ ঝুঁকি-হ্রাসকরণ ও আত্মকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ ১২১
উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য অনুদান ১২২
কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ ১২২
২০১৪-১৫ অর্থবছরের অর্জন ১২৩
বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ন ১২৪
IFFRI প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশ ১২৪
WFP কান্ট্রি প্রোগ্রাম TANGO INTERNATIONAL প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন ১২৪
অংশগ্রহণমূলক "ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ১২৫
নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ১২৬
অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন ১২৯
মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি ১৩০
এলজিইডি'র বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকান্ড ১৩১
রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা ১৩১
ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ১৩২
জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD) ১৩৩
ডে-কেয়ার সেন্টার ১৩৩
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন ১৩৫
"কাইজেন" কার্যক্রম ১৩৭
২০১৩-১৪ অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ ১৩৮
২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ১৪০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদীর উপর ৫৪৭ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা সেতু" শুভ উদ্বোধন ১৪০
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলায় হোমনা-মানিকারচর-মেঘনা সড়কে কাঁঠালিয়া নদীর উপর ৪১৮ মিটার ও ৩০৪ মিটার দীর্ঘ দুইটি সেতুর শুভ উদ্বোধন ১৪০
জার্মান রাষ্ট্রদূত কর্তৃক বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় লাঙ্গলকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের শুভ উদ্বোধন ১৪০
২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ ১৪১
বাংলাদেশ এবং ডেনমার্কের মধ্যে Climate Change Adaption and Mitigation Project-- এর প্রেক্ষিতে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর ১৪১
বাংলাদেশ এবংসৌদি আরব সরকারের মধ্যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর ১৪১
এলজিইডি'র Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP) এবং "নিরাপদ সড়ক চাই" এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর ১৪২
এলজিইডি ও মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত ১৪৩
২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা ১৪৩

Abbreviations:

ADB	-	Asian Development Bank
ADP	-	Annual Development Progamme
BARI	-	Bangladesh Agricultural Research Institute
BIM	-	Bangladesh Institute of Management
BRRI	-	Bangladesh Rice Research Institute
CBO	-	Community Based Organization
CDC	-	Community Development Committee
CDD	-	Community Driven Development
CDTA	-	Capacity Development Technical Assistance
CFW	-	Cash For Work
CIDA	-	Canadian International Development Agency
CMSU	-	Central Municipal Support Unit
CPT	-	Cone Penetration Test
CPTU	-	Central Procurement Technical Unit
CPWF	-	Challenge Program on Water and Food
DAE	-	Department of Agricultural Extension
DANIDA	-	Danish International Development Agency
DFC	-	Danida Fellowship Centre
DFID	-	Department for International Development
DLS	-	Department for Livestock Services
DPEC	-	Departmental Project Evaluation Committee
ECNEC	-	Executive Committee of the National Economic Council
E-GP	-	Electronic Government Procurement
ERD	-	Economic Relations Division
ESCB	-	Engineering Staff College, Bangladesh
FAPAD	-	Foreign Aided Project Audit Directorate
FSDD	-	Feasibility Study and Detailed Design
GAD	-	Gender and Development
GAP	-	Gender Action Plan
GAAP	-	Governance and Accountability Action Plan
GICD	-	Governance Improvement & Capacity Development
GIS	-	Geographic Information System
GIZ	-	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
ICT	-	Information and Communication Technology
IDA	-	International Development Association
IDB	-	Islamic Development Bank
IEB	-	Indian Economy Blog
IEI	-	Institution of Engineers (India)
IFAD	-	International Fund for Agricultural Development
IMED	-	Implementation, Monitoring and Evaluation Division
JDCF	-	Japan Debt Cancellation Fund
JFPR	-	Japan Fund for Poverty Reduction
JICA	-	Japan International Cooperation Agency

KfW	-	Kreditanstalt für Wiederaufbau
LGED	-	Local Government Engineering Department
LAN	-	Local Area Network
LCS	-	Labour Contracting Society
MIS	-	Management Information System
MSU	-	Municipal Support Unit
NORAD	-	Norwegian Agency for Development Cooperation
OFID	-	OPEC Fund for International Development
ORAF	-	Operational Risk Assessment Framework
UMPS	-	Urban Management Policy Statement
PBMC	-	Performance Based Maintenance Contract
PCR	-	Project Completion Report
PEC	-	Project Evaluation Committee
PPRP-II	-	Second Public Procurement Reform Project
PPR-2008	-	The Public Procurement Rules, 2008
PRA	-	Participatory Rural Appraisal
PROMIS	-	Procurement Management Information System
RERMP	-	Rural Employment and Road Maintenance Programme
RDS	-	Rural Development Strategy
RFLDC	-	Regional Fisheries and Livestock Development Component
HILIP	-	Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project
HFMLIP	-	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project
RTIP-II	-	Second Rural Transport Improvement Project
RUMSU	-	Regional Urban Management Support Unit
SCG	-	Savings and Credit Group
SFD	-	Saudi Fund for Development
SIC	-	Slum Improvement Committee
SWBRDP	-	South-West Bangladesh Rural Infrastructure Development Project
TLCC	-	Town Level Coordination Committee
UGIAP	-	Urban Governance Improvement Program
UGIIP-II	-	Second Urban Governance and Infrastructure Improvement Project
PSSWRSP	-	Participatory Small Scale Water Resources Sector Project
UK	-	United Kingdom
UNDP	-	United Nations Development Program
UMSU	-	Urban Management Support Unit
USAID	-	United States Agency for International Development
TA MSP-2	-	Technical Assistance for Municipal Services Project-2
WAN	-	Wide Area Network
WFP	-	World Food Program
WLCC	-	Ward Level Coordination Committee

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত উন্নয়ন কর্মকান্ডের বার্ষিক প্রতিবেদন

পটভূমি

বাংলাদেশের দরিদ্র লোককে দারিদ্র্যমুক্ত করার ব্যাপারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা নিয়েছেন, দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পরিকল্পনা গ্রহণের মাধ্যমে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থাপন করেছেন এবং ইতিমধ্যেই দারিদ্র্যতাকে উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করতে সফল হয়েছেন। দারিদ্রতা দূরীকরণ অথবা হ্রাস করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার মূখ্য উপকরণগুলির মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন অন্যতম। বাংলাদেশ একটি কৃষি নির্ভরশীল দেশ হওয়ায় এর অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের ক্ষেত্রে কৃষিপণ্য উৎপাদন এবং তার যথাযথ বিপণন একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর যা 'এলজিইডি' নামে সমধিক পরিচিত, দেশের এরূপ স্থল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে, বিশেষ করে প্রত্যন্ত পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ক্ষেত্রে। তবে শুধুমাত্র পল্লী অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের মধ্যেই এলজিইডি'র দায়িত্ব সীমাবদ্ধ নয় - নগর অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণসহ কৃষি উৎপাদন সংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নেও এলজিইডি কার্যকর ভূমিকা রাখে। এছাড়া, প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ, সম্প্রসারণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রেও এলজিইডি একটি বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করছে। উপরন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুকাবিলার অংশ হিসাবে প্রাকৃতিক দূর্যোগপ্রবণ এলাকার বাসিন্দাদের দূর্যোগকালীন নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণও এলজিইডি'র একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের ভোক্তাগণকে সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উপকারভোগীদের কাছে সুফল পৌছে দেয়াই এলজিইডি'র মূল নীতি। এভাবেই মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল-এ পৌছানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকা ও স্তরের জনমানুষের, বিশেষকরে হত-দরিদ্রের জীবন মান উন্নয়নে সুস্পষ্ট অবদান রেখে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে সরকারের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে এলজিইডি তার দায়িত্বাবলী পূর্ণ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে চলেছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা এবং সরকার কর্তৃক প্রণীত ৬ষ্ঠ পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনাকে অনুসরণ করে সমগ্র দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপের অংশ হিসাবে এলজিইডি উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে। এই প্রতিবেদন মূলতঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সেক্টর ভিত্তিক প্রকল্পসমূহের অধীনে বাস্তবায়িত সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহের ব্যয়িত অর্থের বিবরণসহ একটি বাৎসরিক ক্ষতিয়ান। রাজস্ব অর্থে পরিচালিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির তথ্যাদি, এলজিইডি'র প্রশাসনিক কর্মকান্ডের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং বাস্তবায়িত নির্মাণ কার্যক্রমের গুণগত মান রক্ষা সম্পর্কিত তথ্যাদিও এই প্রতিবেদনে প্রদর্শিত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিচালিত এলজিইডি'র সার্বিক কর্মকান্ড সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য এই প্রতিবেদন প্রণয়নে প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

এলজিইডি'র মূখ্য অধিক্ষেত্র

এলজিইডি কর্তৃক প্রতিপালিত দায়িত্বসমূহের মধ্যে প্রধান প্রধান কর্মকান্ড নিচে প্রদত্ত অনুচিত্রে প্রদর্শিত হয়েছে।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মসূচিসমূহ প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় হিসাবে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পরিচালিত। প্রধানতঃ গ্রামীণ, নগর এবং ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের উপর পরিকল্পিত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত এবং বাস্তবায়িত হয়ে থাকে, যে সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত ধারণা নিচের সারনিতে প্রদত্ত হয়েছে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রধান কর্মকান্ড

গ্রামীণ অবকাঠামো	নগর অবকাঠামো	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/ পুনর্বাসন/রক্ষণাবেক্ষণ	সড়ক/ফুটপাত নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ	স্লুইস গেট নির্মাণ
গ্রোথসেন্টার/হাটবাজার উন্নয়ন/সংস্কার	নর্দমা নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	রাবার ড্যাম নির্মাণ
ঘাট/জেটি নির্মাণ	বাস/ট্রাক টার্মিনাল নির্মাণ	খাল খনন ও পুনঃখনন
ইউনিয়ন পরিষদ ভবন নির্মাণ	বাজার উন্নয়ন	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ
উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা
ঘূর্ণিঝড়/বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/স্যানিটারী ল্যাট্রিন নির্মাণ	
বৃক্ষরোপণ	ক্ষুদ্র-ঋণ কর্মসূচি	

অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত এলজিইডি'র ভৌত কর্মকান্ড

স্থানীয় সরকার বিভাগের কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উন্নয়ন প্রকল্প এলজিইডি সাফল্যের সঙ্গে বাস্তবায়ন করে আসছে। এরূপ প্রকল্পের ভৌত অঙ্গসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ-

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি'র কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান ভৌত অংগ

ভৌত অংগ
সড়ক, ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ
বাজার উন্নয়ন
ল্যান্ডিং ষ্টেজ/ঘাট/জেটি নির্মাণ
রাবার ড্যাম নির্মাণ
রেগুলেটর নির্মাণ
ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ/মেরামত
ভূমিহীন অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের বাসস্থান নির্মাণ
উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ
মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ,
কমিউনিটি ল্যাট্রিন/সেপটিক ট্যাংক/টয়লেট/পাবলিক টয়লেট নির্মাণ
চর এলাকায় সাইক্লোন সেল্টার ও কিল্লা নির্মাণ
প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ, অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ ও কক্ষ সম্প্রসারণ
পিটিআই ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ

বর্ণিত কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) ও অন্যান্য মন্ত্রণালয় হতে উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটের আওতায় এলজিইডি'র অনুকূলে প্রদত্ত মোট আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ ১০,৮১৪.৪৬ কোটি টাকা। প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দের মধ্যে ১০,৫৭৭.১৮ কোটি টাকার উন্নয়ন কাজ এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে যা বাংলাদেশ সরকারের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মোট বাজেটের (৭৭,৮৪১.৬৯ কোটি টাকা) শতকরা ১৩.৮৯ ভাগ। প্রদর্শিত অনুচিত্রে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ, অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও রাজস্ব কর্মসূচির প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক প্রাপ্ত আর্থিক বরাদ্দের আনুপাতিক হার প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র অনুকূলে প্রাপ্ত বরাদ্দের আনুপাতিক চিত্র

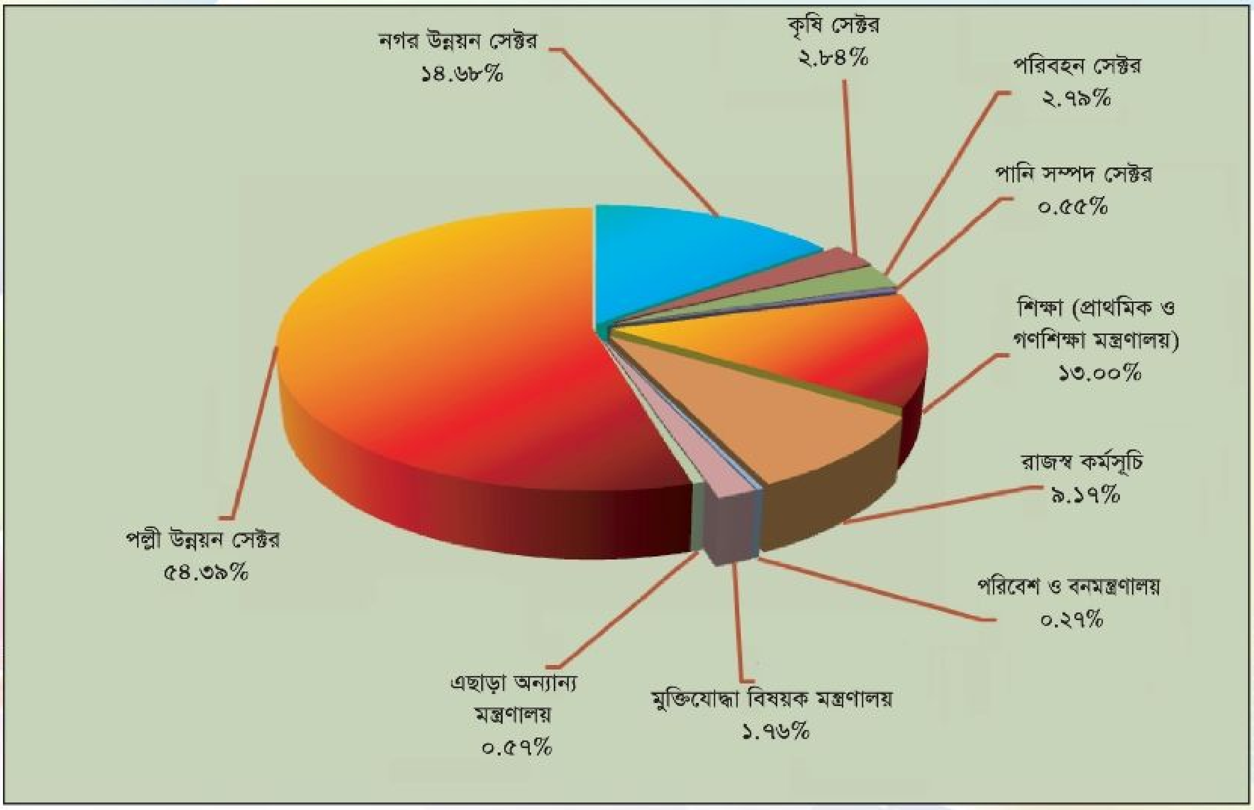

এলজিইডি সদর দপ্তরে স্থাপিত বিভিন্ন ইউনিট

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত নিচের বক্সে প্রদর্শিত ১১ টি ইউনিটের মাধ্যমে এলজিইডি তার উপর অর্পিত সকল দায়িত্বাবলী পালন করে। প্রত্যেকটি ইউনিটই তাদের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত যাবতীয় কর্মকান্ড পূর্ণ সক্রিয়তার সঙ্গে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও যথোপযোগী পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে পরিচালনা করে থাকে এবং ইউনিটের পূর্ণ কার্যকারিতা নিশ্চিত করে।

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে স্থাপিত ইউনিটসমূহ

১) প্রশাসনিক
২) ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি)
৩) পরিকল্পনা
৪) ডিজাইন
৫) প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন
৬) রক্ষণাবেক্ষণ
৭) নগর ব্যবস্থাপনা
৮) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা(পরিকল্পনা ও ডিজাইন)
৯) পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ)
১০) প্রশিক্ষণ ও মান নিয়ন্ত্রণ
১১) প্রকিউরমেন্ট

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক পরিচালিত ইউনিট ভিত্তিক প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রশাসনিক ইউনিট

প্রশাসনিক

সদর দপ্তর পর্যায়ে ২১৭ জন (মোট জনবলের ১.৯৫%), রাজশাহী ও ঢাকা বিভাগে নবসৃষ্ট পদে ২৮ জন (মোট জনবলের ০.২৫%), ১৪ টি আঞ্চলিক পর্যায়ে ১২৬জন (মোট জনবলের ১.১৩%), জেলা পর্যায়ে ১,২৮২জন (মোট জনবলের ১১.৫১%), জেলা পরিষদে (প্রেষণে) ২০৪ জন (মোট জনবলের ১.৮৩%) এবং উপজেলা পর্যায়ে ৯,২৭৯ জন (মোট জনবলের ৮৩.৩২%), অর্থাৎ সর্বমোট ১১,১৩৬জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমন্বয়ে এলজিইডি'র সাংগঠনিক কাঠামো গঠিত। এই সমস্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দই তাদের আনুগত্য, প্রতিশ্রুতি, নিষ্ঠা, সততা এবং উচ্চ কর্মদক্ষতা দিয়েই এলজিইডি'র উপর অর্পিত সকল দায়িত্বাবলী যথাসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে সুচারুরূপে সম্পন্ন করে থাকেন। এলজিইডি'র সর্বোচ্চ পদ অর্থাৎ প্রধান প্রকৌশলী পদে বর্তমানে জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা ও দক্ষতার সঙ্গে তাঁর দায়িত্বাবলী পালনে সম্পূর্ণ সচেষ্ট।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রশাসনিক ইউনিট কর্তৃক পালিত দায়িত্বাদি সংক্ষিপ্ত আকারে নিচে বিবৃত হয়েছে ঃ

কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়োগ ও পদোন্নতি প্রদান

নতুন নিয়োগ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৮৬টি সহকারী প্রকৌশলী পদে পিএসসি'র মাধ্যমে নতুন নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। তবে, ১০৫ জন ইলেকট্রিশিয়ান পদে নিয়োগের ছাড়পত্র মন্ত্রণালয় থেকে প্রদান করা হলেও মহামান্য আদালতে এতদ্‌সম্পর্কিত দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত এই পদগুলিতে নিয়োগ প্রদান স্থগিত আছে। একই কারণে ৯৫ জন সার্ভেয়ার পদেও নিয়োগ প্রদান প্রতিবেদনকালীন সময়ে সম্ভব হয়নি।

পদোন্নতি

জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীকে প্রতিবেদনকালীন অর্থবছরে সরকার কর্তৃক প্রধান প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। একই অর্থবছরে অন্যান্য পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তাদের তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী হতে ১২ জনকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী হতে ৬ জনকে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসাবে চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী হতে ৪৫ জনকে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসাবে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।
- উপ-সহকারী প্রকৌশলী হতে ১২ জনকে সহকারী প্রকৌশলী/উপজেলা সহকারী প্রকৌশলী পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসনিক শৃঙ্খলা

কর্তব্যকর্মে অবহেলা কিংবা উন্নয়ন কাজে পরিলক্ষিত ত্রুটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে পরিদর্শন টীম বা তদন্ত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে কর্মকর্তা/ কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের অংশ হিসাবে অপরাধ ভেদে বিভিন্ন মাত্রার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকে। জুলাই ২০১৪ থেকে জুন ২০১৫ সময়ে এলজিইডি'র ১ম শ্রেণীর কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে মোট ৩০ টি বিভাগীয় মামলা দায়েরের প্রস্তাব করার প্রেক্ষিতে ৯ জন বিভিন্ন ধরনের শাস্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ৯ জন অব্যাহতি পেয়েছেন এবং ১২টি মামলা তদন্তাধীন রয়েছে। এলজিইডি'র ২য় শ্রেণীর কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত ১১ টি বিভাগীয় মামলার বিপরীতে মোট ৪ জনকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে, ২ জনের উপর বিভিন্ন ধরনের শাস্তি আরোপ করা হয়েছে এবং ৫ টি বিভাগীয় মামলার তদন্ত পরিচালনা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে দাপ্তরিক শৃঙ্খলাভঙ্গজনিত মামলাসমূহের সর্বশেষ পরিস্থিতি ঃ

১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলা		অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তা	৩০	৯	৯	১২

২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারী

ক্রমিক নং	পদের নাম	মোট মামলার সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত মামলা		অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা
			অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সংখ্যা	শাস্তি আরোপের সংখ্যা	
১)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১০	৩	২	৫
২)	নক্সাকার (উপ-সহকারী প্রকৌশলী)	১	১	-	-
	মোট	১১	৪	২	৫

এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজ সুষ্ঠু বাস্তবায়নে বা প্রশাসনিক কার্যাবলী পরিচালনায় পরিলক্ষিত ব্যর্থতার অভিযোগে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে কৈফিয়ত তলব করা হয়। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কৈফিয়ত তলব সংক্রান্ত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	পদের নাম	কৈফিয়ত তলবের সংখ্যা
১)	প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা প্রকৌশলী ও সহকারী প্রকৌশলী	৫৪
২)	উপ-সহকারী প্রকৌশলী	১৬
৩)	নক্সাকার (উপ -সহকারী প্রকৌশলী)	-
	মোট	৭০

আইন সংক্রান্ত

এলজিইডি সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের যাবতীয় আইন সংক্রান্ত বিষয়াদি একজন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (প্রশাসন) তত্ত্বাবধানে আইন শাখার দ্বারা সমম্বিত ও পরিচালিত হচ্ছে। এই দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ লঙ্ঘন, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের রাজস্ব বাজেটে আত্মীকরণ, এলজিইডি'র উন্নয়নমূলক কাজের জন্য জমি অধিগ্রহণ এবং প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা লঙ্ঘনজনিত কারণে ক্রমবর্ধমান দরপত্রের আইনগত সমস্যাগুলির যথাযথ সমাধানকল্পে ২০০৯ সালে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে পৃথক একটি আইন শাখার কার্যক্রম শুরু করা হয়। এলজিইডি'র একজন নির্বাহী প্রকৌশলী, দুই জন সহকারী প্রকৌশলী, একজন উপ-সহকারী প্রকৌশলীর মাধ্যমে আইন শাখার যাবতীয় মামলা/মোকদ্দমা পরিচালনা ও অন্যান্য কাজ পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৯৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত উন্নয়ন কাজে বাধা সৃষ্টি, প্রকল্পে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের রাজস্বখাতে আত্মীকরণ, চাকুরীতে জ্যেষ্ঠতা নিরূপণ এবং সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর অনুসরণে প্রদত্ত বিভাগীয় শাস্তির বিপক্ষে এলজিইডি'কে পক্ষভুক্ত করে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ৫৯৮টি রীট ও আপীল দায়ের করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ২৯১টি মোকদ্দমার ইতিমধ্যে নিস্পত্তি হয়েছে এবং ৩০৭টি মামলা এখনও বিচারাধীন আছে।

অনিষ্পন্ন মামলাগুলির মধ্যে ২২৮টি রাজস্বখাতে আত্মীকরণ ও বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত এবং ৭৯টি উন্নয়নমূলক কাজ সম্পর্কিত। উন্নয়ন সংক্রান্ত মামলাগুলি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া, কর্তব্য পালনে অবহেলা, অসদাচরণ এবং উন্নয়নমূলক কাজে ত্রুটির সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে বিভাগীয় শাস্তি প্রদান করায় তারা প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে ৪১টি মামলা দায়ের করেন, যারমধ্যে ১৩টি ইতিমধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ২৮টির ক্ষেত্রে মামলা বিচারাধীন আছে।

রাজস্ব আয়

২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এলজিইডি'র রাজস্ব আয়ের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্র ১৯৬.৬৩ কোটি টাকা অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে নির্ধারিত ছিল। অর্থবছর শেষে বিভিন্ন আয়ের উৎস যেমন- দরপত্র বিক্রি, ল্যাব টেষ্ট ফি, যানবাহন/রোড রোলার ভাড়া ইত্যাদি থেকে মোট রাজস্ব প্রাপ্তি (প্রাথমিক হিসাব) ১৯২.১২২ কোটি টাকা, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষো ২.৩০% কম। এ সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচে প্রদত্ত সারনিতে দেখানো হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানের প্রেক্ষিতে দরপত্র ডকুমেন্ট বিক্রয়লব্ধ অর্থ সিপিটিইউ-তে জমা দেয়ার প্রয়োজনে ৯নং ক্রমিকের টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র বিক্রয় খাতে আয় লক্ষ্যমাত্রা অপেক্ষা কম হয়েছে ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাজস্ব আয়

(হাজার টাকায়)

ক্রমিক নং	আয়ের উৎস	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসর		শতকরা হার
		আয়ের লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত আয়	
১	২	৩	৪	৫
১	কোম্পানী সমূহের রেজিষ্টেশন ফি (ঠিকাদারী লাইসেন্স তালিকাভূক্তি)	৫,০০,০০	১,৬২,৬৮	৩২.৫৪%
২	লাইসেন্স ফি (লাইসেন্স নবায়ন ফি)	৭,০০,০০	৪,৯৭,৭৪	৭১.৭১
৩	জরিমানা ও দন্ড	১২,০০,০০	১২,৪৮,০২	১০৪.০০
৪	বাজেয়াপ্ত করণ	৬,০০,০০	৫,০৮,৮৫	৮৮.৮১
৫	পরীক্ষণ ফি (ল্যাবঃ টেষ্ট ফি)	৬৫,০০,০০	৬৬,৭৫,৯৭	১০২.৭০
৬	পরীক্ষা ফি	৩০,০০	৯১,৮০	৩০৬.০০
৭	সরকারী যানবাহনের ব্যবহার	৩,০০	১৩,৩৯	৪৪৬.৩৩
৮	যন্ত্র ও সরঞ্জামাদির ভাড়া	৩০,০০,০০	২২,৩৯,৯৪	৭৪.৬৬
৯	টেন্ডার ও অন্যান্য দলিল পত্র	৫৫,০০,০০	১৫,৭৩,৭৬	২৮.৬১
১০	অব্যবহৃত দ্রব্যাদি দলিলপত্র	১,৫০,০০	১৪,১২,৪৪	৯৪১.৬৩
১১	অতিরিক্ত প্রদত্ত অর্থ আদায়	৫,০০,০০	৬,৪৫,৪২	১২৯.০৮
১২	অনাবাসিক ভবনসমূহের ভাড়া	১০,০০	১৫,৮৫	১৫৮.৫০
১৩	আবাসিক ভবন সমূহের ভাড়া	৭০,০০	৮৭,৩৮	১২৪.৮৩
১৪	বিবিধ রাজস্ব	৯,০০,০০	১১,৩৭,৯০	১২৬.৪৩
১৫	অন্যান্য	-	২৯,০১,১৬	-
	মোট =	১৯৬,৬৩,০০	১৯২,১২,৩০	৯৭.৭১

◆ জুন মাসের প্রাথমিক হিসাবের ভিত্তিতে প্রণীত, ibas এর রিপোর্ট পাওয়া গেলে হিসাব চূড়ান্ত করা হবে।

আর্থিক কার্যক্রম নিরীক্ষা (অডিট)

বরাদ্দকৃত সরকারী অর্থের যথাযথ ব্যবহার ও আর্থিক শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে নিরীক্ষা কার্যক্রম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে উত্থাপিত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে এলজিইডি'র বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ FAPAD (বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর) এর সাথে এবং জিওবি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ও জেলার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের (Works Audit) সাথে সমন্বয় করে স্ব স্ব নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার মাধ্যমে অডিট আপত্তির জবাব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরে পাঠান। অডিট আপত্তির গুরুত্ব ভেদে প্রয়োজনে দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আপত্তিসমূহের নিষ্পত্তি করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবৎসরে অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

- বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের ২০১৩-১৪ অর্থবৎসর পর্যন্ত অনিষ্পন্ন ৩৩১টি ও ২০১৪-১৫ অর্থবছরের নতুন ৫০টিসহ মোট ৩৮১টি অডিট আপত্তির মধ্যে ১৪৭টি নিষ্পত্তি হয়েছে এবং ২৩৪টি অনিষ্পন্ন আছে।
- জিওবি প্রকল্প সংশ্লিষ্ট উত্থাপিত মোট ৪৬৫টি আপত্তির মধ্যে ১৮৮টি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ২৭৭টি।
- পূর্ত অডিটের (জেলা পর্যায়) মোট ২০০৫টি আপত্তির মধ্যে ৪৪৪টি নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা ১৫৬১টি।

এলজিইডি'র সূচনাকাল থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সংক্রান্ত তথ্য

অডিট আপত্তির ধরণ	আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	অনিষ্পত্তির সংখ্যা	সম্পৃক্ত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সম্পর্কিত	৫,৪৭০	৫,২৩৬	২৩৪	২২৩.১৮
পূর্ত কাজ (জেলা পর্যায়) সম্পর্কিত	৭,৪৭৫	৫,৯১৪	১,৫৬১	১,৪৪৫.৪১
জিওবি প্রকল্পের পূর্ত কাজ সম্পর্কিত	৯৭৪	৬৯৭	২৭৭	১,৬৯১.৪৩
মোট	**১৩,৯১৯**	**১১,৮৪৭**	**২,০৭২**	**৩,৩৬০.০২**

ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি (আইসিটি) ইউনিট

এলজিইডি'র কাজকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহারে এলজিইডি যথেষ্ট উৎসাহী। আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ প্রতিষ্ঠানটির বিভিন্ন দায়িত্ব পালনকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে সুসংহত করার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটির জন্য অত্যন্ত সহায়ক। এই সফলতাই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে দেশে বিদেশে এবং উন্নয়ন সহযোগীদের কাছে সমাদৃত হওয়ার ব্যাপারে একটি শক্তিশালী মাধ্যম হিসাবে অবদান রেখেছে। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে কারিগরী সহায়তা প্রদান, পল্লী ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র্য দূরীকরণে এলজিইডি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক অনুসৃত বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে Information and Communication Technology (ICT)`র ব্যবহার এলজিইডি'র কর্মব্যবস্থাপনাকে বরাবরই প্রভাবিত করে আসছে। সারাদেশের অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরীবিক্ষণ গতিশীল ও কার্যকর করতে এলজিইডি'র MIS ও GIS ইউনিট ICT ভিত্তিক বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করে।

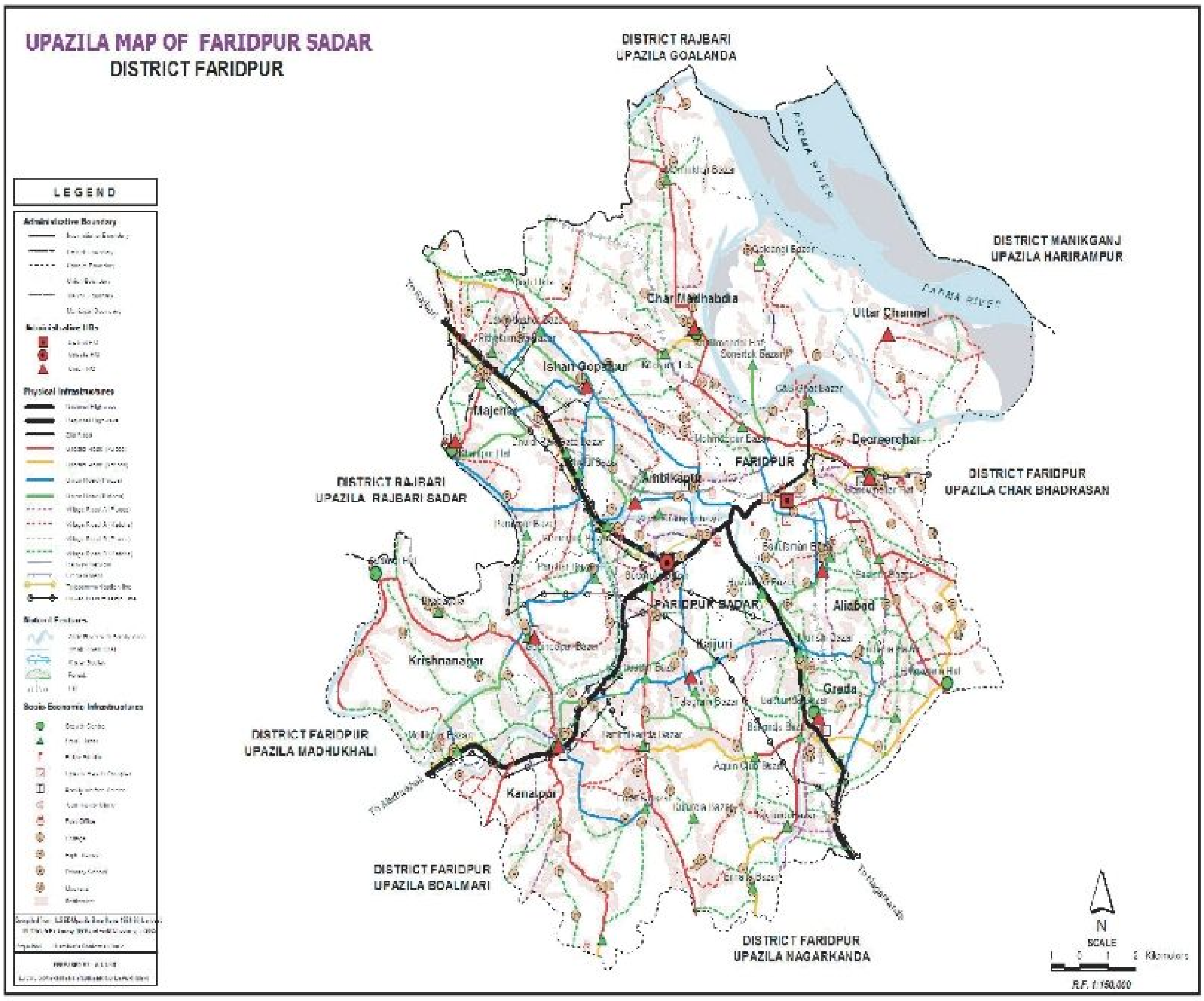

দেশের সকল জেলা/উপজেলায় ব্যবহৃত উপজেলা ম্যাপ

ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (MIS)

আধুনিক ICT প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি'র উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, মনিটরিং, প্রশাসনিক কার্যক্রম ইত্যাদি বিষয় সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য MIS Section-এর অবদান অনস্বীকার্য। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে MIS Section কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীর মধ্যে নিচে বর্ণিত কার্যক্রমগুলি মূখ্য।

১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রোগ্রামের সাথে সমন্বয় করে এলজিইডি'র ডাইনামিক ওয়েবসাইটটি (www.lged.gov.bd) বিকেন্দ্রিকভাবে নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার, ইনোভেশন ইত্যাদি পেইজ তৈরী করে ওয়েবসাইটটি উন্নত করা হয়েছে।

২) সরকারের নীতিমালা ও তথ্য কমিশনের নির্দেশ মোতাবেক এলজিইডি'র ওয়েবসাইটটি ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা ভাষায় চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ফলে এলজিইডি'র সকল তথ্য আরও সহজভাবে জনসাধারণের কাছে পৌছানো যাবে।

৩) এলজিইডি'র প্রশাসনিক কাজের সহায়ক হিসেবে সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও চাকুরী সংক্রান্ত সকল তথ্য সংরক্ষণ, বদলী, পদোন্নতি ইত্যাদি সকল বিষয় কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য Personnel Management Information System (PMIS) সফটওয়্যার ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় ১০০০ জন কর্মকর্তা সিস্টেমে তথ্য প্রদান করেছেন।

৪) বিগত অর্থবছরে এলজিইডি'র সকল কার্যালয়ের মোট ১৬৭২টি দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি ও কার্যাদেশ এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

৫) এলজিইডি'র সকল স্তরের কর্মকর্তাদের দ্রুত এবং সহজভাবে তথ্যের আদান-প্রদান করতে ই-মেইল ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় সম্প্রতি মেইল সার্ভার Upgrade করা হয়েছে। ফলে এর ধারণ ক্ষমতা এবং কারিগরি সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া সদর দপ্তর থেকে বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাদেরকে দ্রুত জরুরী বার্তা পাঠানোর জন্য এসএমএস সার্ভিস কার্যকরভাবে চলছে।

৬) Local Area Network (LAN) - এর অওতায় প্রতিবেদনকালীন সময়ে আরও ১৫০টি কম্পিউটার বিভিন্ন সার্ভারের মাধ্যমে সংযুক্ত হওয়ায় সর্বশেষ এরূপ সংখ্যা ১৩৫০টিতে দাঁড়িয়েছে। নেটওয়ার্ক আরও কার্যকর করতে সম্প্রতি LAN পুনঃস্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর আওতায় এলজিইডি ভবনের লেভেল-১ হতে ৭ পর্যন্ত LAN পুনঃস্থাপন করা হচ্ছে। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার বিষয়ক সমস্যা সমাধানের জন্য মার্চ, ২০১৩ তে e-Ticketing ব্যবস্থা চালু করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে e-Ticketing এর মাধ্যমে সদর দপ্তরের কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্ক বিষয়ক প্রায় ২২০০ টি সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত এরূপ সমস্যার সমাধানকৃত সংখ্যা ৪২২২টি।

৭) এলজিইডি সদর দপ্তরে 33mbps গতিসম্পন্ন ইন্টারনেট সংযোগের মাধ্যমে ১৩৫০ টি ওয়ার্ক-ষ্টেশনে কেন্দ্রীয়ভাবে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৮) IWRM ইউনিটে LAN পুনঃস্থাপন এবং নতুন ডাটা ও এ্যাপ্লিকেশন সার্ভার স্থাপন করা হয়েছে।

৯) Digital LGED গড়ার লক্ষ্যে এলজিইডি'র IT-ICT Strategy & Action Plan তৈরী, ডাটা সেন্টার, IDSS সহ বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে।

১০) এলজিইডি সদর দপ্তরে নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা বৃদ্ধির লক্ষ্যে Web Proxy Server ও Central Anti-Virus ব্যবহার করা হচ্ছে।

১১) এলজিইডি'র সকল স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ICT বিষয়ে দক্ষ করে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। এছাড়া e-GP বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন কারিগরি সহায়তা ICT ইউনিটের মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে।

জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম (GIS)

ভৌগলিক তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক সুবিধাসমূহ ব্যবহার করে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কাজে এলজিইডি'র GIS সেকশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র GIS সেকশন কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নরূপঃ

১) নবসৃষ্ট উপজেলাসমূহের প্রশাসনিক সীমানা অনুযায়ী ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে এবং বিনামূল্যে জনসাধারণের সংগ্রহের জন্য সেগুলি এলজিইডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে। এছাড়া মাঠ পর্যায় থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির ভিত্তিতে এলজিইডি-তে বিদ্যমান GIS ডাটাবেজ হালনাগাদ করার পাশাপাশি উপজেলা ও জেলা ম্যাপসমূহ হালনাগাদ করা হয়েছে। এসব ম্যাপ এলজিইডি ছাড়াও অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের চাহিদা মোতাবেক সরবরাহ করা হচ্ছে।

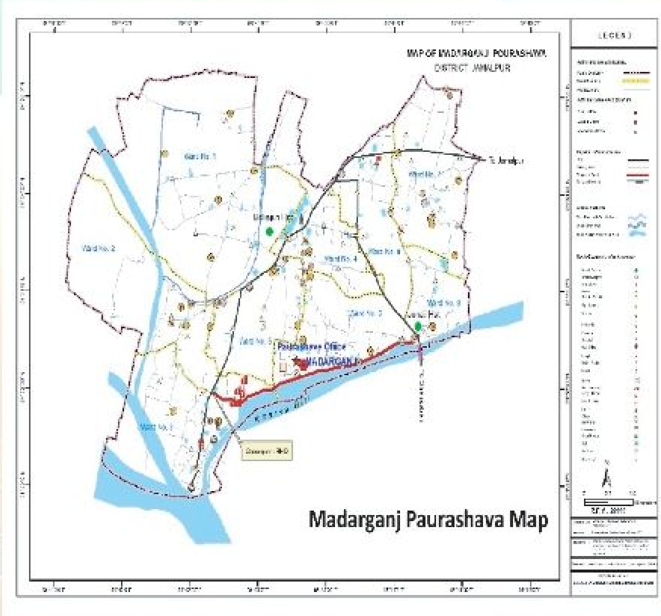

২) GIS সেকশনে বিদ্যমান উপজেলাওয়ারী সকল তথ্যকে সারা দেশের জন্য সমন্বয় করে ১৭টি Layer- এর Seamless GIS Data প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩) পাইলট ভিত্তিতে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উপ-প্রকল্পের জন্য Landuse Map প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪) নগর অঞ্চলের পরিকল্পনার সুবিধার্থে পৌরসভার ম্যাপ প্রস্তুত করা হচ্ছে। বর্তমানে ১৩৫টি পৌরসভার ম্যাপ প্রস্তুত করা হয়েছে, যার ৫৩টি ইতিমধ্যে উপজেলা ম্যাপের সাথে সমন্বয় করা হয়েছে।

৫) এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্পের চাহিদা অনুযায়ী ২৭ ধরনের Customized ম্যাপ তৈরী করা হয়েছে।

৬) এলজিইডি'র সকল উপজেলা সড়কসমূহ Google Earth এর সাথে সমন্বয় করে সংশোধনের কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ঢাকা, রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

পরিকল্পনা ইউনিট

পরিকল্পনা ইউনিট এলজিইডি'র পক্ষে দেশের পল্লী ও শহরাঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ সহ ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি সনাক্ত ও প্রণয়নের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনপূর্বক দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখছে। বিনিয়োগ প্রকল্প, জরিপ/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রকল্প ও কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহ এই ইউনিট মূলত প্রণয়ন করে থাকে। মূলতঃ Rural Development Strategy 1984, Rural Infrastructure Strategy Study 1996, National Rural Development Policy 2001, National Land Transport Policy 2004, Urban Management Policy Statement 1999, National Water Policy 1997, Sixth Five Year Plan (2011-15), Perspective Plan (2010-21), Rural Road Master Plan ইত্যাদি সরকারী ডকুমেন্টসমূহের আলোকে প্রকল্প গ্রহণের ভিত্তি, দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা, সমপর্যায়ের সমাপ্ত বা চলমান প্রকল্পের ফলাফল ও অভিজ্ঞতা, অন্য প্রকল্প/কর্মসূচির সঙ্গে দ্বৈততা, দেশের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী জাতীয় নীতি/পরিকল্পনায় বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রকল্পের অবদান, আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষন, আঞ্চলিক বৈষম্য দূরীকরণে প্রকল্পের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়গুলি এরূপ প্রকল্প প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায়।

পরিকল্পনা ইউনিট প্রাক-প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী যেমন উন্নয়ন প্রকল্প ছক (ডিপিপি), সমীক্ষা/জরীপ প্রস্তাবের ছক এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প (টিএপিপি) প্রস্তুত এবং ক্ষেত্র বিশেষে ঐ সকল প্রস্তাব / ছকের সংশোধনের কাজ করে থাকে। তাছাড়া, দাতা সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ ও অর্থ বিভাগের সাথে আলোচনা অনুযায়ী পরবর্তী অর্থ বছরসমূহে গৃহীতব্য সম্ভাব্য প্রকল্পসমূহের তালিকা প্রণয়নের ব্যবস্থা এই ইউনিট গ্রহণ করে থাকে। বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাথে এলজিইডি'র সমন্বয় সাধনের কাজও পরিকল্পনা ইউনিট এর মাধ্যমে হয়ে থাকে। কোন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রাথমিক উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (পিডিপিপি) প্রণয়ন করাও এ ইউনিটের উপর অর্পিত দায়িত্বের অংশবিশেষ।

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে মোট ১০৯৪১.৫২ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে ২১টি নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হয়, যার মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের একক অর্থায়নে এবং বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট গৃহীত প্রকল্পের সংখ্যা যথাক্রমে ১৫টি এবং ৬টি। প্রকল্পগুলির প্রকল্প ব্যয় যথাক্রমে ১৪৫৪.৪৪ কোটি টাকা এবং ৯৪৮৭.০৮ কোটি টাকা। উক্ত ২১টি প্রকল্পের মধ্যে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ১৫টি এবং ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ৬টি প্রকল্প রয়েছে।

আলোচ্য অর্থবছরে ২৫টি বৈদেশিক মিশনের সাথে প্রাক-সম্ভাব্যতা/সম্ভাব্যতা ইত্যাদি বিষয়ে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট আলোচনা সভার আয়োজন করেছে।

উপরে বর্ণিত বিষয়াদি ছাড়াও নিচে বর্ণিত বিষয়াদির ক্ষেত্রে কার্যাদি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিকল্পনা ইউনিট সম্পাদন করেছে।

- সপ্তম পঞ্চ বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) প্রণয়ন কাজ শুরু হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক প্রণয়নাধীন এ পরিকল্পনা দলিলে, এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট পল্লী উন্নয়ন, নগর উন্নয়ন, ক্ষুদ্রকার পানি সম্পদ উন্নয়ন ও পরিবহন সেক্টরের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়নে সকল সহযোগিতা প্রদান করেছে।
- পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের (GED) উদ্যোগ Bangladesh Delta Plan-2100 প্রণয়নের কাজ বর্তমানে চলছে। এই পরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যাপারে Working Group-এর সদস্য হিসাবে এলজিইডি-ও সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সংগে যুক্ত হয়ে যথাযথ অবদান রাখছে।
- ২০১৩-১৪ অর্থবছরের শেষের দিকে পরিকল্পনা ইউনিটের উদ্যোগে, এলজিইডির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কারিগরী দক্ষতা বাড়ানোর জন্য JICA'র অর্থায়নে "Initial Preparatory Study for Setting up of a Construction Training Center for the Technical Staff of LGED & LGI's" এর কাজ শুরু হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই সমীক্ষার কাজ শেষ করে পিডিপিপি আকারে JICA-তে পাঠানো হয়েছে।

- বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে " Bangladesh Trade and Facilitation Services RETF " প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম বন্দরের সাথে ভারতের পূর্বাঞ্চলের ৭টি রাজ্যের একটি সংযোগ সড়ক তৈরীর সম্ভাব্যতা সমীক্ষা করা হচ্ছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের শেষ দিকে এই প্রকল্পের আর্ন্তজাতিক পরামর্শক নিয়োগের মাধ্যমে বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা ও ডিজাইনের কাজ শুরু হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে এই বিষয়টি বিনিয়োগ প্রকল্প হিসেবে শুরু হবে বলে আশা করা যায় ।

- ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহকে অর্থ সহায়তা প্রদানের জন্য জাতিসংঘের UNFCC-র তত্ত্বাবধানে, Green Climate Fund (GCF)-র কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ২০১৫-২০২০ সাল মেয়াদে জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্থ উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য এই তহবিল হবে প্রায় ১০০ বিলিয়ন ডলার। GCF তহবিল প্রাপ্তির লক্ষ্যে Accreditated সংস্থা হিসাবে আবেদনের জন্য অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এলজিইডিকে মনোনীত করায় এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট GCF-র এরূপ সরাসরি স্বীকৃতি লাভের আবেদন প্রক্রিয়াকরণের কাজ শুরু করেছে। এছাড়া, কেএফডব্লিউ এর মাধ্যমে GCF তহবিল প্রাপ্তির জন্য "Climate Resilient Infrastructure Mainstreaming (CRIM)" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তুত করেছে।

- পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের মাধ্যমে JICA সাহায্যপুষ্ট Strengthening Public Investment Management System শীর্ষক প্রকল্পের কাজে এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট যুক্ত হয়েছে।

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে "Disaster Risk Reduction, Emergency Response and Recovery" নাম সম্বলিত JICA সাহায্যপুষ্ট একটি নুতন প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। দেশের দূর্যোগ প্রবণ জেলাগুলির দূর্যোগ মোকাবেলার দক্ষতা বাড়ানোর এই প্রকল্পে এলজিইডি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর যৌথভাবে কাজ করবে। পরিকল্পনা ইউনিট এই প্রকল্পের প্রক্রিয়াকরণ কাজ করছে।

- বাংলাদেশের পল্লী অর্থনীতির দ্রুত প্রবৃদ্ধির ফলে এলজিইডি'র আওতাধীন অনেক সড়কে পূর্ব-বিবেচ্য যানবাহন অপেক্ষা ভারী যানবাহন চলাচল করায় সড়ক দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। যে কারণে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২০০৫ সালে এলজিইডি'র জন্য বিবেচিত বিভিন্ন শ্রেণীর সড়কগুলিতে বর্তমানে চলাচল করছে এমন সকল ধরনের যনবাহনের উপর কারিগরী বিশ্লেষণপূর্বক রোড ডিজাইন ষ্ট্যান্ডার্ড পুনঃগঠনের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে পরামর্শক হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট, ডিজাইন ইউনিট ও রুরাল ট্রান্সপোর্ট ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট-২ সম্মিলিতভাবে এই কাজের সমম্বয় করছে।

- ষাট-সত্তরের দশক থেকে বিভিন্ন সংস্থার অর্থায়নে বাংলাদেশের পল্লী সড়কে নির্মিত সেতুসমূহের অনেকগুলিই বর্তমানে ভারী যানবাহন চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় সেগুলির ডাবল-লেন-এ রূপান্তরকরণ এবং পুনঃনির্মাণ করা প্রয়োজন। এলজিইডি'র আওতায় নির্মিত/নির্মাণাধীন ১০০ মিঃ এর অধিক দৈর্ঘ্যের সেতুর সংখ্যাও সহস্রাধিক। এছাড়া, ১৫০০ মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের দীর্ঘ-সেতু নির্মাণে এলজিইডি বর্তমানে দায়িত্বপ্রাপ্ত। দীর্ঘ-সেতুসমূহের পরিকল্পনা, নির্মাণ কৌশল এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এলজিইডি'র দক্ষতা বৃদ্ধি সম্পর্কিত একটি নতুন প্রকল্প প্রণয়নের উদ্যোগ বিশ্বব্যাংকের সহযোগিতায় এলজিইডি গ্রহণ করেছে এবং এলজিইডি'র পরিকল্পনা ইউনিট এই প্রকল্প প্রণয়ণে কাজ করছে।

- দেশের বিদ্যমান সকল শ্রেণীর সড়ক তালিকা প্রস্তুতকরণ এবং সড়কসমূহের মালিকানা/দায়িত্বপ্রাপ্ত সংস্থার অনুকূলে গেজেট নোটিফিকেশন জারীর জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিকল্পনা কমিশন, সড়ক ও জনপথ বিভাগ ও এলজিইডি'র মধ্যে ৭টি যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে গৃহীত সিদ্ধান্তক্রমে সকল প্রকার দ্বৈততা পরিহার করে, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মালিকানাধীন সকল সড়কের অনুকূলে গেজেট নোটিফিকেশন জারী করা হয়েছে। এলজিইডি'র সকল সড়কের তালিকা হালনাগাদের পর এলজিইডি'র সড়ক তালিকারও এরূপ একটি গেজেট প্রকাশ করা হবে। এলজিইডি'র পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট এলজিইডি'র পক্ষে এই কাজের সনম্বয় করেছে।

ডিজাইন ইউনিট

এলজিইডি'র "ডিজাইন ইউনিট" সাধারণত নিম্নবর্ণিত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

ব্রিজ, কালভার্ট, ভবন, মার্কেট, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল ভবন, বাস টার্মিনাল, হাসপাতাল, অডিটোরিয়াম, ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স ভবন, মডেল থানা, পৌরভবন ইত্যাদিসহ ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ এবং পৌরসভাসমূহের অন্যান্য অবকাঠামোর স্থাপত্য ও কাঠামোগত ডিজাইন প্রণয়ন;

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অধিদপ্তর/পরিদপ্তর/সংস্থার পূর্ত অবকাঠামোর ডিজাইন প্রণয়ন;

বিভিন্ন প্রকল্পের উপদেষ্টা ফার্ম কর্তৃক প্রণীত অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইনসমূহের পর্যালোচনা, পরীক্ষা ও অনুমোদন দান;

বিভিন্ন অবকাঠামোর স্থাপত্যগত ও কাঠামোগত ডিজাইন সংক্রান্ত উপাত্ত সংরক্ষণ;

মাঠ পর্যায়ে ডিজাইন সংক্রান্ত উদ্ভূত সমস্যাবলী নিরসনে সরেজমিন পরিদর্শন এবং কারিগরী পরামর্শ প্রদান; এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ের প্রকৌশলীদের ডিজাইন-ড্রইং-নির্মাণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান; ডিজাইন ইউনিটে কর্মরত প্রকৌশলীদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ ও সেমিনার আয়োজন করা;

আরসিসি/পিসি গার্ডার ব্রিজের ম্যানুয়াল, গাইডলাইনস, Standards for Bridge Design in LGED, LGED Schedule of Rates এবং কারিগরী স্পেসিফিকেশন হালনাগাদকরণ;

ব্রিজ ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ

ডিজাইন ইউনিটের আওতায় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সেতুর ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্পের আওতায় নিয়োজিত পরামর্শকগণ কর্তৃক ডিজাইনকৃত ব্রিজসমূহ পরীক্ষা করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সম্পাদিত ব্রিজ ও আনুষঙ্গিক ডিজাইন সংক্রান্ত তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিজাইনকৃত ব্রিজ ও আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর তালিকা

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	৫০০ মিটারের উর্ধ্বের ব্রিজ	এলজিইডি	০২টি
২	৪০০ মিটারের উর্ধ্বে কিন্তু ৫০০ মিটারের নীচের ব্রিজ	এলজিইডি	০২টি
৩	৩০০ মিটারের উর্ধ্বে কিন্তু ৪০০ মিটারের নীচের ব্রিজ	এলজিইডি	০২টি
৪	২০০ মিটারের উর্ধ্বে কিন্তু ৩০০ মিটারের নীচের ব্রিজ	এলজিইডি	০৪টি
৫	১০০ মিটারের উর্ধ্বে কিন্তু ২০০ মিটারের নীচের ব্রিজ	এলজিইডি	৮টি
৬	১০০ মিটারের নীচের ব্রিজ	এলজিইডি	১২৬টি
৭	বক্স কালভার্ট	এলজিইডি	১৬টি
৮	ঘাট	এলজিইডি	০৪টি
৯	ব্রিজ/স্লোপ সুরক্ষা কাজ	এলজিইডি	৭টি
১০	পূর্বে প্রণীত ব্রিজ ডিজাইনের সংশোধন	এলজিইডি	০৫টি
১১	ব্রিজ মেরামতকরণ	এলজিইডি	১টি
	মোট	-	১৭৭ টি

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরামর্শক কর্তৃক ডিজাইনকৃত ব্রিজ/আনুষঙ্গিক অবকাঠামোর ডিজাইন যাচাইকরণ

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	১০০ মিটারের উর্ধ্বে কিন্তু ২০০ মিটারের নীচের ব্রিজ	এলজিইডি	০২টি
২	১০০ মিটারের নীচে র ব্রিজ	এলজিইডি	৬৯টি
৩	বক্স কালভার্ট	এলজিইডি	০২টি
	মোট	-	৭৩টি

ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত কাজ

বিভিন্ন ধরনের ভবনের Architectural ও Structural design-ও ডিজাইন ইউনিট প্রণয়ন করে। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে ভবন ডিজাইন সংক্রান্ত সম্পাদিত এরূপ কাজের তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিজাইনকৃত ভবনসমূহ

ক্রমিক নং	অবকাঠামো	বাস্তবায়নে	সংখ্যা
১	বারটান	এলজিইডি	৭টি
২	উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ ভবন ও হলরুম	এলজিইডি	১০৯টি
৩	নবসৃষ্ট ও নদী ভাঙ্গনে বিলীন উপজেলা কমপ্লেক্সে প্রশাসনিক ভবন, ডরমিটরী ভবন, স্টাফ কোয়ার্টার, হলরুম, চেয়ারম্যান ও ইউএনও কোয়ার্টার	এলজিইডি	৫টি
৪	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	এলজিইডি	৪০টি
৫	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ পাঠাগার ও রেষ্ট হাউজ	এলজিইডি	১টি
৬	চক্ষু হাসপাতাল	এলজিইডি	১টি
৭	উপজাতি কল্যাণ সমিতি ভবন	এলজিইডি	১টি
৮	বহুমুখী সেড	এলজিইডি	১টি
৯	কৃষি অফিস ভবন, বরিশাল	এলজিইডি	১টি
১০	সার্ভে ইন্সটিটিউট, রাজশাহী (প্রশাসনিক ভবন)	এলজিইডি	৩টি
১১	পৌরসভা অফিস ভবন	পৌরসভা	১৫টি
১২	সুপারমার্কেট/কিচেনমার্কেট/ মহিলামার্কেট, সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভা	সিটিকর্পোরেশন/পৌরসভা	৫টি
১৩	রেষ্টহাউজ	জেলা পরিষদ	২০টি
১৪	মন্দির	জেলা পরিষদ	২টি
	মোট	-	২১১টি

উল্লেখিত ভবনসমূহের বাইরেও ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক অবকাঠামোর প্রাক্কলন ও ডিজাইন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক ডিজাইনকৃত কতিপয় ভবনের ৩-ডি মডেল

বরিশালের এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর অফিস ভবন

বারটান একাডেমিক ভবন

বারটান রিজিওনাল ট্রেনিং এন্ড ডরমিটরি ভবন

পৌরভবন

বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষন ইনস্টিটিউট (বারটান) এর অপর কয়েকটি ভবন ঃ ১.মাস্টার প্লান ২.অফিস ভবন ৩. নির্বাহী পরিচালকের বাসভবন ৪. অফিসার্স কোয়ার্টার ৫. ডরমিটরি ।

বিল্ডিং, ব্রিজসহ যেকোন অবকাঠামো ডিজাইনে Structural Analysis & Design Software ব্যবহারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপসহ ডিজাইন ইউনিট কর্তৃক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় । এছাড়া জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে যেকোন ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রণয়ন ও দাখিলের ক্ষেত্রেও ডিজাইন ইউনিট যথাযথ কারিগরি দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে ।

সেতু/কালভার্ট ও ভবনসমূহের ডিজাইনের পাশাপাশি চাহিদার ভিত্তিতে (Need based) সড়কসমূহের ডিজাইনও এলজিইডি'র ডিজাইন ইউনিট প্রণয়ন করে ।

প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ণ ইউনিট

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের সংশ্লিষ্ট অর্থবছরের গৃহীত কর্মসূচির সুষ্ঠু ও সময়মত বাস্তবায়ন তথা সরকার কর্তৃক প্রতি অর্থবছরের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং এবং মূল্যায়ণ ইউনিট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের সঙ্গে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হওয়া এবং সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এবং মাঠ পর্যায়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদান করা একটি আবশ্যকীয় বিষয়, যে ব্যাপারে প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে সময়মত এবং কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এই ইউনিট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগসমূহে এবং সংশ্লিষ্ট দাতাগোষ্ঠীকে নির্ধারিত ছকে প্রয়োজন মোতাবেক তথ্যাদি ও প্রতিবেদন নিয়মিত বা চাহিদা মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে সরবরাহ করে থাকে।

প্রতিবেদন প্রণয়ন

প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ইউনিট কর্তৃক পরিচালিত দায়িত্ব ও কার্যাদি নিম্নরূপঃ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত (ADP) চলমান প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রকল্প পরিচালকগণের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণের পর বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রণয়ন করা এবং চাহিদা মোতাবেক সেগুলি যথাযথ মন্ত্রণালয়, বিভাগ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে প্রেরণ। তাছাড়া মাসিক, ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক ভিত্তিতে এসব তথ্য ও প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, IMED, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ERD), পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন সেক্টর, কার্যক্রম বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাতেও সরবরাহ করা;

বিভিন্ন সময়ে মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন বিভাগ, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধি/মিশন কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনের জন্য তাৎক্ষণিক চাহিদা অনুযায়ী তথ্যাদি সংগ্রহ ও সঙ্কলনপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে/সংস্থায় প্রেরণ;

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি/Mission এর সংগে মন্ত্রণালয় পর্যায়ে আলোচনার প্রয়োজনে কার্যপত্র প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ এবং DPEC, PEC, ECNEC সভার কার্যপত্র প্রণয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান;

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িতব্য বা বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাজেট প্রণয়ন এবং অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক তৈরীকৃত IBAS Software-এ ঐ সকল তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করে প্রয়োজনীয় বরাদ্দের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ তৈরীর লক্ষ্যে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; এবং সমাপ্ত প্রকল্পের প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) নির্ধারিত ছকে প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে IMED এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার নিকট প্রেরণ।

মাসিক প্রাক-পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগ অনুষ্ঠিত মাসিক পর্যালোচনা সভার প্রাক-পর্যালোচনা হিসাবে এলজিইডি সদর দপ্তরে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী'র সভাপতিত্বে প্রতি মাসে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের উপর পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিতকরণপূর্বক সমাধানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পভিত্তিক মাস-ওয়ারী অগ্রগতি, কম অগ্রগতি সম্পন্ন প্রকল্পসমূহের ক্ষেত্রে শ্লথ অগ্রগতির কারণ, পরিদর্শন টীমসমূহ, অঞ্চলের দায়িত্বপ্রাপ্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পরিদর্শন প্রতিবেদনসহ অন্যান্য পর্যালোচনা প্রতিবেদন, গুণগতমান রক্ষাসহ ভৌত কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। উপরন্তু, গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ সুষ্ঠু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সৃষ্ট যেকোন জটিলতা বা প্রতিবন্ধকতা নিরসনকল্পে প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি'র সভাপতিত্বে সময়ে সময়ে বিশেষ পর্যালোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। সভাগুলিতে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এই ইউনিট নিবীড় তদারকি করে থাকে।

মাসিক পর্যালোচনা সভা

স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় ADP ছক এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের ছকে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে অগ্রগতি পর্যালোচনা ও চিহ্নিত সমস্যাসমূহ সমাধানের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে নিয়মিত মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় চিহ্নিত সমস্যাসমূহের সমাধানসহ প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রদত্ত পরামর্শ/উপদেশ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের তদারকি করা হয়। এছাড়া, IMED এবং পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ/মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

এলজিইডি'র উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা

এলজিইডি সদর দপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রকল্প পরিচালক/দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, প্রকল্প ব্যবস্থাপক, উপ-পরিচালক, উপ-প্রকল্প পরিচালকসহ মাঠ পর্যায়ের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মকান্ডের উপর এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী'র সভাপতিত্বে ২৮ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে বার্ষিক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে এলজিইডি'র সকল প্রকল্পের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি, জুন ২০১৫ তে সমাপ্য ১৯ টি প্রকল্প, জেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অবকাঠামোর অগ্রগতি, অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা, বৃক্ষরোপণ, বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শন টীমের প্রতিবেদনসহ এলজিইডি'র কর্মকান্ড সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি তুলে ধরা হয়। পরিদর্শন টীম কর্তৃক চিহ্নিত ক্রটিপূর্ণ স্কীম সংশোধন করা হয়নি এমন ক্ষেত্রে যথাযথ সংশোধন দ্রুততার সঙ্গে পুনরায় কোন কালক্ষেপণ ছাড়াই সম্পন্ন করার জন্য তাগিদ প্রদান করা হয়।

সভার সভাপতি এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, সভাপতির ভাষণের শুরুতে এলজিইডি'র জন্মলগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যারা এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীদের পদে আসীন ছিলেন তাঁদের নাম উল্লেখসহ সবার অবদানের কথা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। বিশেষ করে প্রয়াত প্রধান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, যিনি এলজিইডিকে একটি বিশেষ অবস্থানে পৌঁছে দিয়ে গেছেন, তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাচিত্তে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্মরণ করেন।

প্রতিষ্ঠান হিসাবে এলজিইডি'র এযাবৎ অর্জিত সাফল্যকে ধরে রাখা, এমনকি এক্ষেত্রে আরও অধিক সাফল্য অর্জনের জন্য তিনি এলজিইডি'র সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশাদি এবং উপদেশাবলী সভায় প্রদান করেন এবং কর্তব্য পালনাদির ক্ষেত্রে নিচের বিষয়গুলিকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এবং অগ্রাধিকারযোগ্য বলে উল্লেখ করেন।

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুত স্কীমগুলি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা;
- মহামান্য আদালত থেকে প্রাপ্ত রায়ে প্রদত্ত শর্তসমূহ পূরণকারীদেরকে পদ শূন্য থাকা বা হওয়া সাপেক্ষে পর্যায়ক্রমে আত্মীকরণ/ নিয়মিতকরণ করা। এ বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা;

- এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যদের মধ্যে সৃষ্ট পুঞ্জিভূত ক্ষোভ/সংক্ষুব্ধতা নিরসনের লক্ষ্যে বর্তমানে গঠন প্রক্রিয়াধীন একটি Grievance Redress Committee (GRC) কর্তৃক আপোষ নিষ্পত্তির মাধ্যমে মামলার সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে সক্রিয়তার সঙ্গে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- e-GP প্রবর্তনের ক্ষেত্রে দেশের অন্যান্য অধিদপ্তর অপেক্ষা এলজিইডি অনেক এগিয়ে আছে। নিজস্ব কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের পরও অন্যান্য Stakeholder দের যথাযথ ও প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে বর্তমানে এলজিইডি সম্পূর্ণ সক্ষম। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে টেন্ডার সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য ব্যাংক থেকে ফাঁস হবার কারণে পদ্ধতির যথাযথ অনুসরণ বিঘ্নিত হচ্ছে, যে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সকলের সতর্ক থাকা;
- উর্ধ্বদরের দরপত্র গ্রহণের প্রবণতা থেকে বেরিয়ে আসা;
- যান্ত্রিক রোলারের যথাযথ ব্যবহার এবং ব্যবহার মাফিক সম্পূর্ণ ভাড়া আদায় নিশ্চিত করা;
- যানবাহনের ক্ষেত্রে নিয়মিত সফটওয়ারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিমাসে সময়মত দাখিল করা;
- প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে তাদের প্রকল্পের কর্মস্থলে পূর্ণকালীন অবস্থান করা এবং গুণগত মান বজায় রেখে সময়মত প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিকতর মনোযোগী হওয়া;
- ১০০ মিটার বা তার অধিক স্প্যান বিশিষ্ট ব্রিজগুলি নির্মাণে অধিক গুরুত্ব প্রদানসহ যথাযথ মানে সঠিক সময়ে সর্বাধিক সতর্কতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা;
- অনেক উপজেলায় জরিপ যন্ত্রপাতি বিশেষ করে Plane Table, Levelling staff ইত্যাদি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এবং অব্যবহৃত থাকছে বা খুবই স্বল্প মাত্রায় ব্যবহৃত হচ্ছে। এগুলির যথাযথ সংরক্ষণ এবং পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা;
- দাপ্তরিক শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার প্রতি অনুগত থাকা সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য একটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্য;
- সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদানের মাধ্যমে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়নে যথাযথ গুণগতমান রক্ষা করা। এক্ষেত্রে কোনরূপ ছাড় প্রদানের অবকাশ নেই;
- পরিদর্শন টীমগুলির কাজ পরিদর্শন সংখ্যা বৃদ্ধি করা;
- মাননীয় মন্ত্রী, মাননীয় সাংসদ ও অন্যান্য জনপ্রতিনিধিগণের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রেখে কাজ করা;
- এলজিইডিকে সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছানোর জন্য সবার সক্রিয় অংশগ্রহণ, কাজের গুণগতমান রক্ষা ও মেধার যথাযথ ও পূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীবর্গ এবং জাতীয় সংসদের জন্য তথ্য সরবরাহ

প্রকল্প পরিচালক এবং মাঠ পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত স্কীমের অগ্রগতি, রোড-ম্যাপ বাস্তবায়নে অগ্রগতি এবং বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অগ্রগতিসহ চাহিদা মোতাবেক অন্যান্য প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা কমিশনে পাঠানো হয়। এছাড়া, এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদনও স্থানীয় সরকার বিভাগে পাঠানো হয়।

জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ এবং মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বাজেট বক্তৃতার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য স্থানীয় সরকার বিভাগে সরবরাহ করা হয়।

জাতীয় সংসদে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় সংসদ সদস্যগণের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব প্রদানের নিমিত্তে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে প্রণীত প্রতিবেদন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে পাঠানো হয়।

জাতীয় সংসদের বিভিন্ন স্থায়ী কমিটি যেমন-স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি, অনুমিত হিসাব সম্পর্কিত কমিটি, সরকারী প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত কমিটির সভার কার্যপত্র প্রণয়নের নিমিত্তে চাহিদা মোতাবেক তথ্য সরবরাহ করা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় সংসদে উত্থাপিত ৫৯১ টি প্রশ্ন/নোটিশের জবাব এলজিইডি'র প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট কর্তৃক প্রদান হয়েছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

এলজিইডি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড সংক্রান্ত পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং পরিলক্ষিত ত্রুটির দ্রুত সংশোধনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ত্রুটি সংশোধনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে এবং অনিয়মে জড়িত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে আইনানুগ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় দৈনিকে এলজিইডি সংশ্লিষ্ট মোট ২৮০ টি সংবাদ প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত অনিয়ম ৫ টি, দাপ্তরিক দুর্নীতি/অনিয়ম সংক্রান্ত ২২ টি, ব্যক্তিগত দুর্নীতি/অনিয়ম/ আত্মসাৎ সংক্রান্ত ২ টি, বাস্তবায়িত কাজে ত্রুটি/অসম্পূর্ণতা সংক্রান্ত ৬২ টি, উন্নয়নমূলক কাজ পরিত্যক্ত/ মন্থর গতি সংক্রান্ত ২৭ টি এবং বিভিন্ন বিষয়ে/সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র প্রশংসা/দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এরূপ বিষয় সংক্রান্ত ১৬২ টি।

পত্রিকায় প্রকাশিত এলজিইডি সম্পর্কিত সংবাদের তুলনামূলক চিত্র

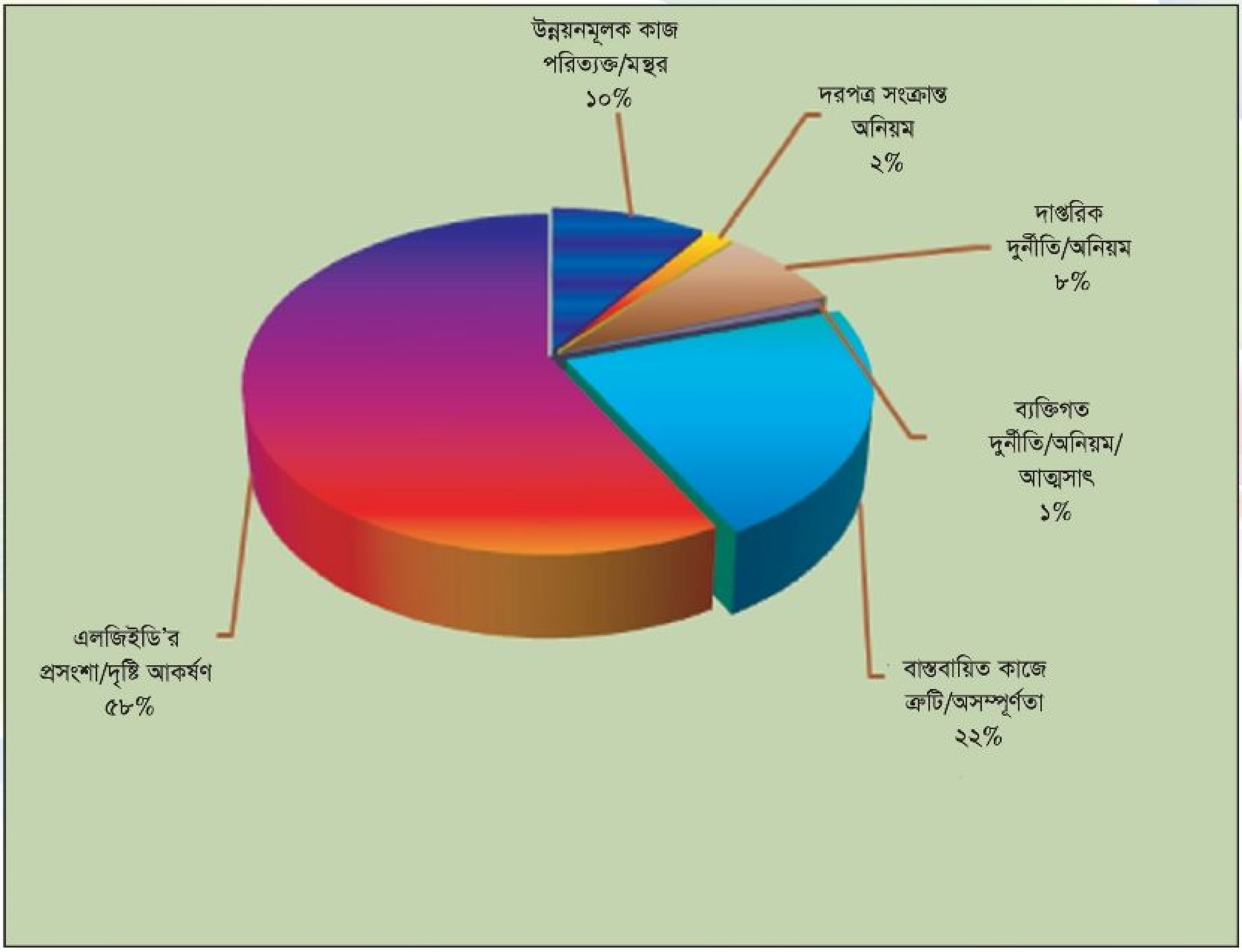

প্রকাশিত ২৮০ টি সংবাদের সত্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে এলজিইডি ত্বরিত ব্যবস্থা গ্রহণ করে। প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনান্তে ৫৭ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি'র কোন সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যায়নি, ৪৬ টির ক্ষেত্রে সংবাদ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে ত্রুটি সংশোধন সম্পর্কিত বিষয়গুলির প্রেক্ষিতে গৃহীত ব্যবস্থা হিসাবে ৪১ টির ক্ষেত্রে জুন ২০১৫ এর মধ্যে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়েছে এবং ৩৩ টির ক্ষেত্রে সংশোধন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, নেতিবাচক নয় অথচ সমস্যা সমাধানে এলজিইডি'র দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে এমন ১০৩ টির ক্ষেত্রে এলজিইডি কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে।

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের উপর এলজিইডি কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাদির তুলনামূলক চিত্র

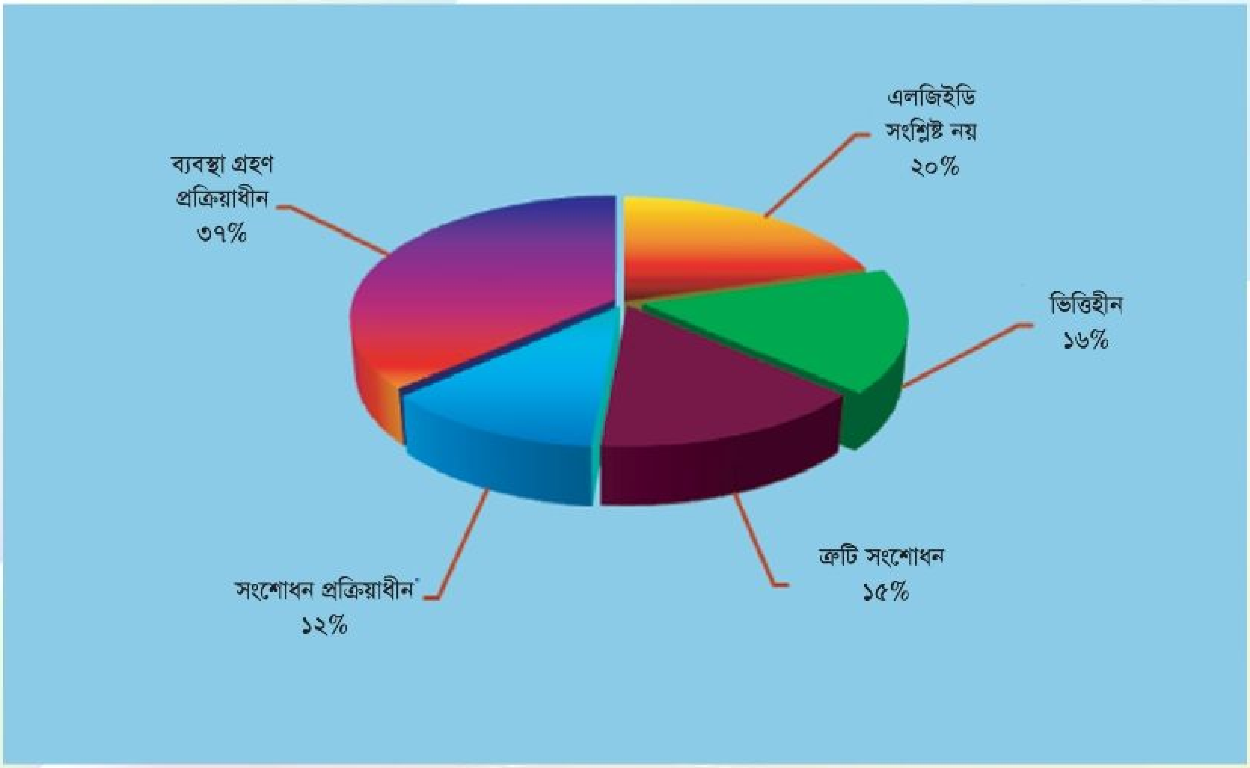

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরিদর্শন টীমসমূহের প্রদত্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ব্যবস্থা গ্রহণ

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ এবং কাজের গুণগতমান নিশ্চিতকরণপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ ছাড়াও স্থানীয় সরকার বিভাগের ২৪ টি পরিদর্শন টীম, এলজিইডি সদর দপ্তর পর্যায়ে গঠিত ১৯ টি পরিদর্শন টীম এবং ১৪ টি অঞ্চলের আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করেন। এইরূপ পরিদর্শন প্রতিবেদনসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক ত্রুটি সংশোধনের জন্য মাঠ পর্যায়ে নির্দেশ দেয়াসহ অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এলজিইডি'র প্রশাসনিক ইউনিটকে অবহিত করা হয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিদর্শন টীম উন্নয়নমূলক কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। পরিদর্শন প্রতিবেদন অনুযায়ী নিয়মিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। একই অর্থবছরে এলজিইডি সদর দপ্তরের পরিদর্শন টীম কর্তৃক পরিদর্শিত উন্নয়নমূলক কাজের সংখ্যা ৭১৪ টি যার মধ্যে ৩১৪ টি স্কীম ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত হয় যার মধ্যে ৪১ টি জুন ২০১৫ এর মধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ২৭৩ টি স্কীমের ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণ ৮৬৫ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ৪৪৩ টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণের নিবীড় তত্ত্বাবধানে অধিকাংশ ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট ত্রুটি সংশোধন বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে।

উক্ত অর্থবছরে এলজিইডি'র বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ ৬৯১ টি উন্নয়নমূলক কাজ পরিদর্শন করে ২৬৩ টিকে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করেন, যার সবগুলির ক্ষেত্রে ত্রুটি সংশোধনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়ন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান সেক্টরে ৭১ টি, ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরে ২৪ টি, কৃষি সেক্টরে ৩টি এবং পরিবহন সেক্টরে ৩টিসহ সর্বমোট ১০১ টি প্রকল্প বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়ন কর্মকান্ড এলজিইডি বাস্তবায়ন করেছে। এছাড়া, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ভিত্তিতে এলজিইডি ২৮ টি প্রকল্প ও রাজস্ব বরাদ্দের বিপরীত ৩ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। সরকার কর্তৃক জারীকৃত The Public Procurement Act,2006 Ges The Public Procurement Rules,2008 (PPR-2008) অনুসরণে এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্রয়-প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত এরূপ প্রকল্পসমূহের বরাদ্দ, অগ্রগতি, ব্যয় ইত্যাদির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি অনুচিত্র এবং সারনির মাধ্যমে নিচে প্রদর্শন করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের অর্থায়ন ভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র

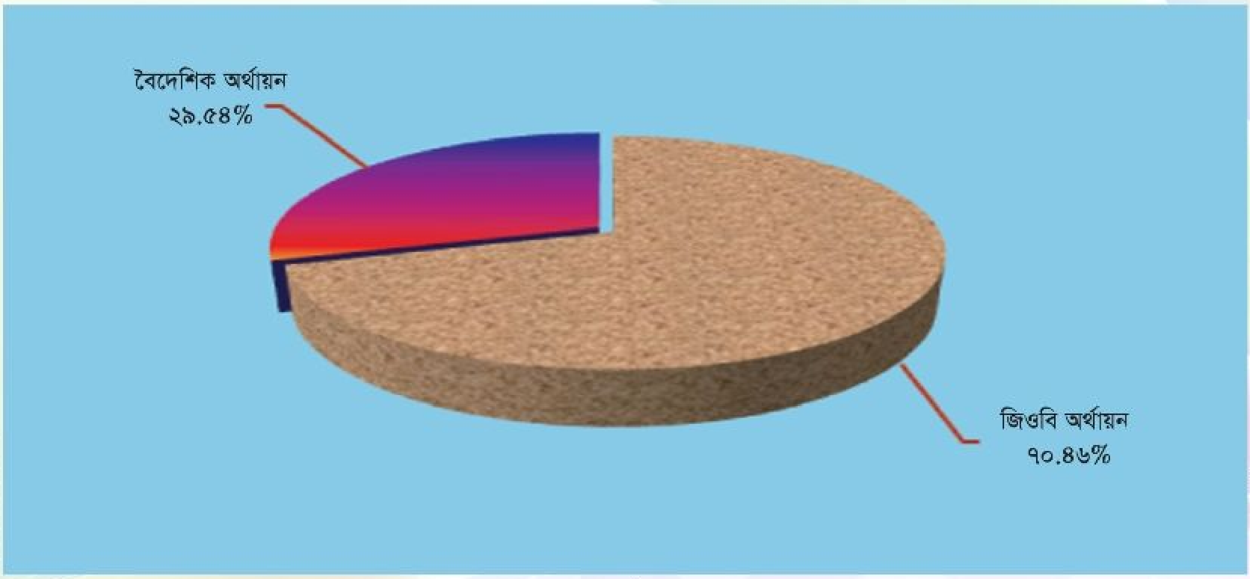

বরাদ্দ

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতায় এলজিইডি'র সেক্টরভিত্তিক অগ্রগতির চিত্র

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টর	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছরে			
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	অর্জিত ভৌত অগ্রগতি
(১)	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান	৭১	৫,৮৮২.৩৪	৫৮৭২.৪৬ (৯৯.৮৩%)	৫৮৬৮.২১ (৯৯.৭৬%)	৯৯.৯১%
(২)	ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন	২৪	১৫৮৭.৪৭	১৫৫৪.৯২ (৯৮%)	১৫৩৮.২৯ (৯৭%)	৯৭.৬২%
(৩)	কৃষি	৩	২৬৭.৩৬	২৬৭.৩৬ (১০০%)	২৬৭.২৯ (৯৯.৯৭%)	১০০%
(৪)	পরিবহন	৩	২৩০.০০	২৩০.০০ (১০০%)	২২৯.৮৩ (৯৯.৯৩%)	১০০%
মোট ঃ (১+২+৩+৪)		১০১	৭৯৬৭.১৭	৭৯২৪.৭৪ (৯৯.৪৭%)	৭৯০৩.৬২ (৯৯.২০%)	৯৯.৪৬%

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে বর্ণিত ১০১ টি প্রকল্পের সেক্টরভিত্তিক ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

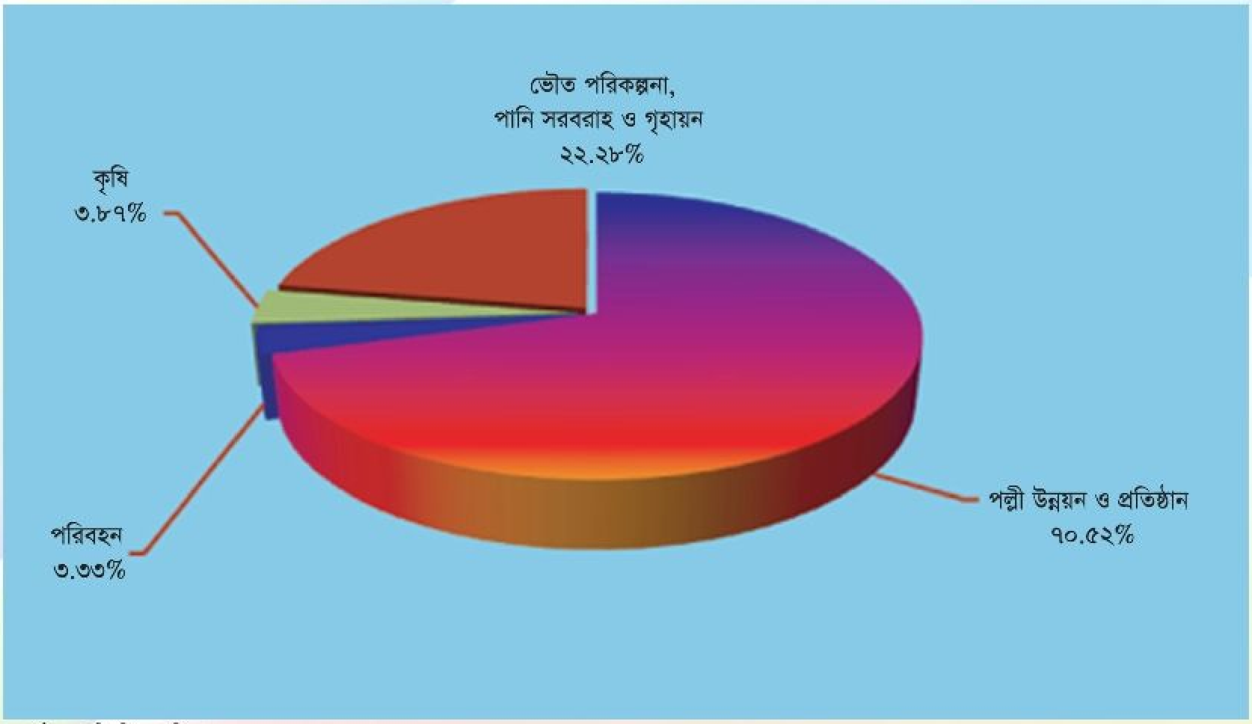

অর্থায়ন ভিত্তিক চিত্র

২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাভূক্ত প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান						
১	৬৫৭০-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (জনগুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ যোগাযোগ এবং হাটবাজার উন্নয়ন ও পুনর্বাসন) ২য় খন্ড (১ম সংশোধিত)। (১০৯১৩৬/২০০৫-০৬ হতে ২০১৫-১৬)	৯০০০.০০	৮৯৯৯.৯৬	১০০%	১০০%	GoB
২	৫০১৩-নবসৃষ্ট এবং নদী ভাংগনে বিলীন উপজেলা সমূহে কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১৮৮৫৫/২০০৫-০৬ হতে ডিসেম্বর/১৫)	২২০০.০০	২১৯৯.৯৭	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৩	৬০৮০-বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)(২য় সংশোধিত) (২০৮৭৬/২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	৩৫৯.০০	৩৫১.২১	১০০%	৯৮%	IDB
৪	৮১১৫-অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গ্রামীণ সড়ক ও হাট/বাজার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (৫২৫০০/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৭৫০০.০০	৭৪৯২.৮৫	১০০%	৯৯.৯০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৫	৮০৪৮-ইউনিয়ন সড়ক ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ (ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, গাজীপুর, নরসিংদী ও মানিকগঞ্জ জেলা) । (১ম সংশোধিত) (২৯৬১৫/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৪৫০০.০০	৪৪৯৯.৯৭	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৬	৮০৪৬-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা) (২য় সংশোধিত) । (১৯০৭৯/২০০৮-০৯ হতে ২০১৫-১৬)	৩০০০.০০	২৯৯৬.২৮	১০০%	৯৯.৮৮%	GoB
৭	৮০৩৯-গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা (সংশোধিত) । (২১৪৩৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৮০০.০০	৭৯৯.৫১	১০০%	৯৯.৯৪%	GoB
৮	৮০৮৯-ইউনিয়ন পরিষদ সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প ঃ পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলা (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (৩১২৭৭/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৫৫০০.০০	৫৪৯৫.১৮	১০০%	৯৯.৯১%	GoB
৯	৮১৮০-বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (৩০৩১৪/২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫)	৩২৮৮.০০	৩২৮৭.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
১০	৮২১১-জরুরী-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্প । (১৯৫১৭০/আগষ্ট/০৮ হতে ডিসেম্বর/১৭)	১৮০০০.০০	১৭৮৪৯.৪১	৯৯.৪৫%	৯৯.১৬%	IDA, KfW
১১	৮২৩০-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ময়মনসিংহ (ময়মনসিংহ, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা) জেলা (২য় সংশোধিত) । (৪৭৮৪৭.৫০/মে/০৯ হতে জুন/১৬)	৬৫০০.০০	৬৪৯৯.৯৩	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
১২	৫৫০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) । (১৭১০০০/২০০৯ -১০ হতে ২০১৮-১৯)	১৩২০০.০০	১৩১৯৯.২৬	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১৩	৫৫৫০-বৃহত্তর বরিশাল জেলা গ্রামীণ যোগাযোগ ও হাটবাজার অবকাঠামো উন্নয়ন (বরিশাল, পিরোজপুর, ভোলা ও ঝালকাঠী জেলা) । (১ম সংশোধিত) (৪৭১৭১/২০০৯ -১০ হতে ২০১৫- ১৬)	৮০০০.০০	৭৯৯৯.৭১	১০০.০%	১০০%	GoB
১৪	৫৫৯০-দেশের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অনগ্রসর উপজেলা সমূহের (পাবনা, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ রাজশাহী, নবাবগঞ্জ ও বগুড়া জেলা) গ্রামীণ সড়ক, সেতু/কালভার্ট ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (সংশোধিত) (৭৫০৯৪/জানুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	১৭৫০০.০০	১৭৪৯৯.৫৯	১০০%	৯৯.৯৯৮%	GoB
১৫	৮২৪১- অগ্রাধিকার ভিত্তিতে গুরুত্বপূর্ণ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (৪৮৯২৮৪/মার্চ/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	১০০৮৫৬.০০	১০০৮৫৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
১৬	৮১২১-ইউনিয়ন সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর চট্টগ্রাম (চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার) জেলা । (সংশোধিত) (৩৫৮৫৬/মার্চ/২০১০ হতে ২০১৫-১৬)	৬০০০.০০	৫৯৯৯.৮৮	১০০%	৯৯.৯৯৮%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
১৭	৮০৭০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে দীর্ঘ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (১৪০৬০০/ফেব্রুয়ারী/১০ হতে জুন/১৫)	২৩০০০.০০	২২৯৯৯.৬৭	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
১৮	৮০৮১-দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)। (১৬৮৮১৫/০১/০১/১০ হতে ৩১/১২/১৫)	৩৮০০০.০০	৩৭৮৪৪.৮৭	৯৯.৫৯%	৯৯.৫৯%	JICA
১৯	৫৬৬০-ইউনিয়ন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলা)। (৩০২৭৭/মে/১০ হতে ২০১৫-১৬)	৩০০০.০০	২৯৯৯.৮৭	১০০%	৯৯.৯৯৬%	GoB
২০	৫৬৭০-বৃহত্তর রংপুর ও দিনাজপুর জেলার গ্রামীণ যোগাযোগ ও অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নপ্রকল্প। (৫৫৫৯২/জুলাই/২০১০ হতে ২০১৪-১৫)	১১৫০০.০০	১১৪৯৯.৯০	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
২১	৫৬৮০-বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১৯৭৩১.৯/২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	৫৩৪০.০০	৫৩৩৯.৬২	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
২২	৫৭০০-বৃহত্তর ফরিদপুর গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (১৪৯০০০/২০১০-১১ হতে ২০১৮- ১৯)	১৪৫০০.০০	১৪৪৯৯.৬৬	১০০%	৯৯.৯৯৮%	GoB
২৩	৫৭১০-জামালপুর জেলার ইসলামপুর উপজেলাধীন ব্রহ্মপুত্র নদের উপর দুটি সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (২০৯৪৯.৫৪/আগস্ট/১০ হতে ২০১৫ - ১৬)	১০৪২৩.০০	১০৪২২.৯৫	১০০%	১০০%	GoB
২৪	৫০১৬-আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসন (২য় সংশোধিত)। (১৫১০০/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	৬৯০৩.০০	৬৮৮৭.৩২	৯৮%	৯৯.৭৭%	GoB
২৫	৫০১২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প ঃ বৃহত্তর ঢাকা, টাংগাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা (১ম সংশোধিত)। (৪৮৪৯৫.৩০/ মার্চ/২০১১ হতে ২০১৪-১৫)	৭০০০.০০	৬৯৯৯.৩৩	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
২৬	৫০১৭-বৃহত্তর যশোর জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (যশোর, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও নড়াইল জেলা)। (সংশোধিত) (৪৩৮২০/জুলাই/২০১১ হতে ২০১৫- ১৬)	৪৫০০.০০	৪৪৯৯.৯৯	১০০%	১০০%	GoB
২৭	৫০১৯-Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP) (৮২৬৪৯/০১-০১-১১ হতে ২০১৫-১৬)	২৯৮০১.০০	২৯৭৮৯.২৮	১০০%	৯৯.৯৬%	ADB KFW JFPR
২৮	৫০১৮-উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ। (সংশোধিত) (১১৯৯৩৪/এপ্রিল/১১ হতে ২০১৬-১৭)	৯৮০০.০০	৯৭৯১.৭৭	১০০%	৯৯.৯২%	GoB
২৯	৫৮৪০-বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন। (সংশোধিত) (১০৬৫৩/২০১১ - ১২ হতে জুন/১৫)	৬১৫০.০০	৬১৪৩.১২	১০০%	৯৯.৮৯%	GoB
৩০	৫০৯১-পাবনা জেলার ভাঙ্গুড়া উপজেলাধীন ভাঙ্গুড়া-নওগাঁ জিসিএম সড়ক উন্নয়ন।	২৫০০.০০	২৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৩১	৫৭৯০-সিলেট বিভাগ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (সংশোধিত) (৪৯১৪৭/২০১১-১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	১১১০০.০০	১১০৭৮.৬০	১০০%	৯৯.৮১%	GoB
৩২	৫৮০০-ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (২য় পর্যায়)। (৭৮০০০/২০১১-১২ হতে ২০১৬-১৭)	১৮৯০২.০০	১৮৯০২.০০	১০০%	১০০%	GoB
৩৩	৫০৪৫-বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুষ্টিয়া, চুয়াডাংগা ও মেহেরপুর জেলা)। (৩৪০৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে ২০১৫-১৬)	৫৫০০.০০	৫৪৯৯.৮১	১০০%	৯৯.৯৯৭%	GoB
৩৪	৫০৪৬-গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (৬৩১৯৩/২০১২-১৩ হতে ২০১৫-১৬)	১০০০০.০০	৯৯৯৯.৪৫	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৩৫	৫০৪৭-বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবসহন প্রকল্প। (১০৩৮০০/(জানুয়ারী/১২ হতে ৩১/১২/১৬)	৭৭৯৪.০০	৭৭২২.৯৬	৯৯.০৯%	৯৯.০৯%	WFP
৩৬	৫০৬২-Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District. (১৫৪/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৫)	৮.০০	৮.০০	১০০%	১০০%	GoB
৩৭	৫০৫৪-হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১০৭৬৩২/জানুয়ারী/১২হতে ২০১৮-১৯)	১৭৪০০.০০	১৭৩৩২.৪০	১০০%	৯৯.৬১%	IFAD STF
৩৮	৫০৫৭-Rural Transport Improvement Project-2 (RTIP-2). (৩৩৪৩০৫/২০১২-১৩ হতে ২০১৬-১৭)	৩৮৩০০.০০	৩৮২৯৪.৮৬	১০০%	৯৯.৯৯%	IDA
৩৯	৫০৫৮-কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট। (১২৩০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৮)	১৩৫০০.০০	১৩৪৭০.০০	১০০%	৯৯.৭৮%	ADB,IFAD, KfW
৪০	৫০৬৩-কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ। (সংশোধিত) (২৪৫২/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫)	৯৫২.০০	৯৫২.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪১	৫০৬৪-কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (৪১৮৩.২৬/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	৩১২৬.০০	৩১২৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪২	৫০৬৯-বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (১৭০০/জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫)	১০৫০.০০	১০৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৪৩	৫০৭৩-Northern Bangladesh Integrated Development Project. (২৭০৫৯৪/মার্চ/২০১৩ হতে ২০১৮-১৯)	৯২২৫.০০	৯১৬৭.৭০	১০০%	৯৯.৩৮%	JICA

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৫৬	৫০৯৫-ফিজিবিলিটি স্টাডি ইন টার্মস অব হাইড্রোলজিক্যাল এন্ড মরফোলজি স্টাডি, এ্যানভায়রনমেন্টাল ইম্প্যাক্ট এ্যাসেসমেন্ট (ইআইএ) ইনক্লুডিং টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে এন্ড ডিজাইন অব ইমপরটেন্ট ২৭নং ইমপরটেন্ট লার্জ ব্রীজেস ইন সাম সিলেকটেড ডিস্ট্রিক্টস প্রজেক্ট। (৮৬০/০১/১০/১৩ হতে জুন/২০১৫)	৮০০.০০	৭৯৯.৩৯	১০০%	৯৯.৯২%	GoB
৫৭	৫১০৬-বৃহত্তর ময়মনসিংহ পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৪৪৪৪২/জানুয়ারী/১৪ হতে ২০১৭-১৮)	৪৪৪৪.০০	৪৪৪৩.৯২	১০০%	১০০%	GoB
৫৮	৫১০৭-জামালপুর জেলার বক্সীগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ৪টি ব্রীজ নির্মাণ। (১৫১৭৯/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৬)	১৪৬৪.০০	১৪৬৩.০৭	১০০%	৯৯.৯৪%	GoB
৫৯	৫১০৫-মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ। (২৩১১/০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫)	২০৬১.০০	২০৬০.৬৪	১০০%	৯৯.৯৮%	GoB
৬০	৫১০৮-চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার দারিয়ারপুর হতে নির্মাণাধীন ৫৪৬.৪৬মিঃ ২য় মহানন্দা সেতু হয়ে সুন্দরপুর ইউনিয়নের মরাপাগলা, মোল্লাগ্রাম, পদ্মা বেড়ীবাঁধ হয়ে শিবগঞ্জ দুর্লভপুর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন প্রকল্প। (২৩৪৭/মার্চ/১৪ হতে সেপ্টেম্বর/১৫)	৭৭৫.০০	৭৭৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬১	৫১১৬-জামালপুর জেলার মেলান্দহ ও মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৬৬০.৫২/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫- ১৬)	৫২৫.০০	৫২৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬২	৫১১৭-বরিশাল জেলার মেহেন্দিগঞ্জ ও হিজলা উপজেলাধীন ৬টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৬টি রাস্তা উন্নয়ন। (১৮৪৮.৮/২০১৪ - ১৫ হতে ২০১৫ -১৬)	৩৭৫.০০	৩৭৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৩	৫১২১-ঠাকুগাঁও জেলার অন্তর্গত বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসংকৈল উপজেলা গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৯০০/২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬)	৬০০.০০	৬০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৪	৫১২৮-হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প। (৮৮০০০.৬৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২২)	১৮৮০.০০	১৭৯৩.৬০	৯৬%	৯৫.৪০%	JICA
৬৫	৫১১৯-কুমিল্লা জেলার সদর ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১৫২৯/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	১১০০.০০	১১০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৬৬	৫১২২-পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)। (৫৬৪১০.৭৪/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৯)	১০০০.০০	৯৯৯.০১	১০০%	৯৯.৯০%	GoB
৬৭	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ্য ব্রীজ এবং ১৪০মিঃ ভায়া ডাক্ট নির্মাণ প্রকল্প। (৩৬১৩/জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	১০০.০০	৯৮.০০	১০০%	৯৮%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৬৮	Climate Change Adaptation Project (CCAP). (১৪১০০/জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬)	৩৮৬৭.০০	৩৮৬১.৮৪	১০০%	৯৯.৮৭%	DANIDA
৬৯	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প। (৩০৫৬১.২৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭)	২০.০০	১৯.৬৬	১০০%	৯৮.৩০%	GoB
৭০	বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প। (২৯৩৫০০/০১/০১/১৫ হতে ৩১/১২/২১)	৫০২.০০	৫০১.৯৮	১০০%	১০০%	WB
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ					
৭১	Project Design Advance (PDA) for Results Based Rural Connectivity. (১৯৬৫.৪৫/জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬)	১.০০	০.৭৫	১০০%	৭৫%	ADB
	উপ-মোট (১ -৭১) ঃ	৫৮৮২৩৪.০০	৫৮৬৮২১.২৭	১০০%	৯৯.৭৬%	
	সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ					
৭২	৫০৮৫-উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (১৯৬৭৪/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫)	১৮০৬.০০	১৭৩৮.২৫	৯৬%	৯৬%	GoB
৭৩	৫৫৩০-নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত) (৮১৯৮৬.৬৮/২০০৭- ০৮ হতে আগস্ট/১৫)	১০৩২১.০০	১০৩১১.৩৬	১০০%	৯৯.৯১%	UNDP & DFID
৭৪	৮১২০-দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)। (১২৪৮০০/০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৫)	৩১৩৬৬.০০	৩১৩৬৩.৮৪	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB, KfW & GTZ
৭৫	৫৭৭০-খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (১ম সংশোধিত)। (৭৪৬৩/অক্টোবর/১০ হতে ডিসেম্বর/১৫)	১৮৭৫.০০	১৮৭৪.৮৬	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
৭৬	৫৭৮০-গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (সংশোধিত) (৫২৩২৯/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	১১৮৪৬.০০	১১৮৪৫.৫৪	১০০%	৯৯.৯৯৬%	GoB
৭৭	৫০২২-গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (১ম সংশোধিত) (১২৫৮৮২.২৭/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৬)	২৪০০০.০০	২৩৯৯৯.৭০	১০০%	৯৯.৯৯৯%	GoB
৭৮	৫০২৭-ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (সংশোধিত) (৭৭২৭০/জানুয়ারী/১১ হতে ডিসেম্বর/১৫)	২০৫০০.০০	২০৪৯৭.৬৩	১০০%	৯৯.৯৯%	SFD & OFID
৭৯	৫৪০০-নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত) (১৩৯৫৯৮/জুলাই/১১ হতে ডিসেম্বর/১৬)	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	১০০%	১০০%	ADB KFW
৮০	৫৮৮০-কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (১১০৮৫.২৫/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	২২০০.০০	২২০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮১	৫৮৯০-ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ। (২৪০১/২০১১ -১২ হতে ২০১৪-১৫)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
৮২	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনেরপরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প । (১৯০০০/জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/১৭)	৫০০.০০	৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৩	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা । (১৯৭/অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪)	১৪৭.০০	১৪৫.৫৮	১০০%	৯৯.০৩%	GoB
৮৪	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন । (২০৫০/২২/১০/১৩ হতে জুন/১৫)	৭৫০.০০	৭৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৫	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প । (৮৭৪৭৬/জানুয়ারী/১৪ হতে মে/২০)	২৭৮৫.০০	২৭৮৪.৮৮	১০০%	১০০%	ADB
৮৬	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন । (১৯৯৫/নভেম্বর/১৩ হতে অক্টোবর/১৫)	৮২৫.০০	৮২৫.০০	১০০%	১০০%	GoB
৮৭	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন । (১৪৮৫/১৮/১১/১৩ হতে জুন/১৬)	৬০০.০০	৫৯৯.৪৯	১০০%	৯৯.৯২%	GoB
৮৮	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট । (২৪৭০৯৩/জানু/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯)	১৪৫৫৩.০০	১১২৫৭.০১	৮৫%	৭৭%	WB
৮৯	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প । (২১৪৬/জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬)	৬৫৬.০০	৬৫৬.০০	১০০%	১০০%	GoB
৯০	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প । (২৬০০৪৮/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	২৫৪০.০০	২৫৩৪.০০	১০০%	৯৯.৭৬%	ADB, OFID
৯১	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প । (২৯৪৩০০/জুলাই/১৪ হতে জুন/২০)	৩৩৮০.০০	১৮৪৯.৮৯	৫৫%	৫৫%	JICA
৯২	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation. (৭১৭.১০/জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬)	৫০.০০	৫০.০০	১০০%	১০০%	GoB
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পঃ					
৯৩	৫০৭৮ -Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP). (৩৪৯৪/০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮)	১২০৬.০০	১২০৫.৮৮	১০০%	৯৯.৯৯%	ADB
৯৪	৫০৮৩-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong - Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation). (১০২৭/০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫)	১.০০	০.০০	০%	০%	ADB
৯৫	"Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প । (১২৪৫/মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪)	৩৪০.০০	৩৪০.০০	১০০%	১০০%	ADB

ক্রঃ নং	প্রকল্প কোড-প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয় / মেয়াদকাল)	আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	ব্যয় (লক্ষ টাকা)	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	সেক্টর ঃ কৃষি (সাব - সেক্টর ঃ সেচ)					
৯৬	৫৩৭০-বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন। (১ম সংশোধিত) (৫৫৭৫০/২০০৭- ০৮ হতে ডিসেম্বর/১৫)	১২৬০০.০০	১২৫৯৯.৩০	১০০%	৯৯.৯৯%	JBIC, JICA
৯৭	৮১১৬-অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (বিশেষ সংশোধিত ২য়)। (৮০৫২১/জানুয়ারী/১০ হতে ২০১৬ - ১৭)	১৩০৮৫.০০	১৩০৭৮.৫০	১০০%	৯৯.৯৫%	ADB, IFAD
	কারিগরী সহায়তা প্রকল্প ঃ					
৯৮	৫০৭২-TA Project "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management Through Integrated Rural Development. (৫৬৮৫/সেপ্টেম্বর/১২ হতে সেপ্টেম্বর/১৭)	১০৫১.০০	১০৫১.০০	১০০%	১০০%	JICA
	উপ-মোট (৯৬ -৯৮) ঃ	**২৬৭৩৬.০০**	**২৬৭২৮.৮০**	**১০০%**	**৯৯.৯৭%**	
	সেক্টর ঃ পরিবহণ					
৯৯	৫০৫০-জনগুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সড়ক উন্নয়ন (২য় সংশোধিত)। (৪৯৬৬৬/২০০৪-০৫ হতে ২০১৪- ১৫)	৫০৮৮.০০	৫০৮৭.৪৪	১০০%	৯৯.৯৯%	GoB
১০০	৫০৭০-উপজেলা সড়ক উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত) (৫৩৯০০/২০০৪-০৫ হতে ২০১৫-১৬)	৭৫০০.০০	৭৫০০.০০	১০০%	১০০%	GoB
১০১	৮২৪০-উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক, সেতু, কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ প্রকল্প (সওজ হতে স্থানান্তরিত)। (১ম সংশোধিত) (৫৪৫০০/১/১/০৯ হতে ৩০/০৬/১৭)	১০৪১২.০০	১০৩৯৫.৭৬	১০০%	৯৯.৮৪%	GoB
	উপ-মোট (৯৯ -১০১) ঃ	**২৩০০০.০০**	**২২৯৮৩.২০**	**১০০%**	**৯৯.৯৩%**	
	মোট (১-১০১) ঃ	**৭৯৬৭১৭.০০**	**৭৯০৩৬২.১৮**	**৯৯.৪৬%**	**৯৯.২০%**	

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান, কৃষি এবং পরিবহণ সেক্টরে বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোর প্রধান প্রধান অংগের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকা)
১	উপজেলা সড়ক নির্মাণ	১,৩৯৩ কিঃমিঃ	৮৪৫.২৬
২	ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ	১,৩৩২ কিঃমিঃ	৬৪২.২৬
৩	গ্রাম সড়ক নির্মাণ	৩,২৬৫ কিঃমিঃ	১,৬৩৮.৩০
৪	উপজেলা সড়কে ব্রিজ/ কালভার্ট নির্মাণ	১৩,৩২৫ মিঃ	৭৩৩.৭১
৫	ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১৫,৬৭৫ মিঃ	৫৯৯.৪১
৬	উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ	৪৫ টি	৯৫.৯৫
৭	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	২৩০ টি	১৮৮.০৭
৮	গ্রোথ-সেন্টার উন্নয়ন	৮৫ টি	৩০.২৩
৯	হাট-বাজার উন্নয়ন	৯৩ টি	৪৫.৪২
১০	মহিলা মার্কেট সেকশন নির্মাণ	১৩ টি	২.৭৫
১১	ঘাট নির্মাণ	৩৫ টি	৭.২৭
১২	বৃক্ষরোপণ	৩৩৪ কিঃমিঃ	৫.৪৪
১৩	সাইক্লোন সেল্টার নির্মাণ	৬৬ টি	৮৯.৩১
১৪	সাইক্লোন সেল্টার পুনর্বাসন	২২৬ (৩৪%) টি	৫৫.১৫
১৫	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন	৮৫,৯০৯ হেক্টর	২০৬.৫৫
১৬	পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ (প্রকল্পের উন্নয়ন খাত)	২,৫৭৪ কিঃমিঃ	৪২৭.৫০
	মোট	-	৫,৬১২.৫৮

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদীর উপর নির্মিত ৫৪৭ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা সেতু"

সুরুজ জিসি-ধলাপাড়া জিসি সড়ক, কালিহাতি, টাঙ্গাইল

গাবতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টার, আশাশুনি, সাতক্ষীরা ।

সালনার খাল উপ-প্রকল্প, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

পারনানদুয়ালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

নবনির্মিত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়, এলজিইডি, পটুয়াখালী অঞ্চল ।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কর্মকান্ডে এলজিইডি'র সম্পৃক্ততা

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহের মধ্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ১ টি, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ১ টি, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের ৫টি, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ৩ টি, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১টি, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের ১টি এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৫ টি। এছাড়া অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আরও ১১টি অর্থাৎ সর্বমোট ২৮ টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত মোট ১,৮৫৫.৮৫ কোটি টাকার বিপরীতে ১,৬৮২.১৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয় যা বরাদ্দের ৯০.৬৪%। উক্ত ২৮ টি প্রকল্পের মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ২৪ টি ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের সংখ্যা ছিল ৪টি।

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের এলজিইডি সম্পৃক্ত প্রকল্পসমূহের ২০১৪-১৫ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	সেক্টরের নাম/মন্ত্রণালয়ের নাম	প্রকল্প সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থবছর			বাস্তব অগ্রগতি
			বরাদ্দ	অবমুক্তি	ব্যয়	
১	কৃষি	১	৪০.০০	৩৯.৯৯ (৯৯.৯৯ %)	৩৯.৭৮ (৯৯.৪৫%)	১০০%
২	পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান (পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়)	১	৪.৩৭	৪.৩৭ (১০০ %)	৩.৯৯ (৯১.৩০%)	৯৮%
৩	পরিবহণ (যোগাযোগ মন্ত্রণালয়)	১	৭১.২২	০.৩২ (০.৪৫ %)	০.৩২ (০.৪৫ %)	০.৪৫ %
৪	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়	৩	১৯০.০০	১৮৮.৬৪ (৯৯.২৮ %)	১৮৮.১৫ (৯৯%)	৯৯%
৫	পানি সম্পদ	১	৫৯.০০	৫৯.০০ (১০০ %)	৫৮.৬১ (৯৯.৩৪ %)	১০০%
৬	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	৫	২৯.১৫	২১.৫৮ (৭৪.০৩%)	১৯.৯৭ (৬৮.৫০%)	৮৭%
৭	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ	৫	১,৪০৫.৩৪	১,৪০১.৪০ (৯৯.৭১ %)	১,৩৪১.৬৮ (৯৫.৪৭%)	৯৯%
৮	অন্যান্য আরও মন্ত্রণালয়	১১	৫৬.৭৮	৩৩.২৬ (৫৮.৫৮%)	২৮.৬৭ (৫০.৪৯%)	৬৩%
	মোট	২৮	১,৮৫৫.৮৫	১,৭৪৮.৫৫ (৯৪.২১%)	১,৬৮১.১৭ (৯০.৬৪%)	৯৪%

অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক ৮ টি সেক্টরে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

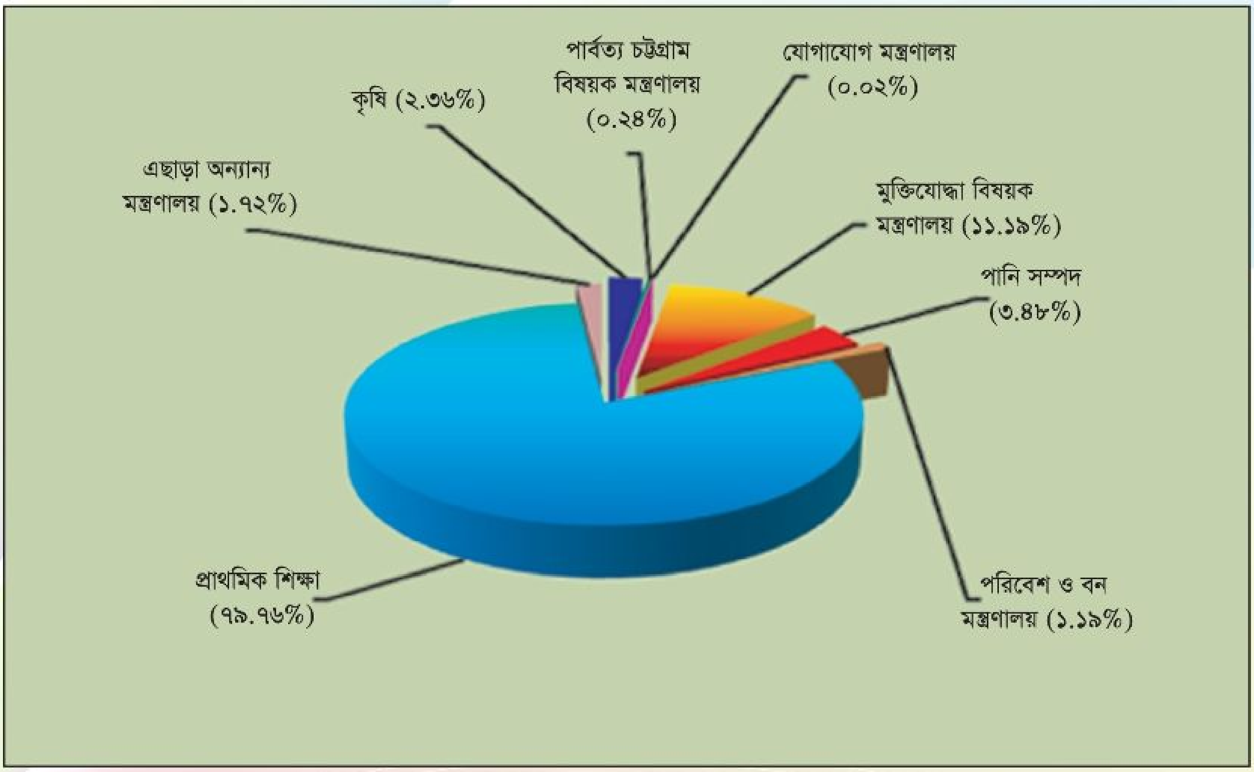

২০১৪-১৫ অর্থবছরে অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পভিত্তিক অগ্রগতির তথ্যাদি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প ব্যয়/প্রকল্পের মেয়াদ)	বরাদ্দ	ব্যয়	অগ্রগতি		অর্থায়নের উৎস
				ভৌত	আর্থিক	
	সেক্টর ঃ কৃষি					
	সাব-সেক্টর ঃ ফসল					
১	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প। (২৫০১০.১১/২০০৯-১০ হতে ২০১৫-১৬)	৪০০০.০০	৩৯৭৭.৯০	১০০%	৯৯.৪৫%	GOB
	সেক্টর ঃ পানি সম্পদ					
২	চর উন্নয়ন ও বসতি স্থাপন প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (এলজিইডি অংশ)। (২৫৪৪০.৩৭/জানুয়ারী/১১ থেকে ডিসেম্বর/১৬)	৫৯০০.০০	৫৮৬০.৫১	১০০%	৯৯.৩৩%	IFAD, Netharland
	মন্ত্রণালয় ঃ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়					
৩	বাংলাদেশ নির্বাচিত উপকূলীয় বিপদাপন্ন এলাকায় জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২৪৯৯/অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৪)	৬২৪.৬৪	৫৮৫.২০	১০০%	৯৪%	GOB
৪	বাংলাদেশ নির্বাচিত উপকূলীয় বিপদাপন্ন এলাকায় জলবায়ু সহনীয় অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১০০০/জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	৭৫০.০০	২৪৭.০০	৮১%	৩৩%	GOB
৫	ভান্ডারিয়া উপজেলায় বাঁধ কাম সড়কের স্লোপ প্রটেকশনসহ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (১০০০/মে/২০১৪ হতে জুন/২০১৫)	১০০০.০০	৭৪৯.৫০	৮৫%	৭৫%	GOB

৬	বালিয়াদহ নদীর বাধেঁর উপরে ইসলামপুর-গুটাইল সড়ক উন্নয়ন ও স্লোপ প্রোটেকশন শীর্ষক প্রকল্প। (৩৮০/জুলাই/১৩ হতে জুন/১৫)	২৯০.২৬	১৬৫.০০	৬৮%	৫৭%	GOB
৭	জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ জেলা পিরোজপুর শীর্ষক প্রকল্প। (১০০০/অক্টোবর/১৪ হতে জুন/১৬)	২৫০.০০	২৫০.০০	১০০%	১০০%	GOB
	উপ-মোট (৩-৭) ঃ	**২৯১৪.৯০**	**১৯৯৬.৭০**	**৮৭%**	**৬৮%**	
	মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়					
৮	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প। (২২৯৬.৮৫/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/১৫)	৫৩৯.০০	৩৮১.৯৩	৭৫%	৭১%	GOB
৯	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প। (১০৭৮৫১/জুলাই/১২ হতে ৩০/০৬/১৬)	১২৯৬১.০০	১২৯৫৬.৪৮	৯৯.৯০%	১০০%	GOB
১০	ভূমিহীন ও অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বাসস্থান নির্মাণ। (২২৭৯৭/জানুয়ারী/১২-৩০/০৬/১৬)	৫৫০০.০০	৫৪৭৬.৭০	১০০%	১০০%	GOB
	উপ-মোট (৮-১০) ঃ	**১৯০০০.০০**	**১৮৮১৫.১১**	**৯৯%**	**৯৯%**	
	সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান **সংস্থা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড**					
১১	"পার্বত্য চট্টগ্রাম পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প ২য় পর্যায় (রুরাল রোডস কম্পোনেন্ট)" শীর্ষক প্রকল্প। (২৪০৪০/জুলাই/১১ হতে জুন/১৮)	৪৩৭.০০	৩৯৯.৩৩	৯৮%	৯১%	ADB
	সেক্টর ঃ পরিবহন					
১২	Greater Dhaka Sustainable Urban Transport Project (২৩৪৫৭/ডিসেম্বর/১২ হতে ডিসেম্বর/১৬)	৭১২২.০০	৩১.৬০	০.৪৪%	০.৪৪%	IFAD, Netharlands
	সেক্টর ঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়					
১৩	Construction of Khulna Coal Based Power Plant Connecting Road. (৫৪২৪/জানুয়ারী/১৪ হতে ডিসেম্বর/১৫)	১৪০০.০০	৭৫০.০০	৭৮%	৫৪%	GOB
	প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগ					
১৪	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১৩৯২৩/২০০৬-০৭ হতে ২০১৫-১৬)	৫৩৭৯.৯২	৫৩৫৪.০২	৯৯.৫২%	৯৯.৫২%	GOB
১৫	পিটিআই বিহীন ১২টি জেলা সদরে পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (২৫৮৭৮/জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫)	৪৪৬৫.০০	৪৪০৫.৯৬	৯৯%	৯৯%	GOB
১৬	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৩। (৬০৮৪০৯.১৮/জুলাই/১১ হতে জুন/১৬)	১০৬৪৫৮.৭৪	১০০৯১০.১২	৯৯%	৯৫%	GOB
১৭	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প। (৮৩৮৬৭.৫১/জুলাই/১১ হতে জুন/১৫)	১৪৮৩০.০০	১৪৪২৬.১১	৯৯%	৯৭%	GOB
১৮	প্রথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)। (১৬৯৩৩/জানুয়ারী/১২ হতে জুন/১৫)	৯৪০০.০০	৯০৭২.০৪	১০০%	৯৭%	IDB
	উপ-মোট (১৪-১৮) ঃ	**১৪০৫৩৩.৬৬**	**১৩৪১৬৮.২৫**	**৯৯.০৮%**	**৯৫%**	
১৯	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আরও ১১টি প্রকল্প।	৪২৭৭.৯০	২২১৬.৬০	৬১%	৫২%	
	মোট (১-১৯) ঃ	**১৮৫৫৮৫.৪৬**	**১৬৮২১৬.০০**	**৯৪%**	**৯১%**	

মানিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবচর, মাদারীপুর

পিটিআই হোস্টেল বিল্ডিং, লালমনিরহাট

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ভৌত অংগসমূহের মুখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	রেগুলেটর নির্মাণ	১ টি	৫.০০
২	রাবার ড্যাম নির্মাণ	২ টি	২,৯১২ .৬৪
মোট ঃ			২,৯১৭.৬৪

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পানি সম্পদ সেক্টরের আওতায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাদি।

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগ	ভৌত কর্মসূচি	আর্থিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)
১	পাকা সড়ক নির্মাণ	৩০ কিঃমিঃ	২,৪২৯.৫০
২	ব্রিজ নির্মাণ	৯ টি	৪৫৮.০০
৩	বক্স কালভার্ট নির্মাণ	৩৬ টি (৫২%)	৬৪৮.০০
৪	পাইপ কালভার্ট নির্মাণ	৪০টি (৩২%)	৮০.০০
৫	সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ	৭ টি	১,১৫৫.০০
৬	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	৩ টি	২৭০.০০
৭	ইউপি কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	২ টি (৭৫%)	১৮০.০০
৮	কিল্লা নির্মাণ	১২ টি (৭০%)	২৪০.০০
	মোট ঃ	-	৫,৪৬০.৫০

এডিবি-ইফাদ যৌথ মিশনের সদস্যবৃন্দ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলাধীন হারুয়ালছড়ি উপ-প্রকল্প এলাকার স্থানীয় জনগণের সহিত মতবিনিময় করছেন

অগ্রণী উপ-প্রকল্পের সেচ খাল, সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক সমাপ্তির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৯টি প্রকল্প নির্ধারিত ছিল। এই প্রকল্পগুলির সমাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট প্রত্যেকটি প্রকল্পের প্রেক্ষিতে প্রকল্প কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং করেছে। এক্ষেত্রে এই ইউনিট পৃথকভাবে মাসিক পর্যালোচনা সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নজনিত উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধানকল্পে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করে, যার ফলে সবগুলি প্রকল্পই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা সম্ভব হয়। এই প্রকল্পগুলির গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০১৩-১৪ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস্য
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	বৃহত্তর রাজশাহী বিভাগ সমন্বিত পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প (রাজশাহী, নাটোর,নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ)। (২য় সংশোধিত)	২০০৬-০৭ হতে ২০১৪ -১৫	২০৮.৭৬	IDB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস্য
২	গ্রামীণ সড়ক ও হাট বাজার উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর সিলেট জেলা। (সংশোধিত)	২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫	২১৪.৩৪	GoB
৩	বৃহত্তর নোয়াখালী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	২০০৮-০৯ হতে ২০১৪-১৫	৩০৩.১৪	GoB
৪	বৃহত্তর কুমিল্লা পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত)	২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫	১৯৭.৩২	GoB
৫	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামীণ অবকাঠামো পুনর্বাসনপ্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/১১ হতে জুন/২০১৫	১৫১.০০	GoB
৬	বরগুনা-বেতাগী-নেয়ামতি-বাকেরগঞ্জ-আমতলী-তালতলী-সোনাকাটা সড়ক প্রশস্তকরণ ও উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (সংশোধিত)	২০১১-১২ হতে জুন/১৫	১০৬.৫৩	GoB
৭	Hydrological and Morphological Study, EIA Study, Preparation of Detailed Design & Bidding Document for Construction of Two Large Bridge over Kachipara Karkhana River & Pandop paira River of Patuakhali & Barisal District.	অক্টোবর/১২ হতে জুন/১৫	১.৫৪	GoB
৮	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামাইন ও অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন হাওর এলাকায় সাব-মার্জিবল সড়ক নির্মাণ প্রকল্প। (সংশোধিত)	জানুয়ারী/১৩ হতে জুন/২০১৫	২৪.৫২	GoB
৯	কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলাধীন ধলেশ্বরী নদীর উপর ৩৪১ মিঃ দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ। (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫	৪১.৮৩	GoB
১০	বেগম রোকেয়া স্মৃতি কেন্দ্র সংযোগকারী পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/১৩ হতে ২০১৪-১৫	১৭.০০	GoB
১১	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	০১/০১/১৩ হতে ২০১৪-১৫	২০.৭৯	GoB
১২	Feasibility Study Design of 4 (four) large Bridge on Rural Roads under Sylhet Division.	মে/২০১৩ থেকে ডিসেম্বর/২০১৪	১.৫৭	GoB
১৩	Hydrological and Morphological Study and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey of 27 nos . Important Bridges in some selected districts Project.	০১/১০/১৩ হতে জুন/২০১৫	৮.৬০	GoB
১৪	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় গ্রামীণ সড়কে সেতু/কালভার্ট নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প।	০১/১০/১৩ হতে ৩০/০৬/১৫	২৩.১১	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১৫	উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প। (৩য় সংশোধিত)	২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫	১৯৬.৭৪	GoB
১৬	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প। (২য় সংশোধিত)	০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৫	১২৪৮.০০	ADB, KfW & GTZ
১৭	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষ্যা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা।	অক্টোবর/১৩ হতে ডিসেম্বর/১৪	১.৯৭	GoB
১৮	Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong - Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation).	০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫	১০.২৭	ADB
১৯	"Project Prepar atory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure	মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/১৪	১২.৪৫	ADB

২০১৪-১৫ অর্থবছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র কার্যক্রমকে আরও বেগবান করার লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২০টি নতুন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পগুলির মূখ্য তথ্যাদি নিচে প্রদান করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহের মূখ্য তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	অর্থায়নের উৎস্য
সেক্টর ঃ পল্লী উন্নয়ন ও প্রতিষ্ঠান				
১	ঠাকুরগাঁও জেলার বালিয়াডাঙ্গী, হরিপুর ও রানীসঙ্কর উপজেলার গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬	২০.০০	GoB
২	হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প।	২০১৪-১৫ হতে ২০২১-২২	৮৮০.০১	JICA
৩	কুমিল্লা জেলার সদর দক্ষিণ ও নাঙ্গলকোট উপজেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০১৬	১৫.২৯	GoB
৪	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া ও চাঁদপুর জেলা)।	২০১৪-১৫ হতে ২০১৭-১৮	৫৬৪.১১	GoB
৫	নড়াইল জেলার সদর উপজেলাধীন পুরাতন ফেরীঘাট সংলগ্ন চিত্রা নদীর উপর ১৪০ মিঃ দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	জুলাই/১৪ হতে জুন/১৬	৩৬.১২	GoB
৬	জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প।	২০১৪-১৫ হতে ২০১৫-১৬	১৪১.০০	DANIDA
৭	গুরুত্বপূর্ণ ৯টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	৩০৫.৬১	GoB
৮	বহুমুখী দূর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প।	২০১৪-১৫ হতে ২০১৯-২০	২৯৩৫.০০	WB
৯	Project Design Advance (PDA) for Results Based Rural Connectivity.	জানুয়ারী/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১৯.৬৫	ADB
১০	নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন (নারায়ণগঞ্জ-৪) শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৬	১৮.৮৯	GoB
১১	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলাধীন করতোয়া নদীর উপর ১টি, নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলাধীন বালু নদীর উপর ২টি ও ঢাকা জেলার সাভার উপজেলাধীন তুরাগ নদীর উপর ১টি ব্রীজের সমন্বয়ে সর্বমোট ৪টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।	জুন/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৫	২.০০	GoB
১২	টাংগাইল জেলার বাসাইল উপজেলাধীন ঝিনাই (পুংলী) নদীর উপর ৩টি ব্রীজ নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা শীর্ষক প্রকল্প।	০১/০৬/১৫ হতে ৩১/১২/১৫	১.৯৭	GoB
১৩	পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম-২য় পর্যায়।	মার্চ/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৯	৩৮০.০০	GoB
১৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/১৫ হতে জুন/১৭	২০.৭৮	GoB
১৫	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি ও সোনাতলা উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	১৯.৯৮	GoB
সেক্টর ঃ ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ				
১৬	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।	জুলাই/১৪ হতে জুন/২০	২৬০০.৪৮	ADB, OFID
১৭	সিটি গর্ভনেন্স প্রকল্প।	জুলাই/১৪ হতে জুন/২০	২৯৪৩.০০	JICA
১৮	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation	জানুয়ারী/১৪ হতে জুন/১৬	৮.৪৬	GoB
১৯	ভোলা পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নসহ মাষ্টারপ্ল্যান প্রণয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে ডিসেম্বর/২০১৭	২২.৬০	GoB
২০	বোরহান উদ্দিন পৌরসভায় বন্যা পরবর্তী অবকাঠামো উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৫ হতে জুন/২০১৭	২০.২৬	GoB

কিছু স্মরণীয় মূহুর্ত

৩রা এপ্রিল ২০১৫ তারিখে গোপালগঞ্জে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় সমবায় পুরস্কার-২০১২ এর কৃষি ভিত্তিক ব্যাপক গ্রাম উন্নয়ন ক্যাটেগরিতে ইয়াহিয়া বিশ্বাস, সচিব, দারিয়াপুর পাবসস লিঃ, সদর চাঁপাইনবাবগঞ্জকে প্রশংসাপত্র প্রদান করছেন ।

২৫শে মে ২০১৫ তারিখে কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলাধীন হোমনা-মানিকারচর-মেঘনা সড়কে কাঁঠালিয়া নদীর উপর ৪১৮ মিটার দীর্ঘ সেতু এবং পারারবন্দ নদীর উপর ৩০৪ মিটার দীর্ঘ সেতুর শুভ উদ্বোধনের প্রাক্কালে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

১৩ই ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখ গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

১লা মে ২০১৫ তারিখে টাঙ্গাইল জেলার সদর উপজেলায় ৬ তলা ফাউন্ডেশনসহ ৪ তলা উপজেলা কমপ্লেক্সের সম্প্রসারিত ভবন ও হলরুম নির্মাণের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন টাঙ্গাইল-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য জনাব মোঃ ছানোয়ার হোসেন। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

১৭ই মে ২০১৫ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা সভায় উপস্থিত এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও জাইকার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিরোসি কাতো।

২০শে মে ২০১৫ তারিখে জার্মান রাষ্ট্রদূত ডঃ থমাস প্রিনজ বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় নবনির্মিত লাঙ্গলকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের শুভ উদ্বোধন করেন।

স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, জনাব আবদুল মালেক ২৭শে মে ২০১৫ তারিখে ঢাকায় এলজিইডি'র নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় ২৮ টি পৌরসভার সম্মানিত মেয়রদের হাতে গাড়ির চাবি হস্তান্তর করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মাঝে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

২৪ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় চট্টগ্রাম অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব স্বপন কুমার দাস এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীকে ক্রেস্ট উপহার প্রদান করছেন। এ সময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডি সদর দপ্তরের প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন এবং চট্টগ্রাম জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী।

৩রা মে ২০১৫ তারিখে রংপুর পর্যটন মোটেলের সভাকক্ষে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চলে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প/কর্মসূচিসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি সদর দপ্তরের প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন।

১ মে ২০১৫ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় দারিয়াপুর পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি পরিদর্শনকালে আয়বর্ধন কর্মসূচির উদ্বোধন করেন এবং সমিতির সদস্যদের মধ্যে বিভিন্ন সামগ্রী ও গরু/ছাগল বিতরণ করেন।

২রা মে ২০১৫ তারিখে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী রাজশাহী অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় চত্বরে গাছের চারা রোপণ করছেন। এ সময় এলজিইডি সদর দপ্তরের প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিটের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও এলজিইডি'র অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামোসমূহের সচিত্র প্রতিবেদন

সড়ক উন্নয়ন

গ্রামীণ এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, হাট-বাজারসমূহের পণ্য বাজারজাতকরণে পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধিসহ এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন তথা এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন এবং গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক সুবিধাদি পৌঁছে দেয়ার ক্ষেত্রে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী কার্যক্রম। দেশের যেকোন এলাকায় সড়ক উন্নয়নের ব্যাপারে জনগণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদা অত্যন্ত ব্যাপক। এরূপ সড়ক উন্নয়নের বিষয়টি এলজিইডি'র পালিত দায়িত্বাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান। এই সংস্থা ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দেশব্যাপী ৮৪৫.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৩৯৫ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৬৪২.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ১,৩৯৩ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক ও ১,৬৩৮.৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩,২৯২ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক উন্নয়ন এবং ৪২৭.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ২,৬৩৩ কিঃমিঃ পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ/পুনর্বাসন করেছে। যার ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন উত্তরোত্তর সহজতর হচ্ছে এবং এলাকার নাগরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক কয়েকটি উন্নীত সড়কের আলোকচিত্র।

দক্ষিণ বাজার-খালপাড় আয়াবাড়ী পুল সড়ক, বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী

লোচনপুর-মাজলী ইউপি সড়ক, রায়পুরা, নরসিংদী

তমালতলা-দোডাঙ্গী সড়ক, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

সখিপুর সাগরদিঘী ভায়া বড়চাওনা সড়ক, সখিপুর, টাঙ্গাইল

ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ

নিরবচ্ছিন্ন সড়ক যোগাযোগের মাধ্যমে দেশের দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের অংশ হিসাবে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণের কোন বিকল্প নেই। এ উদ্দেশ্য সাধনে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারা দেশে ১,৩৩৩.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৫,৪৫৫ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নদী/খালসমূহের উভয় পাশের জনগণের যোগাযোগসহ সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছে। পাশাপাশি ব্রিজ/কালভার্ট নির্মিত হওয়ায় মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণী চলাচল অব্যাহত থাকায় এবং জলাবদ্ধতা নিরসন হওয়ায় সার্বিক উন্নয়নে পরিবেশগত বিরূপ প্রভাব পরিহারে অবদান রাখা সম্ভবপর হয়েছে এবং এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদীর উপর নির্মিত ৫৪৭ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা সেতু"।

দিনাজপুর জেলার কান্তাজির মন্দির সড়কে ২৮০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ

গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়ন

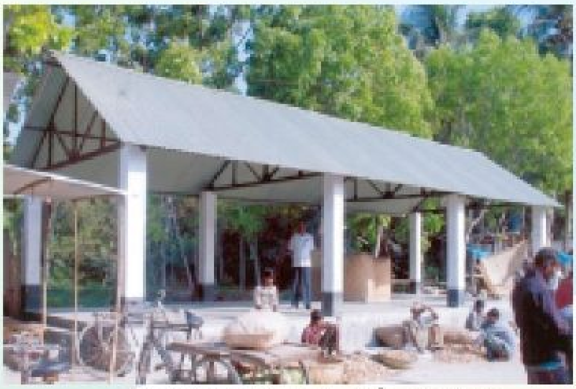
সাতইর বাজার, বোয়ালমারী, ফরিদপুর

দেশের পল্লী এলাকায় অবস্থিত হাট-বাজার বিশেষ করে গ্রোথ সেন্টার হিসাবে জাতীয় পর্যায়ে চিহ্নিত হাট-বাজারগুলি গ্রামীণ অর্থনীতি ও ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নের কেন্দ্রস্থল হিসাবে বিবেচিত। গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও উজ্জিবীত করার পাশাপাশি বেকার যুবকদের ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যবসায় সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে অবকাঠামো ও প্রয়োজনীয় সুবিধাদিসহ গ্রোথ-সেন্টারের উন্নয়ন অপরিহার্য বিবেচনায় এলজিইডি কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৭৩.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৭৮ টি গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজারের উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে সংশ্লিষ্ট এলাকাগুলিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণে সুবিধা প্রদান, এলাকার দুঃস্থ মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ এ সকল কর্মকান্ডে দরিদ্র ও বেকার লোকদের সম্পৃক্তকরণের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে পল্লী এলাকায় বাণিজ্য তথা অর্থনীতির অধিক প্রসার দারিদ্র বিমোচনে সহায়ক হচ্ছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ

ইউনিয়ন পরিষদ স্থানীয় সরকারের সর্বনিম্ন স্তর। স্থানীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ অত্যন্ত শক্তিশালী ভূমিকা রাখে। সুতরাং জনগণকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রতিষ্ঠানটির কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি ও শক্তিশালী করার জন্য এর অবকাঠামোগত সকল সুবিধাদি নিশ্চিত করা একটি অপরিহার্য প্রাথমিক চাহিদা। এ লক্ষ্যে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এতদ্‌সম্পর্কিত ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) টি গ্রহণের মাধ্যমে এই চাহিদা পুরণে উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব পালন করছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত হবে। মোট ৭৮০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১১২২টি ইউনিয়ন পরিষদ নির্মাণের জন্য প্রকল্পটির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত আছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৮৯.০২ কোটি টাকা ব্যয়ে ২৩০ টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সেবা প্রদানকারী বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের এবং এলাকার জনগণের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে স্ব-স্ব দায়িত্ব পালন সহজতর হচ্ছে।

জাজিরা ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, শরীয়তপুর।

উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ ও সম্প্রসারণ

তৃণমূল পর্যায়ে দরিদ্র জনগণের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের সংগে স্থানীয় সরকারকে সম্পৃক্ত করা ও স্থানীয় জনগণের সেবাপ্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালীকরণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে ১১৯৯.৩৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত "উপজেলা কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ" শীর্ষক প্রকল্পটি দেশের বিভিন্ন উপজেলায় এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটিতে মোট ২০১ টি উপজেলায় উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন সম্প্রসারণ ও হলরুম নির্মাণ; ২টি উপজেলায় পূর্ণাঙ্গ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, হলরুম, চেয়ারম্যান কোয়ার্টার, ইউএনও কোয়ার্টার, গেজেটেড কোয়ার্টার, ডরমিটরী ভবন ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ; এবং ১টি উপজেলায় শুধুমাত্র পূর্ণাঙ্গ উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন, হলরুম ও ডরমিটরী নির্মাণ কার্যক্রম ২০১৬-১৭ অর্থবছরের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে নির্ধারিত আছে। এই অবকাঠামোসমূহ নির্মাণের জন্য ২১৬টি প্যাকেজ গঠন করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটির অধীনে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১৩২ টি উপজেলায় ১২৯টি সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম, ৩টি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক ভবন ও হলরুম, ২টি চেয়ারম্যান কোয়ার্টার, ২টি ইউএনও কোয়ার্টার, ২টি গেজেটেড কোয়ার্টার ও ২টি ডরমিটরী ভবন নির্মাণ কাজের জন্য ১৪১টি প্যাকেজের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে ১১০ টি প্যাকেজের ক্ষেত্রে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৩২ টি প্যাকেজের যাবতীয় নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হলেও ৭৮টি প্যাকেজের নির্মাণ কাজ বর্তমানে চলছে এবং চলমান কাজগুলির গড় অর্জিত অগ্রগতি ২৮%। অবশিষ্ট ৩১টি প্যাকেজের প্রেক্ষিতে দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন আছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদানের প্রেক্ষিতে ৯৭.৯১৭৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উপজেলা পরিষদ ভবন, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রাধিকারবিশিষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে এটি একটি অন্যতম কর্মসূচি। প্রতি বছরই এই কর্মসূচি পালনে জাতীয় পর্যায় থেকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এরই অংশ হিসাবে এলজিইডি প্রতি বছরই তার অনেক প্রকল্পে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়নকে বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়া সড়কের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সাথে যুক্ত করে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও এলজিইডি বাস্তবায়ন করে।

সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় কর্মসূচি হিসাবে এলজিইডি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সড়কে ৪,৮৬,২৫৮টি গাছের চারা রোপণ করেছে যার মধ্যে জীবিত চারার সংখ্যা ৪,০০,১০৮টি (৮২%)। এ সম্পর্কিত জেলাওয়ারী তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গীপাড়া উপজেলাধীন ঘাগোর-বাঁশবাড়ীয়া উপজেলা হেড কোয়ার্টার সড়কের উভয়পাশে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অধীন রোপিত বৃক্ষ

এলজিইডি কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থবছরে বৃক্ষরোপণের তথ্যাদি

জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারা (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
মানিকগঞ্জ	৯১৬২	৪৮৩০	৪৩৩২	১৮৩২৪	৯১৬২	৪৮৩০	৪৩৩২	১৮৩২৪	১০০%
নেত্রকোণা	৪১২৫	১৬৫০	২৪৭৫	৮২৫০	৪০০০	১৬০০	২৪০০	৮০০০	৯৭%
টাঙ্গাইল	১৫০২	৭৫২	১৫০২	৩৭৫৬	১৩৫০	৬৮০	১৩৫০	৩৩৮০	৯০%
ফরিদপুর	১৪৩৫০	৫৭৪০	৮৬১০	২৮৭০০	১২৯১৫	৪৮৭৯	৮১৮০	২৫৯৭৪	৯১%
কক্সবাজার	২৬২৮৮	০	৪৫১২	৩০৮০০	২৬২৮৮	০	৪৫১২	৩০৮০০	১০০%
চাঁদপুর	১৭৫০	৭০০	১০৫০	৩৫০০	১৭৫০	৭০০	১০৫০	৩৫০০	১০০%
সিলেট	৮০০০	৫০০০	৫০০	১৩৫০০	২৭৮৫	২১২০	১১৫	৫০২০	৩৭%
সুনামগঞ্জ	১১৮৮৮	১৫৬৪	১৮২৮	১৫২৮০	৯৯৯০	১৫০৪	১৭২৮	১৩২২২	৮৭%
মৌলভীবাজার	২০৩০৪	৬৭৬৮	৬৭৬৮	৩৩৮৪০	২০০০০	৫২৩০	৪৯৫০	৩০১৮০	৮৯%
হবিগঞ্জ	৮৪৬০	২৮২০	২৮২০	১৪১০০	৬৭৬০	২৫৪০	২৫১৫	১১৮১৫	৮৪%
বরিশাল	৭২২৮	৫৪২১	৫৪২১	১৮০৭০	৬৯৩২	৪৯৯২	৪৮৭১	১৬৭৯৫	৯৩%
পিরোজপুর	২৪০০	১০০	২০০	২৭০০	২১১০	৩৫	১২১	২২৬৬	৮৪%
বরগুনা	৭২৭৮	১৮০০	১৫০০	১০৫৭৮	৭২৭৮	১৮০০	১৫০০	১০৫৭৮	১০০%
নওগাঁ	৮০০০	৪০০০	১৩৩২৮	২৫৩২৮	৫৮৬০	৫৭৪০	১৩১৪০	২৪৭৪০	৯৮%
নাটোর	৮৩৩০	৩৩৩১	৫০০০	১৬৬৬১	৭৬২০	২৮৭৮	৪৩৭৬	১৪৮৭৪	৮৯%
বগুড়া	৪০০	২০৬	২০০	৮০৬	৩৯০	১৮৫	১৭০	৭৪৫	৯২%
পাবনা	৩৬৯০	১২৮৯	১৩৩৩	৬৩১২	৩৪২৯	৭৬৬	১১৫৫	৫৩৫০	৮৫%
রংপুর	৯৫২৯	৩৮১২	৫৭১৭	১৯০৫৮	৮৪৮১	৩৪৬৮	৫০৩০	১৬৯৭৯	৮৯%
গাইবান্ধা	১৬১২	৮০৬	৯০৬	৩৩২৪	১২১১	৬১৫	৬৫২	২৪৭৮	৭৫%
লালমনিরহাট	১৭৫১০	৪৮৬০	৯৪৩০	৩১৮০০	১৭২২৩	৪৭৭৬	৯৩৪৯	৩১৩৪৮	৯৯%
দিনাজপুর	১৬২৫০	৩৫৭৫	৫১৭৫	২৫০০০	১৫৯২৫	৩৪৬৭	৪৯৯৫	২৪৩৮৭	৯৮%
নীলফামারী	২৭৮২	১১১৪	১৬৬৯	৫৫৬৫	২৫০০	১১০০	১৫০০	৫১০০	৯২%
ঠাকুরগাঁও	১২৪২৫	৩৩৯২	৬১৫১	২১৯৬৮	১২৪০৫	৩৩৮৭	৬১৪৩	২১৯৩৫	১০০%
পঞ্চগড়	২৭৫০	১১০০	১৬৫০	৫৫০০	২৩৭৫	৯১৫	১৫২৫	৪৮১৫	৮৮%
খুলনা	১৪৬৫০	৪০০০	২০১৪	২০৬৬৪	১২২৮০	৩৬৬৫	১৩৬৯	১৭৩১৪	৮৪%
সাতক্ষীরা	২৩৯৯	১৮০০	১৮০০	৫৯৯৯	১২৪২	৭২৫	৪৩৫	২৪০২	৪০%
যশোর	১৫৭৫২	৪৫০০	৪২৬০	২৭১৬৪	২১৫০	০	০	২১৫০	৮%
মাগুরা	১০০০৫	৩৯৯০	৬০০০	১৯৯৯৫	৮২৪২	৩২৩২	৪৫৫৪	১৬০২৮	৮০%
চুয়াডাঙ্গা	১১৩৪৪	৬৭৯১	৪৫২৮	২২৬৬৩	৭৪৭৫	৪৪৮০	২৯০০	১৪৮৫৫	৬৬%
কুষ্টিয়া।	১৩০১৬	৭৬০৬	৬৪৩১	২৭০৫৩	৮২২৩	১৭১৩	৪৮১৮	১৪৭৫৪	৫৫%
মোট ঃ	২৭৩১৭৯	৯৩৩১৭	১১৭১১০	৪৮৬২৫৮	২২৮৩৫১	৭২০২২	৯৯৭৩৫	৪০০১০৮	৮২%

রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট

রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

বিগত তিন দশক ধরে দেশীয় ও বৈদেশিক আর্থিক সহায়তায় এলজিইডি'র মাধ্যমে গড়ে ওঠা পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক একটি জাতীয় সম্পদ, এবং এর সুরক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় পর্যায়ে পল্লী সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের গুরুত্বকে অনুধাবন করে বাংলাদেশ সরকার বিগত ১৯৯২-৯৩ অর্থবছর থেকে জাতীয় রাজস্ব বাজেটের আওতায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অর্থ এলজিইডি' র অনুকূলে বরাদ্দ দিয়ে আসছে। কিন্তু দেশের পল্লী নেটওয়ার্ক-এ বিভিন্ন প্রকার যানবাহন চলাচলের ক্রমবর্ধমান এবং ব্যাপক বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কিছু সংখ্যক জনগুরুত্বপূর্ণ সড়ক নেটওয়ার্ক-এর প্রশস্তকরণ এবং বেজকোর্সের (Base Course) শক্তিবৃদ্ধিকরণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। ফলে, পল্লী সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রতি বছর সরকার থেকে ক্রমবর্ধমান হারে অর্থ বরাদ্দ প্রদান সত্বেও এ খাতে আথিক সংকট বিরাজমান। জনসাধারণের চলাচলের সুবিধার্থে এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজীকরণ ও Pavement Deterioration মাত্রা কমানোর উদ্দেশ্যে জনগুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলোর প্রশস্তকরণ এবং বেজকোর্সের শক্তিবৃদ্ধিকরণ বিশেষভাবে বিবেচনা করা অত্যন্ত জরুরী।

দেশের বিশাল পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত/সংরক্ষণের জন্য অর্থবছরের শুরুতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান বিটুমিনাস কার্পেটিং সড়কে Roughness Survey এবং সরেজমিন Bridge/Culvert এর Detailed Condition Survey সম্পন্ন করা হয়। সংশ্লিষ্ট সার্ভে হতে প্রাপ্ত উপাত্ত Road & Structure Database Management System-VI (RSDMS-VI) Software-এর সাহায্যে Data Process করে সড়ক ও ব্রীজ/কালভার্টের রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয় অর্থের চাহিদা নিরূপন করা হয়। তদনুযায়ী RSDMS-VI Software -এর সাহায্যে Data Process এর মাধ্যমে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামোসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ন্যূনতম ৪ হাজার ৮০০ কোটি টাকার চাহিদা নিরূপিত হলেও ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেটে এলজিইডি'র জেলার প্রতিষ্ঠানের মেরামত ও সংরক্ষণ খাতের পল্লী সড়ক ও কালভার্ট মেরামত উপখাতে বরাদ্দকৃত মোট ৯৭৫ (নয়শত পচাঁত্তর) কোটি টাকা এলজিইডি কর্তৃক নিরূপিত চাহিদার মাত্র ২০% শতাংশ।

পল্লী সড়ক নেটওয়ার্ক মেরামত/সংরক্ষণ কার্যক্রমকে আরো কার্যকরীকরণ এবং সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে পল্লী সড়ক ও সেতু রক্ষণাবেক্ষণ নীতিমালা, জানুয়ারী ২০১৩ অনুমোদিত হয়, যা সরকারের একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত। উক্ত নীতিমালা অনুমোদিত হওয়ায় সরকারের অনুন্নয়ন বাজেটে পল্লী সড়ক ও কালভার্ট" মেরামত/সংরক্ষণ খাত ছাড়াও এ-বছর হতে এলজিইডি'র বিভিন্ন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপিতে প্রকল্প এলাকার সড়ক রক্ষাণাবেক্ষণের জন্য সুনির্দিষ্ট বরাদ্দ এবং বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট (RTIP-II, NOBIDEP এবং SRIIP) প্রকল্পে সড়ক ও সড়ক অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অর্থের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর ফলে পল্লী সড়ক এবং পল্লী সড়কের উপরে অবস্থিত ব্রীজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণের চাহিদার ব্যাপকতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস করা সম্ভবপর হবে।

বিগত অর্থবছরের ন্যায় এ অর্থবছরেও এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, অগ্রাধিকার নির্ণয় ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে নিবিড় তদারকি ও মনিটরিং এবং বিভিন্ন Best Practice' সফলভাবে প্রয়োগের মাধ্যমে এলজিইডি'র বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এলজিইডি'র সড়ক নেটওয়ার্কের সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণসহ গুণগতমান বজায় রেখে প্রতিবছর রাজস্ব বাজেটে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় করা সম্ভবপর হয়েছে।

রক্ষণাবেক্ষণ বরাদ্দ ও ব্যয়

এলজিইডি সাধারণতঃ নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই দুই প্রকৃতির রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের মেরামত ও পুনর্বাসন কার্যক্রম প্রয়োজন অনুযায়ী জরুরী ভিত্তিতেও গ্রহণ করা হয়। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯৭৫ কোটি টাকা পাওয়া যায়, যা বিগত ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বরাদ্দ অপেক্ষা ১৪০ কোটি (১৬.৭৭%) বেশী।

সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির জন্য রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্প হতে বিগত ১০ বছরের প্রাপ্ত বছরভিত্তিক বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র।

(২০০৫-০৬ থেকে ২০১৪-১৫ পর্যন্ত সময়ের বারগুলি দেখানো হয়েছে)

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অংগভিত্তিক বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির বিবরণ

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	নিয়মিত সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৪,৪৫৯ কিঃমিঃ	২৯.২৪
২	সময়ান্তর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	৬,৫৬১ কিঃমিঃ	৯০১.৬৪
৩	সেতু/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	৫,৯২৯ মিঃ	৪৪.১২
	মোট	-	৯৭৫.০০

বাস্তবায়িত বিভিন্ন পল্লী অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান প্রধান অংগের ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র।

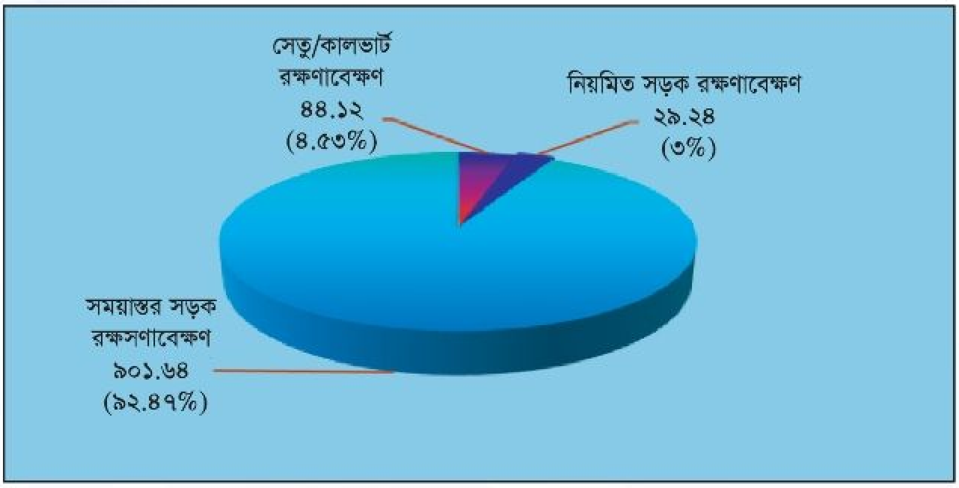

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর গোপালপুর - ভেংগুলা সড়ক,
উপজেলাঃ গোপালপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল ।

সময়ান্তর রক্ষণাবেক্ষণের পর চৌগাছা - মহেশপুর সড়ক,
উপজেলাঃ চৌগাছা, জেলাঃ যশোর ।

বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ চাঁদা - রাজারকুল সড়কের জরুরী
রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, উপজেলাঃ রামু, জেলাঃ কক্সবাজার ।

সড়ক এবং কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণের পর কুড়ালিয়া - দিঘলবাইদ
সড়ক, উপজেলাঃ মধুপুর, জেলাঃ টাঙ্গাইল ।

সমান্তর রক্ষণাবেক্ষণ-পূর্ব তালতলা আর এন্ড এইচ- পায়রা
জিসি সড়কের অবস্থা, উপজেলাঃ অভয়নগর,জেলাঃ যশোর ।

সমান্তর রক্ষণাবেক্ষণ-পরবর্তী তালতলা আরএন্ডএইচ- পায়রা
জিসি সড়ক, উপজেলাঃ অভয়নগর,জেলাঃ যশোর ।

নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিট

নগর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শহর ও নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর/শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগের বেশী, যা পল্লী অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা ইতোমধ্যে সাড়ে চার কোটি ছাড়িয়েছে এবং শতকরা ২.৫ ভাগ হারে নগরের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ৫৩২টি নগর কেন্দ্রের ভৌগলিক আয়তন ১১,২৫৮ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের আয়তনের শতকরা মাত্র ৭.৬৬ ভাগ। নগর এলাকার মধ্যে বসবাসরত জনগণের শতকরা ৬০ ভাগ লোকই সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং তাদের বৃহৎ অংশ শুধুমাত্র ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাস করে, যদিও রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী। অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ণ সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলেছে। ফলে, বিদ্যমান অবকাঠামো ও পরিসেবায় বিপুল চাপ পড়ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠির জন্য আবাসন, পানি সরবরাহ, পয়:নিস্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ সুবিধা ইত্যাদি পরিসেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ণ না হলে এ চ্যালেঞ্জ সরকারের একার পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ণ চলতে থাকলে বিদ্যমান নগর সেবাসমূহের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়বে। জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌছানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, পরিবেশ দূষিত হবে। শহর ও নগরগুলি ক্রমান্বয়ে বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। এখনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতাকে টেকসই করে দীর্ঘমেয়াদী বাসযোগ্য সার্বিক অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। টেকসই উন্নয়ন অর্জন করার জন্যই টেকসই নগরায়ণ প্রয়োজন। নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতার কথা বিবেচনা করলে নগর হলো অপার সম্ভাবনার উৎস। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নগরায়ণে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার উদ্দেশ্যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর নগর স্থানীয় সরকার সমূহে অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, দক্ষতাবৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রমসমূহ পরিচালনায় কারিগরি সহায়তা প্রদান করে থাকে।

অবকাঠামো উন্নয়ন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সম্পর্কিত ২৩টি প্রকল্পের কর্মসূচি এলজিইডি কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত হয়, যেগুলির মধ্যে ১০ টি বৈদেশিক সহয়তাপুষ্ট প্রকল্প এবং ১৩টি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে প্রতিবেদনকালীন সময়ে ১টি প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে, একই সঙ্গে ১টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়নের প্রেক্ষিতে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তথ্যাদি নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে ঃ

এলজিইডি কর্তৃক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসরে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১	উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)	২০০৪-০৫ হতে ২০১৪-১৫	১৯৬৭৪.৪৭	১৮০৬.০০	১৭৩৮.২৫	GOB
২	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প। (সংশোধিত)	২০০৭-০৮ হতে আগস্ট/২০১৫	৮১৯৮৬.৬৮	১০৩২১.০০	১০৩১১.৩৬	UNDP & DFID

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসরে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
৩	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	০১/০১/০৯ হতে জুন/২০১৫	১২৪৮০০.০০	৩১৩৬৬.০০	৩১৩৬৩.৮৪	ADB, KfW & GTZ
৪	খিলগাঁও ফ্লাইওভার এর লুপ নির্মাণ (সাইদাবাদ প্রান্তে) (১ম সংশোধিত)।	অক্টোবর/২০১০ হতে ডিসেম্বর/২০১৫	৭৪৬২.৯৬	১৮৭৫.০০	১৮৭৪.৮৬	GOB
৫	গুরুত্বপূর্ণ ১৯টি পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন। (সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৫	৫২৩২৯.০০	১১৮৪৬.০০	১১৮৪৫.৫৪	GOB
৬	গুরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।(১ম সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে জুন/২০১৬	১২৫৮৮২.২৭	২৪০০০.০০	২৩৯৯৯.৭০	GOB
৭	ঢাকা মহনগরীতে ফ্লাইওভার ব্রীজ নির্মাণ (মগবাজার মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ)। (সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৫	৭৭২৭০.০০	২০৫০০.০০	২০৪৯৭.৬৩	SFD & OFID
৮	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প। (সংশোধিত)	জুলাই/২০১১ হতে ডিসেম্বর/২০১৬	১৩৯৫৯৭.৭৫	২৬০০০.০০	২৬০০০.০০	ADB KFW
৯	কিশোরগঞ্জ জেলার নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন। (২য় সংশোধিত)	জানুয়ারী/২০১২ হতে জুন/২০১৫	১১০৮৫.২৫	২২০০.০০	২২০০.০০	GOB
১০	ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভে ইনস্টিটিউট, রাজশাহী এর ভৌত সুবিধা বর্ধিতকরণ।	২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫	২৪০০.৯৭	৫০০.০০	৫০০.০০	GOB
১১	ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৩ হতে জুন/২০১৭	১৯০০০.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	GOB
১২	নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় শীতলক্ষা নদীর উপর ব্রীজ নির্মাণ সমীক্ষা।	অক্টোবর/২০১৩ হতে ডিসেম্বর/২০১৪	১৯৬.৯৫	১৪৭.০০	১৪৫.৫৮	GOB
১৩	মাদারীপুর পৌরসভাধীন শকুনী লেক ও পৌরপার্ক উন্নয়ন।	২২/১০/১৩ হতে জুন/২০১৫	২০৫০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	GOB
১৪	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে মে/২০২০	৮৭৪৭৬.০০	২৭৮৫.০০	২৭৮৪.৮৮	ADB
১৫	ভোলা পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন।	নভেম্বর/২০১৩ হতে	১৯৯৫.০০	৮২৫.০০	৮২৫.০০	GOB

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	মেয়াদকাল	ডিপিপি অনুসারে প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের আরএডিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকায়)	২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের প্রকৃত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্প সাহায্যের উৎস
১৬	সুজানগর পৌরসভার বান্নাই খালের তীর সংরক্ষণ, খাল পুর্নখনন এবং পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন।	১৮/১১/১৩ হতে জুন/২০১৬	১৪৮৫.০০	৬০০.০০	৫৯৯.৪৯	GOB
১৭	মিউনিসিপ্যাল গভারন্যান্স এ্যান্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট।	জানুয়ারী/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৯	২৪৭০৯৩.৯২	১৪৫৫৩.০০	১১২৫৭.০১	WB
১৮	বেনাপোল পৌরসভা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুনয়ারী/২০১৬	২১৪৬.১৫	৬৫৬.০০	৬৫৬.০০	GOB
১৯	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০	২৬০০৪৮.৪২	২৫৪০.০০	২৫৩৪.০০	ADB, OFID
২০	সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট শীর্ষক প্রকল্প।	জুলাই/২০১৪ হতে জুন/২০২০	২৯৪৩০০.০০	৩৩৮০.০০	১৮৪৯.৮৯	JICA
২১	Preparation of Action Area Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation.	জানুয়ারী/২০১৪ হতে জুন/২০১৬	৭১৭.১০	৫০.০০	৫০.০০	GOB
২২	Project Design Advance (PDA) Project for Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP).	০১/০৫/১৩ হতে ৩০/০৪/১৮	৩৪৯৪.৪০	১২০৬.০০	১২০৫.৮৮	ADB
২৩	৫০৮৩-Technical Assistance for Transit Oriented Development and Improved Traffic Management in Tong - Gazipur Poura Area (Proposed Gazipur City Corporation).	০১/০২/১৩ হতে ৩১/০১/১৫	১০২৬.৭৫	১.০০	০.০০	ADB
২৪	Project Preparatory Technical Assistance (PPTA) for Preparing Third Urban Governance and Infrastructure Improvement (Sector) Project শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প।	মে/২০১৩ হতে অক্টোবর/২০১৪	১১২০.০০	৩৪০.০০	৩৪০.০০	ADB
		মোট =	১৫৬৪৬৩৯.০৪	১৫৮৭৪৭.০০	১৫৩৮২৮.৯১	

২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত প্রধান প্রধান অংগের তথ্যাবলী

ক্রমিক নং	প্রধান প্রধান অংগের নাম	ভৌত কর্মসূচির পরিমাণ	আর্থিক ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	রাস্তা নির্মাণ ও উন্নয়ন	১,৩১৪.৭৪ কিঃমিঃ	৬১৭.২৭৮
২	ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	১,২৪০.১০ মিঃ	৩৬.৪১
৩	ড্রেন নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ	১৪৭.১৬ কিঃমিঃ	১৭৪.১৪
৪	নদী পুন:খনন	১০৩৩.৬৪ ঘন মিঃ	১১.৭২
৫	নদী/খালের পাড় রক্ষণাবেক্ষণ	৪.২৫ কিঃমিঃ	৭.৬৬৫
৬	কমিউনিটি ল্যাট্রিন/ ল্যাট্রিন নির্মাণ	৯ টি	১.৬৮
৭	নলকূপ স্থাপন	২ টি	১.১০
৮	বাস টার্মিনাল নির্মাণ	১ টি	১.২১
৯	কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	২ টি	৬.০২
১০	বস্তি উন্নয়ন ও পুনর্বাসন	-	০.৩০
১১	রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ	১৮২.২০ কিঃমিঃ	৪৬.১৬
১২	কাঁচা বাজার নির্মাণ	৩ টি	১২.৭৭
১৩	পার্ক/বিনোদন কেন্দ্র নির্মাণ	১ টি	৩.৮৩
১৪	কবরস্থান/শ্মশানঘাট উন্নয়ন/সম্প্রসারণ	২ টি	১.১৩
১৫	ফ্লাইওভার নির্মাণ	৮,৪৫০ মিঃ	২১২.৭
১৬	স্ট্রিট লাইট	৯৬৫ টি	৬.১৫
১৭	বোট ল্যান্ডিং	৭	০.৪৪৫
১৮	খাল পাড়ের প্রতিরক্ষা	২.৩৬ কিঃমিঃ	২০.২৩
১৯	নর্দমা রক্ষণাবেক্ষণ	১৫.৫৯ কিঃমিঃ	৫.১৩
২০	ভূমি উন্নয়ন	১,০০,০০০ ঘন মিঃ	৪.১৫
২১	ফুটপাথ নির্মাণ	১.০৪ কিঃমিঃ	১.৫৮
২২	সৌন্দর্যবর্ধন কাজ	-	১.১১
২৩	খাল পুনঃখনন	০.১৮ কিঃমিঃ	০.০৬
২৪	জমি অধিগ্রহণ	১.১২ একর	২.১৬
২৫	ভবন নির্মাণ	৭ টি	১৩.৬৩
২৬	পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো	৩ টি	৩.২৫
২৭	ড্রেনেজ খালের কনক্রিট লাইনিং	৪.৩০ কিঃমিঃ	১৬.৫০
২৮	পানি সরবরাহ	- -	৮.০০
২৯	ডাষ্টবিন নির্মাণ	১৮ টি	০.২৭০
৩০	পাইপ লাইন স্থাপন	৪.৬৪ কিঃমিঃ	০.৫৪
৩১	পৌর ল্যান্ডস্কেপিং	৪ টি	৩.৩৩
৩২	ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	৮ টি	১.৬৮
৩৩	এস্ক্যাভেটর	২৮ টি	১০.০২
৩৪	সাইক্লোন শেল্টার	১.৫ টি	৬.১৪
৩৫	রোড প্রোটেকটিভ ওর্য়াক	৬৯৫ কিঃমিঃ	০.৫০
৩৬	হাইড্রোলিক বীম লিফটার	৩৬ টি	১৩.৫০
৩৭	রোড ডিভাইডার (স্ট্রিট লাইটসহ)	৪.৩৬৫ কিঃমিঃ	২.০৪
		মোট =	১২৫৪.৫২৮

এলজিইডি'র নগর সেক্টরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ

নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কার্যক্রম

সম্প্রতি এলজিইডি জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২২ টি পৌরসভা ও ২ টি সিটি কর্পোরেশন এবং উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২১৭ টি পৌরসভার ও দ্বিতীয় নগর পরিচালনা ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের আওতায় ১টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করেছে অর্থাৎ বাংলাদেশের ২৪০ টি পৌরসভা ও ২ টি সিটি কর্পোরেশনের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। পৌরসভার জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ বিভিন্ন পর্যায়ে অনুষ্ঠিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে স্থানীয় চাহিদা তুলে ধরেন এবং তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। খসড়া মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে এরূপ সরবরাহকৃত তথ্য এবং প্রদত্ত মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এরপর খসড়া মহাপরিকল্পনা বা এর কোন অংশ/বিষয়ের উপর এলাকাবাসীর কোন মতামত, অভিযোগ বা আপত্তি বিবেচনার জন্য ন্যূনতম এক মাস গণশুনানী সম্পন্নের মাধ্যমে সকলের যৌক্তিক মতামত অভিযোগ বিবেচনায় নিয়ে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয় এবং এরূপ চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরন করে পৌর পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। ইতোমধ্যে উপজেলা শহর পর্যায়ে সম্পন্নকৃত ২১৭ টি পৌরসভার মহাপরিকল্পনার মধ্যে ১২০ টি পৌরসভায় গণশুনানী ও অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্নের পর সরকার কর্তৃক গেজেট নোটিফিকেশনের জন্য স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে ১টি পৌরসভার ক্ষেত্রে (কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনা) গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষা ও যাচাইপূর্বক স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিসেম্বর ২০১৪ তে গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন করা হয়েছে ও অবশিষ্ট সবগুলি মহাপরিকল্পনার গেজেট নোটিফিকেশন প্রক্রিয়াধীন আছে।

মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্প

৪-লেন বিশিষ্ট ৮.২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের মগবাজার- মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণের প্রকল্প ব্যয় ৭৭২.৭০ কোটি টাকা। মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে ৩৭৫ কোটি টাকা সৌদি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এসএফডি) এবং ১৯৬ কোটি টাকা ওপেক ফান্ড ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ওএফআইডি) থেকে ঋণ হিসেবে পাওয়া যাবে। অবশিষ্ট ২০০ কোটি টাকা বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে মেটানো হবে।

ভারতের 'সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড' এবং বাংলাদেশের 'নাভানা'র যৌথ উদ্যোগের প্রতিষ্ঠান "সিমপ্লেক্স নাভানা জেভি"; চায়না এমসিসিসি (নং-৪)-এসইএল-ইউডিসি জেভি এবং এমসিসিসি (নং-৪) তমা জেভি লিঃ ফ্লাইওভারটি নির্মাণ ঠিকাদার হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত অর্জিত অগ্রগতির উপর সংক্ষিপ্ত তথ্য নিচে প্রদান করা হয়েছে।

১. তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে এফডিসি মোড়, মগবাজার মোড় হয়ে হলিফ্যামিলি হাসপাতাল পর্যন্ত ২.১০৫ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২১২.২৫৮ কোটি টাকা চুক্তিমূল্যের PDMMFP W04 প্যাকেজটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান Simplex-Navana JV। প্যাকেজটি বাস্তবায়নে অর্জিত সর্বশেষ গড় অগ্রগতি ৬৮%। প্যাকেজটির সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ ডিসেম্বর ২০১৫ইং।

২. বাংলা মটরের ইস্কাটন থেকে মগবাজার মোড় হয়ে মৌচাক পর্যন্ত ২.২০৮ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৯৯.৮৪৭ কোটি টাকা চুক্তিমূল্যের PDMMFP W06 প্যাকেজটির নির্মাতা প্রতিষ্ঠান MCCC (No.4)-SEL-UDC JV। প্যাকেজটি বাস্তবায়নে অর্জিত সর্বশেষ গড় অগ্রগতি ৬০%। এই প্যাকেজটির বাংলামটরের ইস্কাটন হতে মগবাজার Wireless gate পর্যন্ত অংশ আগামী ডিসেম্বর ২০১৫ ইং তারিখের মধ্যে যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা যাবে।

৩. রামপুরা (আবুল হোটেল) থেকে মালিবাগ, মৌচাক মোড় হয়ে রাজারবাগ ও শান্তিনগর পর্যন্ত প্যাকেজটি PDMMFP W05। এই প্যাকেজটির দৈর্ঘ্য ৩.৯৩৭ কিঃমিঃ, নির্মাতা প্রতিষ্ঠান MCCC (No.4)-Toma JV Ltd, এবং চুক্তি মূল্য- ৩৪৩.৭০৭ কোটি টাকা। বর্তমানে কাজটির গড় অগ্রগতি ৩৬%। প্যাকেজটির সম্ভাব্য সমাপ্তির তারিখ নভেম্বর ২০১৬ইং।

জনাব আবদুল মালেক, সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ গত ৬ই জুন ২০১৫ তারিখে মগবাজার- মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ প্রকল্পের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ নাজমুল আলম পরিদর্শনকালে উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, গত ২৯শে মে ২০১৫ তারিখে মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এ সময় জনাব মোঃ নাজমুল আলম, প্রকল্প পরিচালক সহ প্রকল্পের অন্যান্য প্রকৌশলীগণ উপস্থিত ছিলেন।

২৮শে জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে OPEC Fund for International Development (OFID)-এর প্রতিনিধি Ms. Shaimaa Al Sheiby মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন। এ সময় জনাব মোঃ নাজমুল আলম, প্রকল্প পরিচালক সহ প্রকল্পের অন্যান্য প্রকৌশলীগণ ও উপস্থিত ছিলেন।

ছবিতে Saudi Fund for Development (SFD) - এর প্রতিনিধিদলকে মগবাজার-মৌচাক (সমন্বিত) ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজের বিভিন্ন অংশ সরেজমিনে পরিদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে।

নির্মাণাধীন মগবাজার-মৌচাক ফ্লাইওভারের একাংশ

নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় তৃতীয় শীতলক্ষ্যা সেতুর নক্শা প্রণয়ন সম্পন্ন

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারায়ণগঞ্জের অবদান ব্যাপক। শিল্প ও বাণিজ্য নগরী হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ নারায়ণগঞ্জ শহর তার জনসংখ্যা, অর্থনীতি ও শহরের পরিবৃদ্ধির জন্য ২০১১ সালে সিটি কর্পোরেশনে উন্নীত হয়। সদর ও বন্দর উপজেলার আংশিক অংশ নিয়ে প্রায় ৭২ বর্গ কি.মি. এলাকায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকা বিস্তৃত। প্রায় ১৪ লক্ষাধিক জনসংখ্যা অধ্যুষিত এই শহরকে শীতলক্ষ্যা নদী দ্বিখন্ডিত করেছে। ফলে প্রতিদিন প্রায় এক লক্ষ মানুষকে তাদের কর্মস্থল, ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে নৌকায় পারাপার হতে হয়। এই নদীতে প্রতিনিয়ত বড় নৌযান চলাচলের কারণে এসকল মানুষকে সবসময় ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। শহরের অভ্যন্তরে প্রবাহিত শীতলক্ষ্যা নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ এ কারণেই নগরবাসীর দীর্ঘদিনের একটি দাবী। এরূপ দৃশ্যপটে নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের অনুরোধে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর তার বাস্তবায়নাধীন উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প থেকে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাই ও প্রয়োজনীয় নকশা তৈরীর পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং প্রাথমিকভাবে সেতু নির্মাণের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন ইন্সটিটিউট অব ওয়াটার এন্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট-কে এবং পরবর্তীতে সেতুর নকশা প্রণয়নের জন্য জেপিজেড কনসালটেন্টস (বাংলাদেশ) লিমিটেড ও এনভায়রনমেন্ট কোয়ালিটি এন্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এর যৌথ উদ্যোগ-কে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিয়োগ দেয়। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে সেতুর নক্শা প্রণয়ন কাজ শেষ হয়েছে।

কুয়াকাটা পর্যটন উন্নয়ন মহাপরিকল্পনার অনুমোদন, গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন ও বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে এলজিইডি'র আওতাধীন 'উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ের ২২২টি পৌরসভার সঙ্গে কুয়াকাটা পর্যটন এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব এলজিইডি গ্রহণ করে। প্রায় ৮২.৫০ বর্গ কি.মি. এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ ২০১১ সালে সম্পন্ন হয়। মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের বিভিন্ন স্তরে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের অংশগ্রহণে একাধিক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়াও, খসড়া মহাপরিকল্পনা সংসদীয় স্থায়ী কমিটি, একাধিক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীগণ এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামনে উপস্থাপন করা হয় ও তাঁদের পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা গ্রহণ করা হয়। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রের জন্য প্রণীত মহাপরিকল্পনাটির অনুমোদন, গণ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ এবং গেজেট নোটিফিকেশন সম্পন্ন হয়েছে, যা কুয়াকাটা পর্যটন এলাকায় দীর্ঘ দিন স্থগিত থাকা উন্নয়ন কার্যক্রম পরিকল্পিত উপায়ে সম্পন্ন করার জন্য সকল প্রতিবন্ধকতাকে প্রাথমিকভাবে অপসারিত করেছে।

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে) প্রকল্প

ঢাকা শহরকে যানযটমুক্ত করার লক্ষ্যে এলজিইডি'র আওতায় "খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে)" শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে খিলগাঁও ফ্লাইওভারে একটি লুপ নির্মাণ (সায়োদাবাদ প্রান্তে) কাজ অক্টোবর ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ সময়ে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় ৭৪.৬৩ কোটি টাকা। লুপটি নির্মাণের পর বর্তমান ফ্লাইওভারের যানবাহন ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি সহ পূর্ণ সুবিধা পাওয়া যাবে, ঢাকা মহানগরীর খিলগাঁও রেল এবং রোড ইন্টারসেকশনের যানজট নিরসন হবে এবং প্রগতি সরনি ও ঢাকা শহরের পূর্বাঞ্চল (মাদারটেক, বাদামতলী, বাসাবো, সিপাহীবাগ) হতে আগত বিপুল সংখ্যক যানবাহন মতিঝিল/রাজারবাগে সরাসরি যাতায়াতে ফ্লাইওভারটি ব্যবহার করতে পারবে। ফ্লাইওভারটির লুপের মোট দৈর্ঘ্য ৬২০মিঃ। বর্তমানে নির্মাণ কাজের ভৌত অগ্রগতি ৮০%।

খিলগাঁও ফ্লাইওভারের লুপ নির্মাণ (সায়েদাবাদ প্রান্তে)।

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প

নগর উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচন

বর্তমান সময়ে নগর দারিদ্র প্রতিনিয়তই গ্রামীণ দারিদ্রের তুলনায় বেশী আলোচনায় আসছে কেননা পুশ বা পুল ফ্যাকটরের কারণে গ্রামীণ গরীব বা নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠী জীবিকার অন্বেষণে ব্যাপকহারে শহরমূখী হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশের জনসংখ্যার প্রায় ২৮ শতাংশ নগরে বসবাস করে যা ২০৩৫ সালে ৫০ শতাংশে উন্নীত হবে বলে ধারণা করা হয়। বর্তমানে নগরসমূহে প্রাপ্ত অবকাঠামো এবং সেবার সুযোগ ক্রমবর্ধমান নগর জনসংখ্যার তুলনায় খুবই অপ্রতুল বিধায় বিষয়টি গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। বিভিন্ন গবেষনায় বেরিয়ে এসেছে যে, দারিদ্রতা পরিমাপের একমাত্র আয় সংক্রান্ত নির্নায়ক ছাড়া বাকী সকল নির্নায়ক যেমন স্বাস্থ্য, পানি ও সেনিটেশন, নিউট্রিশন, শিক্ষা প্রভৃতির অবস্থা শহরে বসবাসরত গরীব বা নিম্নবিত্ত জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে খুবই করুণ। এই সকল ক্ষেত্রসমুহে উন্নতি বিধান করা ছাড়া বিদ্যমান নগর দারিদ্র হ্রাস করা সম্ভব নয়।

এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পটি নগর দারিদ্র সার্বিক বিমোচনের লক্ষ্যে ২০০৮ সাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রকল্পটির অধীনে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে অবকাঠামো ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গৃহীত এবং বাস্তবায়িত কার্যক্রম সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিচে প্রদান করা হয়েছে।

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬৯,৯৬০ মিটার ফুটপাত, ৭৫,০৯৭ মিটার ড্রেন ও পাশাপাশি ৮,৬০৩ মিটার ড্রেন স্লাব, ৫৪৫টি নলকুপ ও ৯৫৫টি প্লাটফরম, ৪টি পানি সংরক্ষণাগার, ৩৩টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন তৈরী করা হয়েছে। এছাড়া, ২৭টি বাড়ির উন্নয়ন সাধন বাড়ির ক্ষাতে ৩৭২ মিটার স্লোপ প্রোটেকশন, খাবার পানি সরবরাহের জন্য ৩,০৬৭ মিটার পাইপ স্থাপন ও ৫টি পানির পয়েন্ট স্থাপন করা হয়েছে এবং রাস্তা আলোকিত করণের জন্য ৭৪টি স্ট্রিট লাইট স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রায় ১,৫০,৫০০ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। এই উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কমিউনিটি, নগর দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প ও এলজিআই এর ভৌত ও আর্থিক সহযোগীতা সার্বিকভাবে ছিল। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পরীক্ষামুলকভাবে তিন পক্ষের আর্থিক অংশগ্রহণে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সফলতার সঙ্গে বাস্তবায়ন করা হয়।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৩,৪০২ জন তৈরী পোশাক, প্লামবিং, সেলস অপারেটর, কম্পিউটার অপারেটর, মোবাইল মেরামত ইত্যাদি ব্যবসায়ে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এই প্রশিক্ষণ প্রাইভেট-সেক্টর প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ৮০% প্রশিক্ষণার্থী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেয়েছে। সমস্ত প্রক্রিয়াটি সুচারুভাবে সম্পাদনের জন্য নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রাইভেট সেক্টর প্রতিষ্ঠানের সাথে মোট ১৪টি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এছাড়া, প্রকল্পটির মাধ্যমে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে কমিউনিটি ব্যংকিং-এর আওতায় মোট ৮৮,৩৬৬ জনের নিকট মোট ৫৭৬,০৫৪,৪৬৪ টাকা আদায়যোগ্য রয়েছে। পাশাপশি ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৬৫,৪৫৮,২৪৩ টাকা সঞ্চয় করেছে যা সদস্যদের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড শক্তিশালীকরণে অবদান রাখছে।

সক্ষমতা বৃদ্ধি

২০১৪-১৫ অর্থবছরে বিভিন্ন ক্ষেত্রসমূহে সক্ষমতাবৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় যেখানে সর্বমোট ৪,৩৩১ জন অংশগ্রহণ করেছেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন কমিউনিটিলিডার, এলজিআই প্রতিনিধি এবং প্রাইভেট সেক্টর প্রতিনিধি।

ইউএনডিপি কান্ট্রি ডিরেক্টর ও প্রকল্প পরিচালক কড়াইল বস্তি পরিদর্শন করছেন।

ইউপিপিআর প্রকল্পের অর্থায়নে নির্মিত মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে রোগীকে সেবা দিচ্ছেন ডাক্তার

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প

দেশের ৩৫টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নতিকরণ ও নগর সুপরিচালনের লক্ষ্যে ২০০৯ সালে বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও জিআইজেড এর আর্থিক সহায়তায় দ্বিতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (UGIIP-II) প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সফল সমাপ্তির পর ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটির ৩য় পর্যায়ের কাজ শেষ হয়। উল্লেখ্য প্রকল্পের ৩য় পর্যায়ে দেশের আরও ১৬টি পৌরসভাকে এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার ফলে মোট ৪৭টি পৌরসভা এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রকল্পটি অবকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে নগর যাতায়াত ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও অন্যান্য ফ্যাসিলিটিজ, বস্তি বাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কাজ করেছে। এছাড়া নগর সুপরিচালন ও দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণবৃদ্ধি, সিটিজেন চার্টার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন, দরিদ্র নগরবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম, বস্তি উন্নয়ন কমিটি, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি, সিবিও গঠনের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে।

প্রায় ১২৪৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পটি ৬ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে, যার উৎসভিত্তিক আর্থিক অংশের পরিমাণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২৮৫.৯৬ কোটি, এডিবি ৬৫৭.৮৩ কোটি, কেএফডব্লিউ ২৪০.৯৩ কোটি এবং জিআইজেড ৬৩.২৬ কোটি টাকা।

প্রকল্পটির উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্পর্কিত তথ্যাদি নিম্নরূপ

- হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ অভূতপূর্ব অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ৫৯.৪০%।

- ৪৭টি পৌরসভায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ ৪৫,৩৩,৮০,৮৯২.০০ টাকা এবং নন ট্যাক্স বাবদ আদায়ের পরিমাণ ১০৪,৫৮,৪৮,১৫৫.০০ টাকা।

- প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে ১৫টি প্যাকেজে সকল কাজ ২৫৪ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে। প্যাকেজের আওতায় ৪২৫.৬৪ কিঃ মিঃ রাস্তা, ২৬৮.০০ মিঃ ব্রিজ/কালভার্ট, ১৩.৬৫ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ, ২টি নলকুপ স্থাপন, ৪.৬৪ কিঃমিঃ পাইপ লাইন স্থাপন, ২টি কমিউনিটি সেন্টার স্থাপন, ১টি মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নির্মাণ, ৪.৩৬৫ কিঃমিঃ রোড ডিভাইডার ও স্ট্রিট লাইট স্থাপন এবং ৪টি পৌর ল্যান্ড স্কেপিং এর কাজ বাস্তবায়িত হয়।

- প্রকল্পভুক্ত পৌরসভায় ৩৬টি হাইড্রলিক বীম লিফটার, ৮টি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার ও ২৮টি এস্কাভেটর প্রদান করা হয়।

- জুন ২০১৫ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়েছে।

অন্যান্য অর্জন

৪৭ টি পৌরসভায় টিএলসিসি এবং ডব্লিউএলসিসি গঠন করে কার্যক্রম পরিচালনার পাশপাশি সিটিজেন চার্টার, সিআরসির প্রবর্তন এবং অভিযোগ কেন্দ্র গঠন করা প্রকল্পের একটি অনন্য উদ্যোগ।

বর্ণিত বিভিন্ন কর্মকান্ডসমূহ নগর সুপরিচালনে দৃষ্টান্তমূলক প্রচেষ্টা, যা পৌরসভার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও অংশগ্রহণসহ পৌরসভাকে সেবা প্রদানে দক্ষ করে গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছে।

প্রকল্পটির বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, পৌরসভার নিজস্ব পর্যাপ্ত তহবিল থাকলে- UGIIP-2 এর সুশাসন ও দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভাকে একটি শক্তিশালী, সেবা প্রদানকারী ও জবাবদিহিমূলক এবং নগর সুপরিচালনে দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব।

উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার যৌথ রিভিউ মিশন ইউজিআইআইপি-২ এর মাঠ পর্যায় কার্যক্রমের অগ্রগতি পরিদর্শনকালে ২০ অক্টোবর ২০১৪ তারিখে খাগড়াছড়ি পৌরসভাতে এক মত বিনিময় সভায় মিলিত হয়। খাগড়াছড়ি পৌরসভার মেয়র জনাব রফিকুল আলম সভায় সভাপতিত্ব করেন। অন্যান্যদের মধ্যে ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ, এডিবির সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার (নগর) জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন।

কেএফডব্লিউ ফ্রাংকফুর্ট দপ্তরের এক্সটারনাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইজার জনাব আলেকজান্ড্রা স্পারনল এর নেতৃত্বে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কেএফডব্লিউ এর চূড়ান্ত পরিদর্শন মিশন ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্পভুক্ত ময়মনসিংহ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ ২৭ জুন ২০১৫ তারিখে সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। এসময়ে তার সাথে ছিলেন জনাব হাবিবুর রহমান,সিনিয়র সেক্টর স্পেশালিস্ট, হেল্থ এন্ড গভার্ন্যান্স, কেএফডব্লিউ, জনাব এ, কে, এম রেজাউল ইসলাম, উপ- প্রকল্প পরিচালক, ইউজিআইআইপি-২, ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়রসহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ।

পাটগ্রাম পৌরসভায় নির্মিত নতুন বাস টার্মিনাল, লালমনিরহাট

শ্রীমঙ্গল পৌরসভায় নব নির্মিত অডিটোরিয়াম, মৌলভীবাজার

ব্রীজ নির্মাণ, কুড়িগ্রাম

রোড ডিভাইডার, সড়ক বাতি, কুড়িগ্রাম

পৌর পার্কের অভ্যন্তরে নির্মিত লেক, বরগুনা

সিসি রোড, কলাপাড়া, পটুয়াখালী

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প-৩

দেশের ৩১টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নতিকরণ ও নগর সুপরিচালনের লক্ষ্যে জুন ২০১৪ তে বাংলাদেশ সরকার, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক, ও ওএফআইডি এর আর্থিক সহায়তায় তৃতীয় নগর পরিচালন এবং অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প (UGIIP-III) এর কাজ শুরু হয়। ২৬০০.৪০ কোটি টাকা আনুমানিক ব্যয় সম্বলিত এ প্রকল্পটি ৬ বছর মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মধ্যে অংশভিত্তিক প্রদেয় অর্থের পরিমাণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৭১১.৭৮ কোটি, এডিবি ১৫৬০ কোটি, ওএফআইডি ৩১২ কোটি এবং পৌরসভা ১৬.৭০ কোটি টাকা।

নগর যাতায়াত ব্যবস্থা, ড্রেনেজ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট ও অন্যান্য সুবিধাদি অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বস্তিবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রকল্পটি কাজ করছে। এছাড়া নগর সুপরিচালন ও দক্ষতাবৃদ্ধির ক্ষেত্রে, নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণবৃদ্ধি, সিটিজেন চার্টার, নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা, নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন, দরিদ্র নগরবাসীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কার্যক্রম, বস্তি উন্নয়ন কমিটি, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি গঠনের মাধ্যমে পৌরবাসীর জীবনমান উন্নয়নে কাজ করছে। এসকল কাজ বাস্তবায়নের নিমিত্তে নিচে বর্ণিত সাতটি অংগের মাধ্যমে প্রকল্পের কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছেঃ

১। নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ

২। নগর পরিকল্পনা

৩। নারী ও শহুরে দরিদ্র্য জনগোষ্ঠীর সমতা ও অন্তভুক্তিকরণ

৪। স্থানীয় সম্পদ আহরণ বৃদ্ধি

৫। আর্থিক ব্যবস্থাপনা, দায়বদ্ধতা ও স্থায়ীত্বশীলতা

৬। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা

৭। পৌরসভার প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ সচল রাখা

অগ্রগতিঃ

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত সময়ে হোল্ডিং ট্যাক্স এবং নন ট্যাক্স আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ২৭১,৩০৩,৯৩৮.০০ টাকা এবং ৬১৫,১৭৮,৪৫৯.০০ টাকা।

- হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের ক্ষেত্রে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহ আশানুরুপ অগ্রগতি সাধন করেছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার ৫৩.০৫%।

- ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পের ৮টি প্যাকেজের আওতায় ১১ কোটি টাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়িত হয়। এ কাজের মধ্যে রয়েছে ৯.৩ কিঃমিঃ ড্রেন নির্মাণ ও ৬ কিঃমিঃ রাস্তা উন্নয়ন।

- নগর পরিচালন কর্মসূচি (ইউজিআইএপি) বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহকে সহায়তা প্রদানের জন্য জন্য প্রয়োজনীয় জনবল ও পরামর্শক নিয়োগ এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। ইউজিআইএপি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিআইসিডির আয়োজনে এক ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

- জেন্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে জিএপি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য ৪টি অঞ্চলে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার কর্মকর্তা ও মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ছবিতে ২২ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে এলজিইডি সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্প- ইউজিআইআইপি-৩'র ওরিয়েন্টেশন কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব, জনাব আব্দুল মালেক। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (নগর ব্যবস্থাপনা), মিঃ অশোক মাধব রায়। সভাপতিত্ব করেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী। এছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলী, খালেদা আহসান, এডিবি ম্যানিলা দফতরের প্রিন্সিপ্যাল আরবান ডেভেলপমেন্ট স্পেশালিস্ট, নরিও সাইটো ও ইউজিআইআইপি-৩'র প্রকল্প পরিচালক, মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ।

৯ জুন ২০১৫ তারিখে এলজিইডি আঞ্চলিক কার্যালয়, ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইউজিআইআইপি-৩'র জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (জিএপি) প্রস্তুতকরণ ও বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ নূরুল্লাহ্। মঞ্চে উপবিষ্ট তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) মোঃ খলিলুর রহমান, ইউজিআইআইপি-৩'র প্রকল্প পরিচালক মোঃ শফিকুল ইসলাম আকন্দ। বক্তব্যরত সিনিয়র জিডিপিএ স্পেশালিস্ট সুরাইয়া জেবিন।

অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীয়মান যে, পৌরসভাকে একটি শক্তিশালী, সেবা প্রদানকারী ও জবাবদিহিমূলক এবং নগর সুপরিচালনে দক্ষ ও কার্যকর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্প

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের নরসুন্দা নদী পুনঃখননের কাজ ডিসেম্বর ২০১২ তে শুরু হয়। বর্তমানে নদী পুনঃখননের কাজ সমাপ্তপ্রায়। ৪টি দৃষ্টি নন্দন ব্রিজের কাজ ও ৩টি ব্রিজ প্রশস্তকরণ কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের অঙ্গসমূহের মধ্যে আছে নদী পুনঃখনন, দৃষ্টিনন্দন ব্রিজ নির্মাণ এবং নদীর পাড়ে রাস্তা, ফুটপাথ, পার্ক ও ঘাট নির্মাণ। প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, পরিবেশ উন্নয়ন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন হবে এবং জনগণের জন্য বিনোদনের ক্ষেত্র সৃষ্টির পাশাপাশি শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ঘটবে। প্রকল্পটি আগামী জুন ২০১৬ তে সমাপ্ত হবে।

নরসুন্দা নদী পুনর্বাসন ও কিশোরগঞ্জ পৌরসভা সংলগ্ন এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নির্মিত সেতু

রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্প

রংপুর জেলার শ্যামা সুন্দরী খাল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যমান শ্যামা সুন্দরী খালের ৭.৯৩২ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য বরাবর Slope Protection কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও ৭.৯৩২ কিঃমিঃ ফুটপাথ/ওয়াকওয়ে নির্মাণ ও ২০টি সিট বেঞ্চ নির্মিত হয়েছে। খালের ৪টি অবস্থানে ১২.০৫ মিঃ, ২০.৫০ মিঃ, ১২.০৫ মিঃ ও ১২.০৫ মিঃ দৈর্ঘ্যের ৪টি নতুন ব্রীজের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে। আরও দুটি পুরাতন ব্রীজের পুনঃনির্মাণ/সংস্কার কাজ শেষ হয়েছে। এছাড়া ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় ৯০মিঃ বক্স কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। প্রায় ১৫.০০ কিঃ মিঃ খাল পুনঃখননের কাজও সম্পাদিত হয়েছে।

খাল পুনঃখননের মাধ্যমে রংপুর শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও পরিবেশ দূষণ হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। খালের দুই পার্শ্বে ফুটপাত নির্মাণের মাধ্যমে নগরবাসীর নাগরিক এবং চিত্তবিনোদন সুবিধাদি বৃদ্ধি পাচ্ছে, জলাবদ্ধতা নিরসনের মাধ্যমে পৌর জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, ফুটপাত নির্মাণ ও খালের পুনঃখননের মাধ্যমে খালের জমির অবৈধ দখল রোধ করা, ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে পৌর এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে কর্ম সংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

শ্যামা সুন্দরী খালের উপর নির্মিত ব্রিজ

শ্যামা সুন্দরী খালের পাশে Slope Protection ও ফুটপাথ নির্মাণ

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকার, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB), কেএফডব্লিউ (KfW) এবং সুইডিস সিডা (Sida) এর যৌথ অর্থায়নে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পটি (CRDP) ২০১১ সালের জুলাই মাস থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ঢাকা নগর অঞ্চলের ৪টি সিটি কর্পোরেশন, ৮টি পৌরসভা ও ১২টি শহরকেন্দ্র এবং খুলনা নগর অঞ্চলের ১টি সিটি কর্পোরেশন, ৪টি পৌরসভা ও ২৪টি শহরকেন্দ্র নিয়ে এই প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা গঠিত। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হলো কার্যকর আঞ্চলিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ঢাকা ও খুলনা নগর অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা বাড়ানো এবং পরিবেশের টেকসই উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের আওতায় নগর অবকাঠামো সমূহের উন্নয়ন (Development of Urban Infrastructure), নগর পরিকল্পনা উন্নয়ন (Improvement of Urban Planning) এবং পৌর ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী ও সামর্থ্য বৃদ্ধি করা (Strengthening of Munucipal Management and Capacity) এই ৩টি উপাংশ/কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে এবং বেশ কয়েকটি উপ-প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটির বিপরীতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (ADP) প্রদত্ত ২৬০ কোটি টাকা বরাদ্দের মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ও প্রকল্প সাহায্যের অর্থের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬০ কোটি টাকা এবং ২০০ কোটি টাকা। বরাদ্দের সমূদয় অর্থ ব্যয়ের মাধ্যমে শতভাগ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০১৪ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের জন্য এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) সিআরডিপিকে সেরা প্রকল্পের স্বীকৃতি দেয় এবং প্রকল্প টিমকে পুরষ্কৃত করে।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ/কর্মশালা, বৈদেশিক মিশন ও উল্লেখযোগ্য সাফল্যঃ

(ক) প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

সেফগার্ড ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা

কাজের গুণগত মান রক্ষা এবং চলমান কাজে নিরাপত্তা ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয় নিশ্চিত করার জন্য নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় তিনটি ব্যাচে প্রকল্পভুক্ত ১২টি পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, সচিব, নগর পরিকল্পনাবিদ, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা, উপ-সহকারী প্রকৌশলী, সার্ভেয়ার, কার্যসহকারী এবং সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও ঠিকাদার কর্তৃক নিয়োজিত মাঠ প্রকৌশলীগণকে "সেফগার্ড ও মান নিয়ন্ত্রণ" শীর্ষক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। দিনব্যাপী এসকল প্রশিক্ষণে অবকাঠামোর মান নিয়ন্ত্রণ, সেফগার্ড পরিবীক্ষণ কৌশল এবং কাজ চলাকালীন সময়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের বিশদ ধারণা দেয়া হয়।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) আওতায় যশোরে অনুষ্ঠিত Safeguards and Quality Control শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় উপস্থিত যশোর পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ মারুফুল ইসলাম, নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ।

জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১২ মে ২০১৫ তারিখে যশোরে অবস্থিত এলজিইডি'র আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের খুলনা অঞ্চলের যশোর, ঝিকরগাছা, নওয়াপাড়া ও মোংলাপোর্ট পৌরসভার নারী কাউন্সিলর, সচিব ও বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তাদের জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। যশোর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোশারফ হোসেন প্রধান অতিথি হিসেবে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন। প্রশিক্ষণে জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়, জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান বাস্তবায়ন এবং নারী কাউন্সিলরদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা দেয়া হয়।

এলজিইডি'র যশোর অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আয়োজনে জেন্ডার বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন।

খ) মিশন

যৌথ রিভিউ মিশন

১৩ থেকে ১৯ নভেম্বর ২০১৪ সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডা এর যৌথ রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সিনিয়র প্রজেক্ট অফিসার এলমা মোর্শেদা মিশন প্রধান হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং পরবর্তী করণীয় বিষয়ে পদক্ষেপ সম্পর্কে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে। রিভিউ মিশন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীসহ প্রকল্পের কর্মকর্তা এবং পরামর্শকগণের সাথে বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে এবং খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও মোংলা বন্দর পৌরসভার কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

যৌথ রিভিউ মিশন এবং সিআরডিপির কর্মকর্তাবৃন্দ খুলনা সিটি কর্পোরেশনে সিআরডিপির আওতায় বাস্তবায়নাধীন কাজ পরিদর্শন করে

কেএফডব্লিউ মিশন

৭ ডিসেম্বর, ২০১৪ ইং তারিখে কেএফডব্লিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনে গৃহীত উপ-প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করে। কাজে অগ্রগতি ও গুণগত মানে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে। পরে খুলনা নগর ভবনে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে মিশন প্রতিনিধি, প্রকল্প ও সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে একটি ত্রিপক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কাজের অগ্রগতি, মান এবং উদ্ভূত সমস্যা ও সমস্যা সমাধানের উপর বিস্তারিত আলোচনা হয়। কেএফডব্লিউ এর প্রতিনিধি মিঃ জোহানস স্কল, মিঃ পিটার রনি, মিঃ মেহেদি আহসান এবং নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আহসান হাবিবসহ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা এবং প্রকল্পের পরামর্শকবৃন্দ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

ছবিতে নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম সম্পর্কে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বক্তব্য প্রদান করছেন।

মিডটার্ম রিভিউ মিশন

১৫ থেকে ২৩ এপ্রিল ২০১৫ সময়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মিডটার্ম রিভিউ মিশন নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যালোচনা ও পর্যবেক্ষণ করে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের জ্যেষ্ঠ প্রকল্প কর্মকর্তা (নগর অবকাঠামো) এলমা মোর্শেদার নেতৃত্বে এডিবি'র কর্মকর্তা জনাব জাবেদ হোসেন ও পরামর্শক রিনা সেন গুপ্তা উক্ত মিশনের সদস্য ছিলেন। প্রকল্পের যৌথ অর্থযোগানদাতা অন্য দুই সংস্থা কেএফডব্লিউ ও সুইডিস সিডার প্রতিনিধিবৃন্দও মিশনে অংশ নেন। মিশন সদস্যরা এলজিইডি, ডিপিএইচই, রাজউক ও প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। মিশন গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সিআরডিপি'র অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করে। ২৩ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আব্দুল মালেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যাপ-আপ সভা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাস্তবায়নাধীন ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভি এবং মিশন প্রতিনিধিবৃন্দ।

গ) উল্লেখযোগ্য সাফল্য

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) কর্তৃক পুরস্কৃত

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ২০১৪ সালে প্রকল্প বাস্তবায়নে কৃতিত্বের জন্য ৪টি প্রকল্পকে সেরা প্রকল্প হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং প্রকল্প টিমকে পুরস্কৃত করেছে। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পটি পুরস্কারপ্রাপ্ত এরূপ ৪টি প্রকল্পের একটি। প্রকল্প বাস্তবায়নে সুশাসনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যান্য বেশকিছু সুনির্দিষ্ট মানদন্ডের যথা প্রকল্প দলের দক্ষতা, সততা, ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, প্রকল্পের অগ্রগতি, লক্ষ্য অর্জন, উদ্ভাবনী ক্ষমতা, দক্ষ নেতৃত্ব ইত্যাদির ভিত্তিতে এডিবি এরূপ সেরা প্রকল্প নির্বাচন করে। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং এডিবি'র কান্ট্রি ডিরেক্টর প্রকল্প দলকে পুরস্কৃত করেন।

এডিবির ২০১৪ সালের সেরা প্রকল্প দলের পুরস্কার হাতে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ

ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান হালনাগাদ করে ঢাকা স্ট্রাকচারাল প্ল্যান প্রণীত

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) কর্তৃক প্রণীত ১৯৯৫-২০১৫ মেয়াদের ঢাকা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান বা ডিএমডিপি আগামী ২০১৬-৩৫ মেয়াদে হাল নাগাদ করে ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যান তৈরী করা হয়েছে। এলজিইডি'র নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) সহায়তায় এই উপ-প্রকল্পের জন্য নিয়োজিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ঢাকা স্ট্রাকচার প্ল্যানের চূড়ান্ত খসড়া প্রণয়ন ও রাজউকের কাছে হস্তান্তর করেছে। এই খসড়া পরিকল্পনার ওপর জাতীয় পর্যায়ে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া এ নিয়ে কারিগরি ব্যবস্থাপনা কমিটির (টিএমসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। টিএমসি'র মন্তব্যসহ খসড়া চূড়ান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে রাজউক খসড়া এই প্রতিবেদনের ওপর গণশুনানীর প্রজ্ঞাপন জারীর জন্যেও অনুরোধ জানিয়েছে মন্ত্রণালয়কে। গণশুনানীতে প্রাপ্ত মন্তব্য এবং টিএমসি'র মন্তব্য বিবেচনায় নিয়ে ঢাকা স্ট্রাকচারাল প্ল্যান চূড়ান্ত করা হবে। উল্লেখ্য, এই উপ-প্রকল্পের আওতায় ঢাকা মহানগরে একটি উপ-শহরের সম্ভাব্যতাও যাচাই করা হয়।

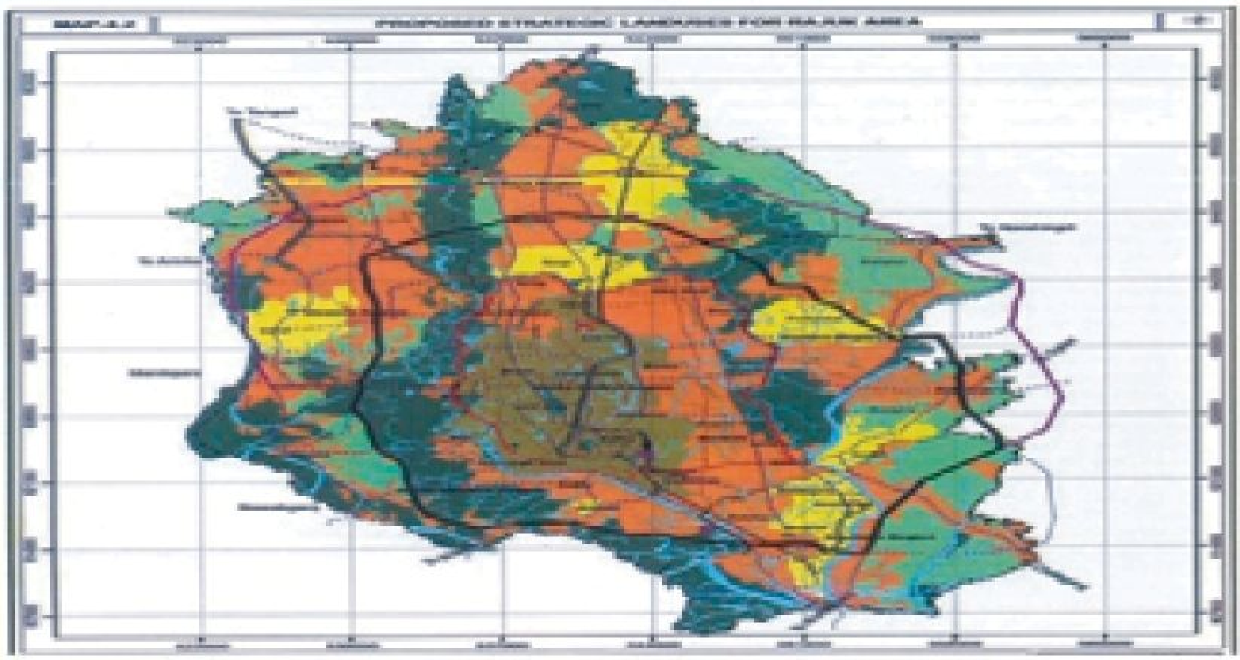

ঢাকা মহানগরীর প্রস্তাবিত ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা

সৌরবিদ্যুৎ এর আলোয় গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের ২৬টি ওয়ার্ড আলোকিত

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের টঙ্গী, গাছা ও পূবাইল এলাকার ২৬টি ওয়ার্ড আলোকিত হলো সৌরবিদ্যুৎ চালিত সড়ক বাতি স্থাপনের মাধ্যমে। নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের (সিআরডিপি) আওতায় ১১৪ কিঃমিঃ সড়কে খুঁটিসহ তিন হাজারেরও বেশি সৌরশক্তির বাতি ওয়ার্ডগুলোর বিভিন্ন সড়কে স্থাপন করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এসব এলাকার কোথাও কোথাও পর্যাপ্ত এবং কোথাও একেবারেই সড়ক বাতি ছিলো না। পরিবেশ বান্ধব এই বাতি এলাকার অন্ধকার দূর করার পাশাপাশি দেশের বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণেও অবদান রাখছে। সন্ধ্যার পর আলো থাকায় স্থানীয় ব্যবসায়ীরা এখন অধিক সময় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারছে, যা এই এলাকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। এছাড়া এই বাতির কারণে রাতের বেলা সংঘটিত অপরাধমূলক কাজ অনেক কমে যাওয়ায় এলাকাবাসী সন্তুষ্ট।

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় সৌরবিদ্যুৎ চালিত সড়ক বাতি

নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্পের অধীন বাস্তবায়িত কিছু পূর্তকাজের আলোকচিত্র

খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় রূপসা নদীর পাশে রিভার ফ্রন্ট সড়ক

খুলনা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মিত মতিয়াখালী ড্রেন

গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় নির্মাণাধীন ড্রেন

নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের ১৪টি জেলার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র হ্রাসকরণের লক্ষ্যে নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (নবিদেপ) কাজ করছে। 'জাইকা' সাহায্যপুষ্ট 'নবিদেপ' প্রকল্পের আওতায় ১৮টি পৌরসভায় মোট ৪৭.৫৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬৯.৩২ কিলোমিটার সড়ক উন্নয়ন ও পুনর্বাসন এবং ১.০৫ কিলোমিটার ড্রেন নির্মাণ কাজ ২০১৪-১৫ অর্থবৎসরে শুরু হয়েছে। এরূপ সম্পূর্ণ অর্থ 'জাইকা' বহন করবে। Hifab International AB (Sweden), IIC Net Japan (JV), BCL, Kranti Association Ltd Ges IRPMC এর যৌথ উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান প্রকল্প বাস্তবায়নে Design Supervision & Monitoring Consultants হিসাবে কাজ করছে। এছাড়া নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP) বাস্তবায়নে সহায়তার জন্য Governance Improvement Capacity Development (GICD) Consultants নিয়োগ করা হয়েছে, যারা সংশ্লিষ্ট ১৮টি পৌরসভাকে Pouroshava Development Plan (PDP) প্রণয়নে সহায়তা করছে।

১৮টি পৌরসভার স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে e-GP এর মাধ্যমে দরপত্র প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। স্কীমসমূহ আগামী জুন ২০১৬ এর মধ্যে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়। স্কীমসমূহ বাস্তবায়নের পর পৌরসভার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটবে এবং প্রতিটি পৌরসভা আধুনিক নগর হিসাবে গড়ে উঠবে। 'নবিদেপ' প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ১০০২ জন প্রশিক্ষণার্থীকে ১৯টি ব্যাচে মোট ৩৫১৩ প্রশিক্ষণ দিবস প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে ব্যয় হয়েছে ৮৪.৫০ লক্ষ টাকা।

পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন ও পরিচালন ব্যবস্থার মূল্যায়নের জন্য Benefit Monitoring & Evaluation (BME) Consultants নিয়োগ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত পরামর্শকগণ প্রথম পর্যায়ের মূল্যায়ন কাজ সমাপ্ত করেছে।

৩ মে ২০১৫ তারিখে নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় UGIAP Phase-1 এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অবহিতকরণ সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প

প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ঢাকা শহরের বিশাল অধিবাসীদেরকে শহর পরিস্কার করণ, ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ এবং ব্যবস্থাপনাসহ অনেক নাগরিক সুবিধাই সিটি কর্পোরেশনকে প্রদান করতে হয়। এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে এক বিশাল কর্মী বাহিনী যার কর্মী সংখ্যা ৭১৫৬ জন। কাজের প্রকৃতির কারণে তাদেরকে কর্মস্থলের কাছাকাছি থাকা একটি আবশ্যকীয় প্রয়োজন। এই বিশাল পরিচ্ছন্নতা কর্মী সদস্যদের মধ্যে মাত্র ২৯৮০ জনের জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এ পর্যন্ত আবাসন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়েছে। ফলে এরূপ অধিকাংশ কর্মীকেই নগরীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ১৪টি কলোনীতে এক অস্বাস্থ্যকর এবং অমানবিক অবস্থায় বাস করতে হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের লক্ষ্যে প্রতিটি ১০ তলা বিশিষ্ট মোট ১৩টি ভবন নির্মাণকল্পে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক "ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের দয়াগঞ্জ,ধলপুর ও সূত্রাপুর ক্লিনার্স কলোনী নির্মাণ শীর্ষক" একটি প্রকল্প ১২ মে ২০০৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে নির্মাণ ত্রুটির কারণে ১টি ভবন ধ্বসে পড়লে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন স্থগিত হয়ে যায়। পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের প্রকট আবাসন সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ইতোপূর্বে নির্মিত ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো ভেঙ্গে সেখানে নতুন ভবন নির্মাণের জন্য একনেক ২৪ জুলাই ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত এক সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং সিটি কর্পোরেশনের পরিবর্তে এলজিইডিকে ভবনগুলি নির্মাণ দায়িত্ব প্রদান করে এবং প্রকল্পের ডিপিপি ১ অক্টোবর ২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদন প্রদান করে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পর নাগরিক সুবিধাবঞ্চিত ১১৪৮টি পরিচ্ছন্নতা কর্মী পরিবার আধুনিক ও যুগোপযোগী আবাসন সুবিধা পাবে। এতে তাদের আবাসিক সংকট লাঘব হবে এবং তারা আরও উন্নত সেবা প্রদানে উৎসাহী হবে - ঢাকা মহানগীরর পরিবেশ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।

১৯০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পটি জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পের সমুদয় ব্যয়ভার বাংলাদেশ সরকার থেকে নির্বাহ করা হবে। প্রত্যেকটি ১০ তলা বিশিষ্ট ১৩টি ভবনের মাধ্যমে মোট ১১৪৮টি ফ্লাট নির্মাণ করা হবে (দয়াগঞ্জ ৫টি, ধলপুর ৫টি ও সুত্রাপুর ৩টি ভবন)। ৪৭২ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট প্রতিটি ফ্লাটে ১টি বেড রুম, ১টি কমন রুম, ১টি কিচেন, ১টি বাথরুম এবং ১টি বারান্দা থাকবে। প্রতিটি ভবনে থাকবে লিফট, ফায়ার ফাইটিং, সার্বক্ষনিক বিদ্যুতের জন্য জেনারেটর রুম এবং সাব-ষ্টেশন এর ব্যবস্থা।

জুন ২০১৫ পর্যন্ত এলজিইডি সিটি কর্পোরেশন থেকে মাত্র ৪টি ভবন বুঝে পেয়েছে। পুরতান এই ৪টি ভবনই ইতিমধ্যে ভেঙ্গে ফেলে সেখানে ২টি প্যাকেজে ৪টি নতুন ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। অবশিষ্ট ভবনগুলির দখল বুঝে পাবার পরই সেখানে নতুন ভবন নির্মাণকল্পে এলজিইডি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিবাস ভবনের প্রস্তাবিত নকশার সম্মুখ দৃশ্য

প্রস্তাবিত ভবনের ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য

ভবনের প্রস্তাবিত নকশার অভ্যন্তরীণ কিছু দৃশ্য

উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প

সামাজিক উন্নয়নের আওতায় দরিদ্র জনগণের দারিদ্রতা হ্রাসকরণ ও শহরবাসীর জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা এবং স্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনজনিত সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় বরিশাল বিভাগের ৪টি জেলার মোট ৮টি শহর (আমতলী, গলাচিপা, পিরোজপুর, মঠবাড়িয়া, বরগুনা, দৌলতখান, কলাপাড়া ও ভোলা) নিয়ে "উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন শুরু হয় জানুয়ারী ২০১৪ সালে। জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু মিউনিসিপাল অবকাঠামো সমুহের উন্নয়ন, পৌরসভার প্রাতিষ্ঠানিক সামর্থ্য ও মিউনিসিপাল পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও কমিউনিটি উন্নয়ন এই তিনটি বিষয় প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হিসাবে চিহ্নিত। প্রকল্পভুক্ত প্রতিটি শহরে অবকাঠামো উন্নয়ন দু'টি পর্বে গৃহীত হবে। প্রথম পর্বের অগ্রগতি ও সাফল্যের উপর ভিত্তি করে দ্বিতীয় পর্বের উন্নয়ন কার্যক্রম গৃহীত হবে। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের মধ্যে ড্রেনেজ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, দুর্যোগকালীন জরুরী প্রবেশ রাস্তা, সেতু ও কালভার্ট এবং কঠিনবর্জ্য ব্যবস্থাপনা অন্যতম।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য তিনটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে ইতিমধ্যে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে তারা কার্যক্রম শুরু করেছে। বর্তমানে প্রকল্পটির আওতায় ৪টি পৌরসভায় ৭টি সাইক্লোন শেল্টার ও ১০.৩০ কিঃমি রাস্তার নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং আরো ৫টি সাইক্লোন শেল্টার শুরু হতে যাচ্ছে। অবকাঠামো ডিজাইনে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিষয়গুলিকে বিবেচনা করা হয়েছে। পূর্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নে ই-জিপি অনুসরিত হওয়ায় প্রকল্পে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে।

মঠবাড়িয়া পৌরসভার মেয়রসহ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবুল বাশার মঠবাড়িয়ার ড্রেইনেজ অবস্থা পরিদর্শন করছেন।

৭ মে ২০১৫ তারিখে উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প এবং RETA 8589- Supporting the Operationalization of Community-Driven Development in developing Member Countries, ADB, Manila এর যৌথ উদ্যোগে উপকূলীয় অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণুতা ও দুর্যোগ প্রস্তুতি শক্তিশালী করণের উদ্দেশ্যে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর উন্নয়নশীল সদস্য দেশসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের উপর এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। Community based Approachmsµvš Í South-South Learning Experience বিনিময়ের মাধ্যমে সিটিইআইপি ও এলজিইডি'র অন্য প্রকল্পের Community Based Features গুলি আরও শক্তিশালী করণ এ ওয়ার্কশপের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। ওয়ার্কশপে এডিবি এবং KC-NCDDP Department of Social Welfare & Development, Philippines এর প্রতিনিধিবৃন্দ,পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও প্রকৌশলীবৃন্দ, এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালকগণ ও পরামর্শক সহসরকারী, বেসরকারী, স্বায়ত্বশাসিত এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী মহোদয় আন্তর্জাতিক ওয়ার্কশপ RETA 8589- CDD কর্মশালায় সভাপতির বক্তব্য প্রদান করছেন।

নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অর্জন

পরিচালন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অকাঠামো উন্নতিকরণ কর্মসূচির (UGIIP-II) আওতায় ৩৫ টি পৌরসভায় এবং তৃতীয় নগর পরিচালন ও অকাঠামো উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIIP-III) আওতায় ৩১ টি পৌরসভায় পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" (UGIAP) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (NOBIDEP) এর আওতায় ১৮ টি পৌরসভায় এবং সিটি গভার্নেন্স প্রজেক্টের (CGP) আওতায় ৫ টি সিটি কর্পোরেশনে পরিচালন ব্যবস্থাপনা উন্নয়নের জন্য "সমন্বিত নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি" (UGIAP) গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন-২০০৯ অনুসরণে ৬ টি সুনিদিষ্ট কর্মক্ষেত্রে ২১ টি কর্মকান্ডের (Activities) মাধ্যমে ১১৬ টি সুনির্দিষ্ট করণীয় (Task) নিয়ে ''নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচী" প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা পর্যায়ে জনপ্রতিনিধিসহ পৌরসভায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ UGIAP বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তর থেকে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহের জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মাধ্যমে UGIAP বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নিম্নলিখিত ৬ টি সুনিদিষ্ট ক্ষেত্রে কর্মতৎপরতা ও করণীয় নির্ধারণের মাধ্যমে নগর পরিচালন ও উন্নতিকরণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়। এ কর্মসুচির মাধ্যমে পৌরসভায় অণুসৃত নাগরিক সনদ, সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড, (Mass) মাস্-কমিউনিকেশন সেল, অভিযোগ নিস্পত্তি কেন্দ্র, ইত্যাদি পৌরসভার পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়নে নব যুগের সুচনা করেছে।

১) নাগরিক সচেতনতা ও অংশগ্রহণ
২) নগর পরিকল্পনা
৩) নারী অংশগ্রহণ
৪) নগর দারিদ্র বিমোচন
৫) আর্থিক দায়বদ্ধতা ও স্থায়ীত্বশীলতা
৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা ও ই-গর্ভন্যান্স

দক্ষতাবৃদ্ধি

পৌরসভায় কর্মরত জনবলসহ নির্বাচিত জন প্রতিনিধিদের দক্ষতাবৃদ্ধির জন্য বিশ্ব ব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত মিউনিসিপ্যাল সহায়তা ইউনিট (MSU) ও নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট (UMSU) এর মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় এবং বর্তমানে এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে ১৪ টি অঞ্চলে ১৭৬ টি পৌরসভা ও ৭ টি সিটি কর্পোরেশনে "মিউনিসিপ্যাল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং" এর এ কার্যক্রম চালু আছে। তাছাড়া এমজিএসপি প্রকল্পের আওতায় আরও ১৪৫টি পৌরসভাকে এই কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি কার্যক্রম শুরু হবে। সহজে, স্বল্প সময়ে উন্নত ও মানসম্পন্ন নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে গঠিত MSU-UMSU বর্তমানে এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ১৪ টি অঞ্চলে নির্বাহী প্রকৌশলী সমমর্যাদার উপ-পরিচালকের তত্ত্বাবধানে ১৪ টি অঞ্চলিক অফিস রয়েছে, যার মাধ্যমে অঞ্চলসমূহের পৌরসভাসমূহকে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। দক্ষতাবৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহের বিবরণ নিচে প্রদান করা হয়েছে

কম্পিউটারাইজেশন

(ক) পৌরকর শাখার কম্পিউটারায়ন ও পৌরকরের উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
(খ) পৌর পানি শাখার কম্পিউটারায়ন ও পানি শাখার উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
(গ) ট্রেড লাইসেন্স কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা;
(ঘ) হিসাব শাখার কম্পিউটারায়ন ও হিসাব শাখার উন্নততর প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;
(ঙ) অযান্ত্রিক যানবাহনের ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটারায়ন ও এর উন্নততর রেকর্ড ব্যবস্থাপনা (পাইলট ভিত্তিতে)।

পরিকল্পিত নগরায়ণে সহায়তা

(ক) ভৌত অবকাঠামো ডাটাবেইস্ প্রস্তুতকরণ;
(খ) পৌরসভার বেইজ ম্যাপ প্রণয়ন;
(গ) মাষ্টারপ্ল্যান সম্পর্কে ধারণা প্রদান;
(ঘ) সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা প্রদান।

কমিউনিটি মবিলাইজেশন

পৌরসভা পর্যায়ে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়ে গঠিত কার্যক্রমে সহায়তার জন্য শহর সমন্বয় কমিটি (TLCC), ওয়ার্ড সমন্বয় কমিটি (WLCC), কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (CBO) (পাইলট ভিত্তিতে) গঠনের ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করা হয়।

তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার

এমআইএস, ওয়েব পোর্টাল এবং পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নাগরিক সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) কর্তৃক সম্পাদিত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য কার্যক্রম ঃ

২০১৪-১৫ অর্থবছরে নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট এর মাধ্যমে e-GP কার্যক্রমের ওপর ৯৩ জন পৌর প্রকৌশলীকে এবং BMDF ভূক্ত পৌরসভার ২৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে Financial Management এর ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া নগর ব্যবস্থাপনা সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর সদর দপ্তর এবং ১৪টি অঞ্চলিক অফিসের মাধ্যমে পৌরসভা পর্যায়ে চলমান কার্যক্রমের উপর সার্বক্ষনিক মনিটরিং করা হয়ে থাকে।

প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবস্থিত এ টু আই প্রোগ্রামের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রম

দেশের সকল পৌরসভায় পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (পিআইএসসি) এবং নগর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র (টিআইএসসি) স্থাপন করার লক্ষ্যে UNDP এর আর্থিক সহায়তায় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অবস্থিত এ টু আই কার্যক্রমে এলজিইডি'র নগর ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় গঠিত ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে।

স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

পৌরসভাসমূহে দাপ্তরিক কর্মকান্ডে গতিশীলতা আনয়ন এবং নাগরিক সুযোগ সুবিধা ও সেবা স্বল্প সময়ে পৌছানো নিশ্চিত করণের নিমিত্তে পৌরসভাসমূহের মধ্যে WAN স্থাপন, ডাটাবেজ প্রণয়ন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, দক্ষতা উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালী করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে পৌরসভা এমআইএস সফটওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল-অপারেশনের উপর এলজিইডি'র নগর ব্যবস্থাপনা সহায়তা ইউনিট (UMSU) ও ১০টি আঞ্চলিক দপ্তরের মাধ্যমে ৩৪টি ব্যাচে ৩২৩টি পৌরসভার সচিব ও সংশ্লিষ্ট ২ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এমআইএস সফ্টওয়্যার এবং ওয়েব পোর্টাল অপারেশনের ওপর পৌরসভার মোট ৯১০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ আর্থিক সহায়তা করেছে। প্রশিক্ষণ প্রদান ছাড়াও থোক বরাদ্দ থেকে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩.১৫ টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৩৯ টি ডাম্প ট্রাক সংশ্লিষ্ট পৌরসভাগুলিকে সরবরাহ করা হয়েছে।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট

'জাতীয় পানি নীতি' অনুসরণে দেশের সার্বিক পানি সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের একটি অন্যতম কার্যক্রম। পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও বাস্তবায়িত প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদী সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা (আইডব্লিউআরএম) ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। পানি সম্পদ উন্নয়নে নীতি সংক্রান্ত, অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধন এবং নতুন প্রকল্প প্রণয়নে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন (আইডব্লিউআরএম)

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পসমূহের প্রাক-বাছাই (Pre-Screening), মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ (Reconnaissance), অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (PRA) এবং সম্ভাব্যতা যাচাই ও কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (Feasibility Study and Detailed Design) করা হয়। এই সমস্ত কার্যক্রম যথাযথ ভাবে সম্পন্ন ও পরিবীক্ষণের সুবিধা জন্য সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটে একটি পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন আছে। স্থানীয় পানি সম্পদ ব্যবহারে সমস্যা চিহ্নিত করে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশন এলজিইডি'র ক্ষুদাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে যাচ্ছে।

আইডব্লিউআরএম ইউনিটের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশনের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইনের সামগ্রিক কার্যক্রমের বিবরণ নিচের সারনিতে প্রদান করা হয়েছে।

আইডব্লিউআরএম ইউনিটের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সেকশনের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও ডিজাইন সম্পর্কিত তথ্যাদি

কার্যক্রম	প্রকল্পের নাম	
	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প
প্রস্তাব গ্রহণ (সংখ্যা)	৫	২৭
প্রস্তাব বাছাই (সংখ্যা)	২	১৭
প্রাক নিরীক্ষা (সংখ্যা) (Reconnaissance)	১	২৫
অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (সংখ্যা) (PRA)	২	৩৩
সম্ভাব্যতা যাচাই (সংখ্যা) (Feasibility Study)	১৮	৮৬
কারিগরি নক্সা প্রণয়ন (সংখ্যা) (Detailed Design)	১৩	৯২

উপ-প্রকল্প প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর বিস্তৃত আবাদি এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা, পানি নিষ্কাশন, পানি সংরক্ষণ ও ভূপরিস্থ পানি দিয়ে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে উপ-প্রকল্প নির্মাণ করা হয়ে থাকে। স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের প্রস্তাব গৃহীত এবং প্রাক-সম্ভব্যতা যাচাই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর উপকারভোগীদের অংশগ্রহণে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন ও উপ-প্রকল্প অবকাঠামোর নক্সা অনুমোদন করা হয়। অনুমোদিত নক্সা অনুযায়ী প্রতিটি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সমাপ্তির পর উপকারভোগীদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও এলজিইডি যৌথভাবে কাজ সমাপ্তির পর এক বছর পর্যন্ত উপ-প্রকল্প পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করে। এরপর উপ-প্রকল্পে নির্মিত সকল অবকাঠামোর ব্যবহারিক মালিকানা একটি লীজচুক্তি করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির কাছে হস্তান্তর করা হয়। ত্রিপক্ষীয় চুক্তি অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি, এলজিইডি এবং ইউনিয়ন পরিষদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যাতে সকল পক্ষেরই ভূমিকা নির্ধারিত করা আছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপ-প্রকল্পের পানি সম্পদ অবকাঠামোসমূহের টেকসই পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়।

সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট প্রতিটি পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতিকে উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কৌশল প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণে সহায়তা প্রদান করে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এর ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম (এমআইএস) শাখা পরিকল্পনা, ডিজাইন, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করে। পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির মাধ্যমে এই সমস্ত তথ্য এলজিইডির সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রকৌশলী'র কার্যালয় সংগ্রহ করে এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর নির্বাহী প্রকৌশলীর মাধ্যমে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিট এ প্রেরণ করা হয়।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পসমূহ

এলজিইডি এ পর্যন্ত "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এর আওতায় ৫৮০টি উপ-প্রকল্প নির্মাণ করেছে। এই সফলতার ধারাবাহিকতায় "বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প" এবং "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প" বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এদুটি প্রকল্পে পর্যায়ক্রমে আরো ৫২৫টি নূতন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নসহ ১ম ও ২য় পর্যায়ের ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। এর ফলে আরো অতিরিক্ত প্রায় ৩,১৫,০০০ হেঃ জমিতে সেচ সুবিধা বৃদ্ধি পাবে। সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের আওতায় নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত "হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন" এবং "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন" প্রকল্পসহ কিছু প্রকল্প ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় যার বিবরণ নিম্নরূপঃ

আইডব্লিউআরএম এর অধীন বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে গৃহীত কার্যক্রম

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা		২০১৪-১৫ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা		অগ্রগতি
		স্কীম/উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্ধকৃত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয়িত অর্থ (লক্ষ টাকায়)	
১	বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৫০	৫৫,৭০০.০০	৬৮	১২৫৯৯.৩০	১০০%
২	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প	৪২০	৭৯,১০৬.০০	১০০	১০১৬০.০০	১০০%
৩	খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প	১৫	২৫০১০.০০	৪	২৯১২.৬৪	১০০%
৪	রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম	৩৯৩	১০০০.০০	৩৯৩	১০০০.০০	১০০%
৫	এইচআইএলআইপি		১০৭৬৩২.০০	৮৪	১৭৩৩২.৪০	৯৯.৬১%
৬	এইচএফএমএলআইপি		৮৮০০০.৬৪		১৭৯৩.৬০	৯৫%

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প

পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্রামীণ মানুষের অধিকতর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাপান আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার (জাইকা) আর্থিক সহায়তায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের মূল ডিপিপি ২০০৭ সালে অনুমোদিত হলেও প্রকল্পটির প্রধান কার্যক্রম মূলত ২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়। ২৪২টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০১৫ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্পটির কার্যক্রম সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প ব্যয় ৫৫৭ কোটি টাকা। উপ-প্রকল্প সমূহে বন্যা ব্যবস্থাপনা, জলাবদ্ধতা নিরসনে নিষ্কাশন এবং পানি সংরক্ষণ বা ভূপরিস্থ পানি সেচ এলাকা উন্নয়নে খাল পুনঃখনন এবং বাঁধ, স্লুইসগেট, রেগুলেটর, পানি সংরক্ষণ কাঠামো ও সেচ নালা ইত্যাদি পানি সম্পদ অবকাঠামো নির্মাণ করা হচ্ছে।

স্থানীয় জনগণ কর্তৃক চিহ্নিত ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রতিটি উপ-প্রকল্পের উপকৃত এলাকার পরিমাণ সর্বোচ্চ ১,০০০ হেক্টর। লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে পানি সম্পদের উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হবে এবং প্রতি বছর প্রায় ৩ লক্ষ ২৯ হাজার টন ফসল ও ১০ হাজার টন মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে। ডিসেম্বর ২০১৪ সালে সমাপ্ত ১৪২টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়ন অনুযায়ী ৪৫ হাজার থেকে ৭৪ হাজার হেক্টর আবাদি জমি উপকৃত হওয়ায় অতিরিক্ত ৯৯ হাজার ৫৫০ টন ফসল ও ১০০ টনের উপরে মৎস্য উৎপাদিত হয়েছে।

জুন ২০১৪ পর্যন্ত প্রকল্প এলাকাধীন ১৫টি জেলার ১২৬ টি উপজেলা থেকে প্রাপ্ত ৯৮৭টি উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্যে নির্দেশিত বিভিন্ন নির্বাচন প্রক্রিয়া অনুসরণের পর ২৫৮টি উপ-প্রকল্পের সার্বিক ডিজাইন প্রণয়ন কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে এবং এগুলির মধ্যে ২৪২ টি উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সাথে বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি স্বাক্ষরিত উপ-প্রকল্পের ২৪০ টির ক্ষেত্রে ১৬৫ টি ইতিমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট উপ-প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।

উপ-প্রকল্পে নির্মিত অবকাঠামো সমূহের দক্ষ পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য সমবায় সমিতির সদস্যদের দক্ষতা অর্জনে সমবায় অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ মৎস্য রিসার্স ইনস্টিটিউট, পল্লী উন্নয়ন একাডেমি, বগুড়া সহযোগিতায় প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৫৩টি কোর্সে ১৫৬৭২২ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেছে। প্রশিক্ষণ বাবদ মোট খরচ হয়েছে ১৫,৫৫,২৬,৬৯৭.০০ টাকা। উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্য বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের ধরণ, এলাকা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে বাছাইয়ের পর ২৬টির বেজলাইন সার্ভে সমাপ্ত হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ধীন উপ-প্রকল্পসমূহে নির্মিত অবকাঠামোর বিবরণ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১	বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন	২৫০.৯২ কিঃমিঃ
২	পানি সম্পদ অবকাঠামো	৭২ টি
৩	উপকারভোগী এলাকা	২৪৩৪১ হেক্টর
৪	খাল পুনঃখনন	৩২৫.৪৭ কিঃমিঃ
৫	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প	৩৯ টি

সালনার খাল উপ-প্রকল্পের ৪-ভেন্ট রেগুলেটর, ফুলবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ

চিলুয়া বিল উপ-প্রকল্পের ২-ভেন্ট রেগুলেটর, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

খাল পুন:খনন উপ-প্রকল্প, আউলিয়ার চর, কালকিনি, মাদারীপুর

৮-ভেন্ট ওয়াটার রিটেনশন স্ট্রাকচার, লাঙ্গুলিয়া ছড়া উপ-প্রকল্প, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার

বাঁধ পুন:নির্মাণ, সাগুলি প্রায়াগ বিল উপ-প্রকল্প, করিমগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ

২-ভেন্ট রেগুলেটর, ফুলেশ্বরী সোনাই বিল উপ-প্রকল্প,তাড়াইল, কিশোরগঞ্জ ।

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প

"অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প"টি এলজিইডি কর্তৃক কৃষি সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন একটি প্রকল্প। জানুয়ারী ২০১০ - জুন ২০১৭ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইফাদ ও বাংলাদেশ সরকার প্রকল্পটিতে যৌথভাবে অর্থায়ন করছে। টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ উদ্যোগে সহায়তা করাই প্রকল্পটির সার্বিক লক্ষ্য।

২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত ৫৮০টি উপ-প্রকল্পের মধ্য থেকে ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করাই প্রকল্পটির পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। প্রকল্পের এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২,২০,০০০হেক্টর জমিতে দানাদার শস্যের উৎপাদন ৫,৫৬,০৫৩ টন থেকে ৭,৩৫,৬৮৭ টনে এবং অ-দানাদার শস্যের উৎপাদন ২,৮২,৫৬৯ টন থেকে ৪,১২,৭৫০টনে বৃদ্ধি পাবে বলে অনুমেয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৭০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে, যার মধ্যে ১১টি উপ-প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শেষ হয়েছে এবং ৫৯টি উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। এছাড়া, প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহীত ৩০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকি ২৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে আছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে গঠিত ৭৮৩টি এলসিএস দলের মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ১৩৯৫০জন নারী এবং ২৫৩৫০জন পুরুষ অংশগ্রহণ করেছে। পাবসস সদস্য ও প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের প্রশিক্ষণের জন্য আয়োজিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে চলতি অর্থবছরে ৮০৬টি প্রশিক্ষণ ইভেন্টে ২২৪৫৯জন পুরুষ এবং ১৪১২৩ জন নারী অংশগ্রহন করেন। এর ফলে ৬৩৪৫৪ প্রশিক্ষণ-দিবসের সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে দাখিলকৃত উপ-পৃকল্প প্রস্তাবের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৩১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের পিআরএ, ২৫১টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই এবং ২২৭টি উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্যাদি

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১	বাঁধ পুনঃনির্মাণ/উন্নয়ন	২৫০.৯২ কিঃমিঃ
২	পানি সম্পদ অবকাঠামো	৭২ টি
৩	উপকারভোগী এলাকা	২৪৩৪১ হেক্টর
৪	খাল পুনঃখনন	৩২৫.৪৭ কিঃমিঃ
৫	সমাপ্তকৃত উপ-প্রকল্প	৩৯ টি

অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের অধীনে ফরিদপুর অঞ্চলের উপ-প্রকল্পসমূহের কার্যকারিতা বৃদ্ধিসহ এলজিইডি'র সার্বিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের উপর ২৭ মে ২০১৫ তারিখে এক কর্মশালা ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত হয়। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর অঞ্চল, প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) পিএসএসডব্লিউআরএসপি ও নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ফরিদপুর।

৮ ডিসেম্বর থেকে ১১ডিসেম্বর ২০১৪ সময়ে মিশন প্রধান Mr.Zahir Uddin Ahamed, BRM, ADB এর নেতৃত্বে Mr. Nicolas Syed, Country Program Officer, IFAD, Mr. Kees Block, Water Resources Development Expert, IFAD, Mr, Monirul Islam, Associate Project Analyst, BRM, ADB, Ms. Nasheeba Selim, Social Development Officer(Gender), BRM, ADB এবং Mr. James P. Grindey TL, PIC, PSSWRSP সমন্বয়ে গঠিত একটি এডিবি-ইফাদ জয়েন্ট রিভিউ মিশন ঝালকাঠী, বরিশাল ও পটুয়াখালী জেলায় অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিদর্শন করেন। প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব সহিদুল হক উক্ত মিশনের সফরসঙ্গী ছিলেন।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প

পানি সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল। বর্ষা মৌসুমে সারা দেশে পানির লভ্যতার পরিমাণ প্রায় ৫০.০০ লক্ষ কিউসেক হলেও শুকনো মৌসুমে এর পরিমাণ মাত্র ২.৫০ লক্ষ কিউসেকে নেমে আসে। শুকনো মৌসুমে পানির এ ঘাটতি মিটানোর লক্ষ্যে রাবার ড্যামের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ এবং আগাম বন্যা প্রতিরোধে রাবার ড্যামের কার্যকারীতা দেশে স্বীকৃত হয়েছে। উভয় সংকট সমাধানে শুক্‌নো মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচনে নির্মিত রাবার ড্যামগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে এবং এর সুফল কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে। এই প্রকল্পের ফলপ্রসূ সাফল্যে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে এলজিইডি প্রণীত আরও ১০টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প" অনুমোদিত হয়। ২০১১-২০১২ অর্থবছর পর্যন্ত উক্ত প্রকল্পের আওতায় ১০টি রাবার ড্যাম এবং রাবার ড্যামের কমান্ড এরিয়ায় ১২টি রেগুলেটর নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়। সমাপ্তকৃত রাবার ড্যামগুলি যথাক্রমে লালমনিরহাট জেলার ধরলা নদী, দিনাজপুর জেলার মোহনপুরে আত্রাই নদী, ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন নদী, দিনাজপুর জেলার ট্যাংগন নদী, লালমনিরহাট জেলার শানিয়াজান নদী, শেরপুর জেলার ভোগাই নদী, মৌলভীবাজার জেলার লংলা নদী, খাগড়াছড়ি জেলার চেঙ্গি নদী, বান্দরবান জেলার শীলখ খাল ও চট্টগ্রাম জেলার হালদা নদীর উপর অবস্থিত। সমাপ্তকৃত রাবার ড্যামগুলির সুফল কৃষকগণ ইতিমধ্যে পেতে শুরু করেছে। এছাড়াও, সুনামগঞ্জ জেলার গজারিয়া ও ঘাঘটিয়া খাল, কুড়িগ্রাম জেলার জিঞ্জিরাম নদী, নওগাঁ জেলার আত্রাই নদী (শুটকীগাছা), দিনাজপুর জেলার পূর্ণভবা নদীর উপর ৫টি রাবার ড্যাম নির্মাণের কাজ বর্তমানে চলছে।

কৃষকদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিটি রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্পের জন্য WMCA গঠন করতঃ উক্ত WMCA (পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি) এর সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ২ বার করে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে ৭টি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রকল্প পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিনিয়র সোসিওইকোনোমিষ্ট, জেলা পর্যায়ের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেলা মৎস অফিসার, জেলা সমবায় অফিসার এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। সুনামগঞ্জ জেলায় রাবার ড্যাম প্রকল্পের ৩-দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণে রাবার ড্যাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সমবায় ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান অর্জনের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শনের নিমিত্তে প্রশিক্ষণার্থীদের সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার উপজেলায় সমাপ্তকৃত চলমান খাসিয়ামারা রাবার ড্যাম পরিদর্শন করেন। একই সময়ে প্রকল্প পরিচালকসহ JICA Bangladesh Office-এর প্রতিনিধি Mr. Kentaro Nishiyama, JICA Advisor to LGED Mr. Masahiro Yagi, JICA Bangladesh Office-এর Akiko Sugimoto, এবং স্থানীয় Consultant Eng. M. Rubaiyat-ur-Rahaman প্রশিক্ষণ প্রদানকালে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং খাসিয়ামারা রাবার ড্যামটিও পরিদর্শন করেন।

রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে এলজিইডি এ পর্যন্ত ৩২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ২৭টি রাবার ড্যাম নির্মাণ ইতিমধ্যে সমাপ্ত করে সেচ কার্যক্রমের জন্য সেগুলিকে চালু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫টি রাবার ড্যামের কাজ চলমান আছে। এ সকল রাবার ড্যাম নির্মাণের সুফল হিসাবে ৩৪,৫৫১ হেক্টর কৃষি জমি চাষের আওতায় আসার ফলে ১,৫৫,৪৭৯ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ৪,৩০,৫০০ জন-দিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (কিলোমিটার)	০.২১
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	১
৩	খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	০.৬৬
৪	উপকারভোগী এলাকা উন্নয়ন (হেক্টর)	৩,৮০০
৫	সমাপ্তকৃত উপ -প্রকল্প (সংখ্যা)	৪

দিনাজপুর জেলার আত্রাই নদীর উপর নির্মিত মোহনপুর রাবার ড্যাম

বৃহত্তর ময়মনসিংহ, সিলেট ও ফরিদপুর এলাকায় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পনি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প এই ৩টি প্রকল্পের মাধ্যমে নির্মিত অবকাঠামো/পরিচালিত কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্যাদি নিচের সারনিতে সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদর্শিত হয়েছে ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৩টি প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ড সম্পর্কিত তথ্য

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	পরিমাণ
১	বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ (কিলোমিটার)	৫৪০
২	পানি নিয়ন্ত্রক অবকাঠামো নির্মাণ (সংখ্যা)	৩৩০
৩	খাল পুনঃখনন (কিলোমিটার)	৯৫২
৪	উপকারভোগী এলাকা উন্নয়ন (হেক্টর)	৮৯,৭০৯
৫	সমাপ্তকৃত উপ -প্রকল্প (সংখ্যা)	৬২

রাজস্ব বাজেটের আওতায় সেচ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম

এলজিইডি "ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" (প্রথম পর্যায়) এবং "দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প" এর আওতায় এ পর্যন্ত ৫৮০ টি উপ-প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে সংশ্লিষ্ট উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) নিকট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে হস্তান্তর করেছে। উপকারভোগী সদস্যদের নিকট হতে মাসিক সঞ্চয়সহ অন্যান্য উৎস হতে তহবিল সংগ্রহের এবং স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি উপ-প্রকল্পের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে আসছে। উপ-প্রকল্পের জরুরী বা বড় ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য এলজিইডি'র সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইউনিটের মাধ্যমে প্রতি বছর সেচ অবকাঠামো খাতে জরুরী রক্ষণাবেক্ষণের আওতায় পাবসসের চাহিদার প্রেক্ষিতে রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ পাবসসকে অর্থ সহায়তা দেয়া হয়। বিগত ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতে আইডব্লিউআরএম ইউনিটে ৬১টি জেলায় বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পসমূহের পাবসসের মাধ্যমে প্রাপ্ত ৫১১৮.৫৫ লক্ষ টাকার চাহিদার বিপরীতে ১০০০ লক্ষ টাকা জরুরী ও গুরুত্বের ভিত্তিতে বন্টন করা হয়। নিচের সারনিতে এ সম্পর্কিত তথ্যাদি প্রদর্শিত হয়েছে:-

২০১৪-১৫ অর্থবছরের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রমের তথ্যাদি

সর্বমোট			২০১৪-১৫ অর্থবছরে বাস্তবায়িত রক্ষণাবেক্ষণ উপ-প্রকল্পের তথ্যাদি				
জেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্তে প্রকৃত চাহিদা (লক্ষ টাকা)	জেলার সংখ্যা	উপজেলার সংখ্যা	উপ-প্রকল্পের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
৬১	৫৮০	৫১১৮.৫৫	৫৮	১২০	৩৯৩	১০০০.০০	রক্ষণাবেক্ষণকৃত ৩৯৩ টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ১০ টি রাবারড্যাম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

জাইকা'র কারিগরী সহায়তা প্রকল্প

এলজিইডি'র আওতায় জাইকা'র আর্থিক সহায়তায় "Capacity Development Project for Participatory Water Resources Management through Integrated Rural Development" শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের কাজ ২০১২ সালের অক্টোবর মাস থেকে চলছে। ৫৬৮৫ লক্ষ টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে 'জাইকা'র অনুদান ৫০৩০ লক্ষ টাকা এবং সিডি ভ্যাট হিসাবে জিওবি খাত হতে ৩১৫ লক্ষ টাকা এবং In Kind হিসাবে ৩৪০.০০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা আছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বেশকিছু কাজ চলমান রয়েছে যেখানে ৪ জন দীর্ঘমেয়াদী জাপানীজ পরামর্শক এবং প্রয়োজন মোতাবেক বিভিন্ন মেয়াদে স্বল্প মেয়াদী জাপানীজ পরামর্শক ও স্থানীয় পরামর্শক কাজ করছেন। এ প্রকল্পের মাধ্যমে পানি সম্পদ সেক্টরের উপ-প্রকল্প গ্রহণ প্রক্রিয়া সহজীকরণের বিষয়টি চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। IWRM ইউনিটের MIS Database Software প্রস্তুত সম্পন্ন করে ইউনিটের সকল কর্মকর্তাদের TOT প্রশিক্ষণ দেয়াসহ মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৩টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট ব্যাচের প্রশিক্ষণ আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরে সম্পন্ন করা হবে। পাইলট প্রকল্প হিসাবে ৩টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতিমধ্যে Detailed Design প্রণয়ন ২টির ক্ষেত্রে সম্পন্ন হয়েছে এবং ১টির ক্ষেত্রে চলমান রয়েছে। একটি সম্পাদিত উপ-প্রকল্পের ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা অর্জনের উপর স্থানীয় অংশীদারদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যনুয়াল প্রস্তুত চূড়ান্ত করা হয়েছে, ছাপার কাজ আগামী অর্থবছরে সম্পন্ন করা হবে। এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ৮ জন কর্মকর্তা জাপানে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছেন। জাইকা, এলজিইডি ও সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে জুন ২০১৫ তে এ প্রকল্পের Mid-Term Review সম্পন্ন করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ ইউনিট

প্রশিক্ষণ

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের কর্ম-পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় এলজিইডি'র কর্মকান্ডকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এলজিইডি বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নিয়মিত এর জনবলকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করে আসছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ, ঠিকাদার ও উন্নয়ন কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত উপকারভোগীদের জন্য এলজিইডি বিবিধ প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে। তাছাড়া, কর্মকর্তাদের পেশগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এলজিইডি অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বৈদেশিক প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করে আসছে।

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায় রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ২১৯টি প্রশিক্ষণ কোর্স ৯০০৫টি ব্যাচে/ইভেন্টে পরিচালনা করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়নের মাধ্যমে সর্বমোট ৩,০১,৭৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে যেখানে ৮,৪২,৮২২ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়েছে। মোট প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে ৪৮% পুরুষ এবং ৫২% মহিলা। এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ও প্রতিনিধিবৃন্দ, চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ, ঠিকাদার ও উপকারভোগী উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

রাজস্ব বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের রাজস্ব বাজেটের আওতায় ২৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের বিপরীতে সকল অর্থ ব্যয় করে ১৫১টি প্রশিক্ষণ ব্যাচ / ইভেন্ট বাস্তবায়নের মাধ্যমে মোট ৩৯০৪ জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা মূলত এলজিইডি'র কারিগরি কর্মকর্তা-কর্মচারী। প্রশিক্ষণার্থীদের ৩৮০২ জন পুরুষ এবং ১০২ জন মহিলা এবং এতে মোট ১৩২৯৮ প্রশিক্ষণ-দিবস অর্জিত হয়। নিম্ন বর্ণিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ রাজস্ব বাজেটের আওতায় পরিচালিত হয়েছে।

(1) Bridge Construction Management (Pre-stressed)
(2) Bridge Planning and Construction Management (Hydro-Morphology)
(3) Training of Trainers (TOT)
(4) Supervision of Bridge Construction (SBC)
(5) Quality Control (Soil, Aggregates & Their Tests:QCT-1)
(6) Quality Control (Cement, Concrete and Bitumen Test (QCT-2)
(7) Quality Control (Sub-Soil Investingation-QCT-6)
(8) Quality Control (Test Procedure: QCT-7)
(9) Quality Control Related Test Procedure (QCT-8)
(9) Supervision & Quality Control: Part-1:QCT-9)
(10) ACR Writing including Office Management,
(11) Public Procurement Rules (PPR-8) for SAE
(12) Public Procurement Rules (PPR-2008) and Audit Management for Accounts Officer, Accountant, Account Assistant
(13) Information & Communication Technology (ICT)
(14) Basic Computer Operation
(15) OJT on “Piling & Pre-stressing of Mogbazar-Mouchack Flyover”
(16) OJT on “Roughness Survey

(17) Training on “SOFT/ICT and its Application

(18) Basic Concept on “Quality Control of Construction Works” for Mason & Contractors

(19) Flexible Pavement for Work Assistant

(20) Supervision of Infrastructure Construction for SAE

(21) On-the-job training on Road Works

(22) Concrete Preparation & Building Works for Work Assistants

(23) Training on Water Supply & Electric works (Plumbing & Electrical Works).

উন্নয়ন বাজেটভুক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মূলত নিচে বর্ণিত ২টি প্রোগ্রাম এবং ৪টি ইউনিট এবং ১৭টি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলজিইডি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারী, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, চুক্তি বদ্ধ শ্রমিক সংঘ (এলসিএস), ঠিকাদার, উপকারভোগী ও উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

1. Primary Education Development Program (PEDP-3)
2. Rural Employment and Road Maintenance Programme (RERMP),
3. Procurement Unit, PPRP-II (AF)
4. Urban Management Support Unit (UMSU)
5. Integrated Water Resources Management Unit (IWRM) O&M
6. Integrated Water Resources Management Unit (IWRM) P&D
7. Coastal Climate Resilient Infrastructure Project (CCRIP)
8. Char Development and Settlement Project, Phase-IV (CDSP-IV),
9. City Region Development Project (CRDP),
10. Coastal Town Environmental Improvement Project (CTEIP)
11. Emergency 2007 Cyclone Rehabilitation & Restoration Project (ECRRP),
12. Enhancing Resilience to Disaster and Effect of Climate Change Project,
13. Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (HFMLIP)
14. Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (HILIP),
15. Municipal Governance and Services Project (MGSP),
16. Northern Bangladesh Infrastructure Development Project (NOBIDEP)
17. Participatory Small Scale Water Resource Sector Project (PSSWRSP),
18. Rubber Dam Construction Project,
19. Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP),
20. South Western Bangladesh Rural Development Project (SWBRDP),
21. Small Scale Water Resource Development Project (SSWRDP-JICA),
22. Urban Governance and Infrastructure Improvement Project, (UGIIP-2),
23. Urban Partnerships for Poverty Reduction Project (UPPRP)

উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে ১৯২টি প্রশিক্ষণ কোর্স ৮,৮৫৪টি ব্যাচে/ইভেন্টে বাস্তবায়িত হয়েছে। ২,৯৭,৮৪৫ জন প্রশিক্ষণার্থী এই প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করেছে যাদের মধ্যে ১,৪১,৯৩১ জন পুরুষ এবং ১,৫৫,৯১৪ জন মহিলা। মোট ৮,২৯,৫২৪ প্রশিক্ষণ-দিবস এইরূপ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত হয়। উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত প্রশিক্ষণের উল্লেখযোগ্য কোর্সসমূহ নিম্নরূপ ঃ

1. Cyclone Shelter Access Road Construction and Maintenance of Road embankment slopes
2. Basic Computer Operation
3. Maintenance Management Training
4. Building & Road Structure Maintenance (BRSM)
5. Bridge Construction Methodology (BCM)
6. Specification of Works & Works Supervision
7. Environmental Management Framework (EMF)
8. e-GP for PD, PDP, Sr.AE & AE of LGED
9. Planning Methods of Sub Projects under PSSWRSP
10. Construction Practices and Quality Control of Hydraulic Structures
11. Engineering Survey" (Plane Table & Leveling Survey)
12. Understanding Drawings of Hydraulic Structures
13. Environmental Management Plan / Environmental Code of Practice
14. Socio-Economic Monitoring and Evaluation and Socio-Economic Data Collection"
15. Basic Course on Participation
16. LCS Accounting and Document Management"
17. e-GP Authorized user Training for Accountant, Computer Operator, UDA
18. Environmental Laboratory and Water Quality Testing for Lab.Tech.
19. Gender Awareness Training for Engineers
20. Operation and Maintenance
21. TOT on Market Management
22. TOT on Federation Development
23. Office Management
24. Union Parishad Management
25. Performance Based Maintenance Contract (PBMC)
26. Social and Environmental Safeguard issue including Land Acquisition & Resettlement Progress
27. CIG Training on "Crop & Horticulture"
28. CIG Training on "Poultry & Livestock"
29. CIG Training on "Fisheries"
30. Livelihood Training
31. LCS Training (Cannel Digging)
32. LCS Training (Construction)
33. Bill Management Committee Training
34. Contract Management & Accounts and Finance Management"
35. Foundation Training for Community Assistant (CA)
36. Social Impact Management Framework (SIMF) including Land Acquisition and Monitoring Procedure.

২০১৪-১৫ অর্থবছরে পুরুষ ও মহিলা ভেদে বিভিন্ন শ্রেনী/গ্রুপ হতে দেশের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীদের তথ্যাদি

ক্র: নং	প্রশিক্ষণার্থীদের ধরণ	পুরুষ (জন)	নারী (জন)	মোট সংখ্যা (জন)	মোট অর্জিত প্রশিক্ষণ দিবস
রাজস্ব বাজেট					
১।	এলজিইডি কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৩৮০২	১০২	৩৯০৪	১৩২৯৮
উন্নয়ন বাজেট					
	উন্নয়ন বাজেটে কর্মকর্তা/ কর্মচারী	৮৩৭৮	৮৪৪	৯২২২	৪০৯৭৩
২।	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (প্রতিনিধি/কর্মকর্তা/কর্মচারী)	৩৭৯৬	১১৩৪	৪৯৩০	৯২৯৪
৪।	ঠিকাদার , চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক সংঘ	৩০৯৭৫	৫০৫৬১	৮১৫৩৬	৮৮২০১
৫।	উপকারভোগী (ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচী, পানি সম্পদ সমিতি, মহিলা কর্নার ইত্যাদি)	৯৮৭৮২	১০৩৩৭৫	২০২১৫৭	৬৯১০৫৬
	মোট (উন্নয়ন বাজেট)	১৪১৯৩১	১৫৫৯১৪	২৯ ৭৮৪৫	৮২৯৫২৪
	সর্বমোট (রাজস্ব ও উন্নয়ন)	১৪৫৭৩৩	১৫৬০১৬	৩০১৭৪৯	৮৪২৮২২

২০১৪-১৫ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন শ্রেণী/গ্রুপ ভেদে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের অর্জিত প্রশিক্ষণ কর্ম-দিবসের তুলনামূলক চিত্র।

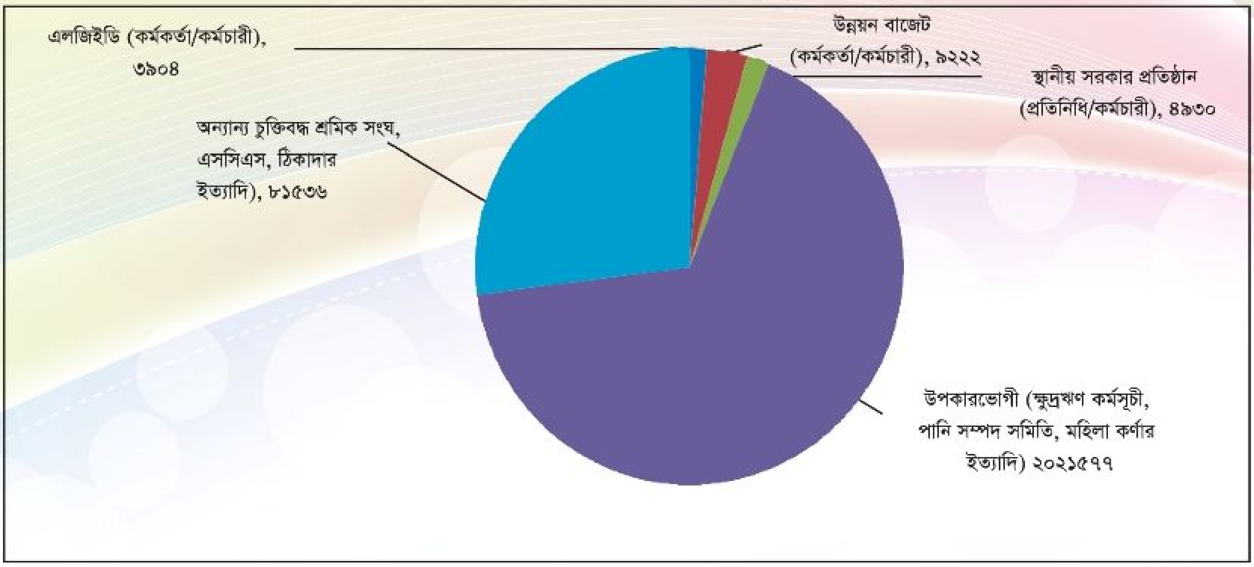

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালা সংক্রান্ত তথ্যাদি

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র ৩২ জন কর্মকর্তা বিদেশ থেকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন এবং ৮জন কর্মকর্তা বৈদেশিক সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেন। এ সংক্রান্ত তথ্যাদি সারণিতে প্রদান করা হয়েছে।

বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/স্ট্যাডি ট্যুরে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Training / Study tour	Duration	Country Name	Funded By	No. of Participant
1	Performance-Based Contracts Certified	17-05-2015 to 27-05-2015	Kualalumpur, Malayasia	World Bank	5
2	Procurement Procedure for the World Bank Aided Projects	07-07-2014 to 18-07-2014	Hyderabad, India	World Bank	5
3	Road Safety Engineering for Rapidly Motorizing Nations and Road Safety at Road Works	08-09-2014 to 16-09-2014	Bali, Indonesia	World Bank	7
4	Country Specific Dialogue Program for Bangladesh on "Local Govenance and Rural Development"	02-08-2014 to 14-08-2014	Japan	JICA	1
5	Issue-Focused Training on "Improved Operation and Management for Agricultural and Rural Infrastructure Centering on Irrigation Facilities	15-02-2015 to 25-04-2015	Japan	JICA	2
6	Issue-Focused Training on "Irrigation and Drainage through Integrated water management"	15-03-2015 to 19-09-21015	Japan	JICA	1
7	Electronic Government Procurement (e GP) Management	25-11-2014 to 28-11-2014	Trin, Italy	PPRP-2 (AF)	10
8	Training cum Study Visit "Financial Management and Local Governance in Local Government Institution"	25-12-2014 to 05-01-2015	Australia		1
				Total =	32

বৈদেশিক সেমিনার/ওয়ার্কসপে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি

SL	Name of Seminar / Workshop	Duration	Country Nam e	Funded By	No. of Participant
1	An Introduction to Road Safety Engineering	19-04-2015 to 30-04-2015	Bali, Indonesia	World Bank	4
2	Climate Change: Impact & Responses in Asian Regions	15-07-2015 to 19-07-2015	Singapore		2
3	4th Tramper Forum at ADB Headquarters	15-09-2014 to 17-09-2014	Manila Philippines	ADB	1
4	Samaul Zero Hunger Community (SZHC) Project	22-06-2015 to 26-06-2015	Korea	WFP	1
				Total =	8

Soft ICT প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন। অন্যান্যের মধ্যে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ) ও প্রশিক্ষণ প্রকৌশলীও উপস্থিত আছেন।

"Piling & Pre-stressing of Magbazar-Mouchak Flyover" শীর্ষক কোর্সে উপজেলা প্রকৌশলীদের On-the-job প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

Basic Computer Operation প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সার্টিফিকেট দেয়া হচ্ছে।

পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে পরিচালিত জরিপ প্রশিক্ষণ কোর্সে প্লেন টেবিল জরিপের উপর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে।

প্রকিউরমেন্ট ইউনিট

এলজিইডি'র সদর দপ্তরে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট জানুয়ারী ২০০৪ থেকে চালু করা হয়। পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ এর বাস্তবায়ন ও তদারকিসহ এলজিইডি'র যাবতীয় ক্রয় কার্যক্রমে সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে এই ইউনিট কারিগরী সহায়তা দিয়ে আসছে। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগিতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি (e-GP) পদ্ধতি বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট কাজ করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এই ইউনিট কর্তৃক সম্পাদিত কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নরূপঃ

১) Central Procurement Technical Unit (CPTU)-এর বিভিন্ন কর্মকান্ডে প্রকিউরমেন্ট ইউনিট সক্রিয় অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক সহযোগিতা বিনিময় এবং যোগাযোগ রক্ষা করে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রকিউরমেন্ট ইউনিট CPTU-কে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সমন্বয় করে চলছে।

২) সকল অফ-লাইন এবং ই-জিপি দরপত্রের জন্য বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা অনুমোদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৩) অফ-লাইন দরপত্রের অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ এবং ক্রয়কারী বিবেচনায় বিভিন্ন TEC/PEC গঠন করা হয়েছে।

৪) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারী সংস্থার সরকারী ক্রয় ইস্যুতে কারিগরি নির্দেশনা ও মতামত প্রদান করা হয়েছে।

৫) স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্রয় কার্যক্রমে এই ইউনিট সময়ে সময়ে পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেছে। অন্যান্য সরকারী বিভিন্ন ক্রয়কারী কার্যালয়ে এলজিইডি'র অভিজ্ঞ প্রকৌশলী কর্মকর্তাগণকে দরপত্র/প্রস্তাব মূল্যায়ন কমিটিতে মনোনয়ন প্রদানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলিকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

৬) সিপিটিইউ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট রিফর্ম প্রজেক্ট-২" এর আওতায় Engineering Staff College, Bangladesh (ESCB) এবং Bangladesh Institute of Management (BIM)-তে অক্টোবর ২০০৮ থেকে চলমান ৩-সপ্তাহব্যাপী পাবলিক প্রকিউরমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে বিভিন্ন সংস্থা তাদের প্রকৌশলীদের অংশগ্রহণের ব্যবস্থা নেয়। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র ৩৯ জন প্রকৌশলী এই প্রশিক্ষণ পেয়েছেন।

৭) ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে PPRP-II(AF) প্রকল্পের আওতায় Disbursement Link Indicator-এর আলোকে এলজিইডি'র জন্য ই-জিপি পদ্ধতিতে ২৪০০টি দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃতপক্ষে ৭৭৬৪টি দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে, যা নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় অনেক বেশী। একইভাবে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন বাস্তবায়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে ই-জিপি'র কার্যক্রম চলছে।

৮) এলজিইডি'র ই-জিপি'র কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে এ পর্যন্ত মোট ১৮২৯ জন কর্মকর্তাকে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা সদর দপ্তরে ই-জিপি সফ্টওয়্যার পরিচালনার বিষয়ে হাতে কলমে ১ - ৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৪৭৮ জনকে এ প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এছাড়াও ই-জিপি এর মাধ্যমে ক্রয় কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য মোট ২২৪ জন ঠিকাদারকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

৯) ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র ৯১% দরপত্রের আহবান ই-জিপি পদ্ধতিতে হয়েছে। এলজিইডি'র ১০০% দরপত্র আহবান ই-জিপি প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ই-জিপি বিষয়ে চলমান প্রশিক্ষণ অব্যাহত রাখার স্বার্থে সদর দপ্তরে ই-জিপি প্রশিক্ষণের জন্য একটি e-GP Lab গঠন করা হয়েছে।

১০) e-GP ও PROMIS Software এর কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং ও সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র কর্মকর্তা/কর্মচারীদের মধ্য থেকে ১০জন Core Members ও ৭জন Non-Core Members সমন্বয়ে সদর দপ্তরের e-GP/PROMIS Cell-কে প্রতিবেদনাধীন সময়ে পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১১) ই-জিপি বাস্তবায়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে প্রতিষ্ঠিত e-GP Lab ছাড়াও এলজিইডি'র ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরে প্রয়োজনীয় উপকরণসহ ১৪টি e-GP প্রশিক্ষণ কক্ষ স্থাপন করা হয়েছে যেখানে এলজিইডি'র মাঠ পর্যায়ে কর্মরত দক্ষ কর্মকর্তাগণ ই-জিপি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন। এছাড়া, ই-জিপি বাস্তবায়নে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে, যার মধ্যে ই-জিপি ক্রয় কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট সকল ক্রয়কারী দপ্তরে 'ল্যাপটপ' প্রদানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোট ৫৫২টি 'ল্যাপটপ' ক্রয় ও বিতরণ করা হয়েছে।

১২) ITC-ILO, Turin, Italy- তে ৪টি ব্যাচে এলজিইডি'র ৫০ জন কর্মকর্তার e-GP'র উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য এলজিইডি ও International Training Center of the ILO ("the ITC-ILO")-এর মধ্যে সম্পাদিত চুক্তির প্রেক্ষিতে ১ম ব্যাচে এলজিইডি'র ১২ জন কর্মকর্তা "Electornic Government Procurement Management" বিষয়ে ২৪-২৮ নভেম্বর ২০১৪ সময়ে ইতালিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মান নিয়ন্ত্রণ ইউনিট

অবকাঠামো নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে এলজিইডি'র নিজস্ব মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী রয়েছে। এ সকল ল্যাবরেটরীতে নির্মাণ সামগ্রী ও সম্পাদিত কাজের মান নিয়মিত পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। এলজিইডি'র নিজস্ব উন্নয়ন কর্মকান্ডের গুণগত মান পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও অন্যান্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী করা হয়ে থাকে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীর বিবরণ

বিভিন্ন পর্যায়ে স্থাপিত নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ কাজের মান নিয়ন্ত্রণে এলজিইডি'র বিভিন্ন পর্যায়ের ল্যাবরেটরীসমূহের তথ্য নিচে দেয়া হয়েছে।

১। কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১টি

২। আঞ্চলিক কাম জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ১৪টি

৩। জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী - ৫০টি

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিদ্যমান পরীক্ষা সুবিধাদি

এলজিইডি'র জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীসমূহে সিমেন্ট, এগ্রিগেট, ইট, কংক্রিট, রড, বিটুমিন এবং মাটির বিভিন্ন পরীক্ষাসহ সাব-সয়েল ইনভেষ্টিগেশনের সুবিধা আছে। এ সকল মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে এলজিইডি'র উন্নয়ন কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রী, রাস্তার বিভিন্ন স্তরসহ অবকাঠামোর বিভিন্ন অংগের/কাজের গুনগত মান নিয়মিত পরীক্ষা করা হয়। তাছাড়াও বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি পর্যায়ে নির্ধারিত ফিস প্রদান সাপেক্ষে এসকল পরীক্ষা সুবিধাদি নিতে পারেন।

Laboratory তে Unconfined Compression Test দ্বারা মাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

Field Cone Penetration Ges (CPT) দ্বারা মাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে।

জেলা/আঞ্চলিক ল্যাবরেটরীতে সম্পাদনযোগ্য পরীক্ষার অতিরিক্ত কিছু বিশেষ পরীক্ষা এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে সম্পাদন করা হয়ে থাকে যা নিম্নরূপ ঃ

1 Marshall Mixed Design.
2 Stability Determination of Bituminous Sample.
3 Extraction of Bitumen.
4 Sub-Soil Investigation using Rotary Hydraulic Drilling Rig.
5 Unconfined Compression Test of Soil.
6 Consolidation test of Soil.
7 Direct Shear Test of Soil.
8 Cone Penitration Test (CPT).

এ ছাড়া বিভিন্ন Load Devices এর Calibration করার ব্যবস্থাও রয়েছে।

মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীসমূহে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সংগৃহীত যন্ত্রপাতি

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা পর্যায়ে ল্যাবরেটরীগুলির বর্তমান মজুদের সংযোজন হিসাবে সরকারের রাজস্ব খাত থেকে ১০৮.০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নিচে বর্ণিত যন্ত্রপাতিসমূহ কেনা হয়।

১। Cement Morter Mixer

২। Cylinder Mould

৩। Bitumen Extractor

৪। CTM Machine

৫। SPT Accessories

৬। Electronic Balance

৭। Testing Materials

৮। Dial Thermometer

৯। DCP

মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ

- এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলীগণকে Central Quality Control Unit এর প্রকৌশলীগণ মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকেন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ১৫ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ৩৬৩ জন প্রকৌশলীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- বিভিন্ন প্রকল্পের অর্থায়নে এলজিইডি ও পৌরসভার প্রকৌশলীদের মান নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ল্যাবরেটরী পরীক্ষা সংক্রান্ত সরকারী ফি আদায় সংক্রান্ত মনিটরিং

কেন্দ্রীয় মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরী ও জেলা মান নিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরীতে বিভিন্ন মালামালসমূহ নিয়মিত ল্যাবরেটরী পরীক্ষা করে ফি বাবদ প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য অর্থ সরকারী কোষাগারে জমা দেয়া হয়। নিয়মিত মনিটরিং ও ল্যাবরেটরী ফি বাবদ সরকারী কোষাগারে জমাকৃত অর্থের হিসাব প্রতি বছরই এলজিইডি'র বার্ষিক পর্যালোচনা সভায় পেশ করা হয়ে থাকে।

প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট

দেশের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যমান দারিদ্র্যতাকে ক্রমান্বয়েহ্রাসপূর্বক ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তরিত করার দূরদৃষ্টি নিয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার 'ভিশন ২০২১' প্রণয়ন করেছেন। এই 'ভিশন'-এ সফলতা অর্জনের চাবিকাঠি হিসাবে অন্যান্যের মধ্যে শিক্ষা খাতকে একটি মৌলিক প্রয়োজন হিসাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। অধিক সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায়, শিক্ষার প্রাঙ্গণকে প্রকৃতই উন্নত করার ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা একটি শক্তিশালী ভিত্তি। এ কারনেই প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচিকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের একটি অগ্রাধিকার কর্মকান্ড হিসাবে চিহ্নিত করেছে। বহু-দাতা সংস্থা কর্তৃক আর্থিক সহায়তা প্রদান ভিত্তিক "তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি" নামের এই কার্যক্রম বর্তমানে তৃতীয় পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার সংক্ষিপ্ত নামকরণ PEDP-3। শ্রেণী নির্বিশেষে সকল প্রাইমারী বিদ্যালয় বয়সের শিশুদেরকে গুণগত মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের দিকে এই কর্মসূচির দৃষ্টি সরাসরি নিবদ্ধ। এই কর্মসূচির বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাঙ্গ, যার আওতায় চর-দ্বীপাঞ্চল, হাওর, চা-বাগানসহ সকল অগম্য এবং শিক্ষায় অনগ্রসর এলাকাসহ বাংলাদেশের সকল অঞ্চলে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় এলজিইডি অদ্যাবধি বিদেশী সহায়তাপুষ্ট ২২টি ও 'জিওবি' অর্থায়নে ৭টি অর্থাৎ মোট ২৯টি প্রকল্প/কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্ত করেছে। বর্তমানে বিদেশী অর্থায়নে ২টি ও জিওবি অর্থায়নে ৩টি অর্থাৎ মোট ৫টি প্রকল্প এবং রাজস্ব অর্থায়নে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও মেরামত কাজ চলমান আছে। পূর্বে দোতালা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণ করা হলেও বর্তমানে গ্রামীণ এলাকায় চাহিদা ভিত্তিক কমপক্ষে দোতলা ও শহর এলাকায় ছ'তলা ফাউন্ডেশনসহ ভবন নির্মাণ করা হচ্ছে।

বর্তমানে এলজিইডি দেশের প্রকৌশলীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ। প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ বা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের (ডিপিই) সঙ্গে প্রায় শুরু থেকেই এই প্রতিষ্ঠানটির সংযোগ রয়েছে এবং বর্তমানেও প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে "তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি"-র অন্যান্য উপাঙ্গের মধ্যে 'চাহিদা ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের সকল ভৌত কর্মকান্ডের বাস্তবায়নের দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠনটি পালন করে চলেছে। অনুমোদিত Revised Development Project Proforma (RDPP) অনুসারে এরূপ ভৌত কর্মসূচির বাস্তবায়ন জুন ২০১৭ পর্যন্ত চলবে। অতিক্রান্ত সময়ের সঙ্গে প্রায় সমতা রেখে এলজিইডি তার উপর অর্পিত ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়নের তুলনামূলক অগ্রগতি অর্জনে এ পর্যন্ত সক্ষম হয়েছে এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই যাবতীয় ভৌত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের আশা রাখে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন সকল প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণসহ পিটিআই অবকাঠামো সম্প্রসারণ, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার নির্মাণ, জেলা পর্যায়ে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ভবন ইত্যাদি নির্মাণ আলোচ্য 'প্রয়োজন ভিত্তিক অবকাঠামো নির্মাণ' উপাঙ্গের অধীনে এলজিইডিকে অর্পিত সুনির্দিষ্ট ভৌত কর্মসূচি সম্পর্কিত দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

"তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষ উন্নয়ন কর্মসূচি"-র ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অনুমোদিত প্রকল্প ছকের চাহিদা মোতাবেক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর এবং স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার ভিত্তিতে একজন অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে এলজিইডি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে একটি প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। তবে সার্বিক কাজ নিবিড় মনিটরিং ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এলজিইডি সদর দপ্তর হতে মাঠ পর্যায়ে বিদ্যমান কারিগরি সেটআপ-এর তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়ন করা হয়। দেশের ৬৪টি জেলার এলজিইডি'র নির্বাহী প্রকৌশলীগণ, ১৪ জন আঞ্চলিক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং তাদের ১৪জন নির্বাহী প্রকৌশলী সরেজমিনে কাজ পরিদর্শন, তদারকি ও মাননিয়ন্ত্রণে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া, প্রতিটি বিভাগে সাম্প্রতিককালে নিযুক্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীগণও মাঠ পর্যায়ে চলমান কাজ পরিদর্শন করে থাকেন। সদর দপ্তর ও জেলা পর্যায়ে এলজিইডি কর্তৃক স্থাপিত আধুনিক ল্যাবরেটরীসমূহে স্কুল ভবন নির্মাণের প্রতিটি ধাপে নির্মাণ সামগ্রীসহ বিভিন্ন পরীক্ষা সম্পন্ন করে কাজের গুনগত মান বজায় রাখা হয়।

এলজিইডি'র মাধ্যমে প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ সম্পর্কিত চলমান কার্যক্রম এলজিইডি ও ডিপিই, জনপ্রতিনিধি, সংশ্লিষ্ট স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটি ও প্রধান শিক্ষক এবং মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকৃতপক্ষে, এলজিইডি'র উপজেলা প্রকৌশলী দপ্তরের মাধ্যমেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়। উপজেলা পর্যায়ে বিদ্যমান " উপজেলা শিক্ষা কমিটি " সার্বিক কাজের সমন্বয় করে থাকে। উক্ত কমিটিতে উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা, উপজেলা প্রকৌশলী, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে প্রতিনিধি হিসাবে রাখা হয়েছে। এছাড়া, কাজের মান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টি অধিক নিশ্চিত হওয়ার জন্য " উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি" তে প্রতিটি বিদ্যালয়ের কাজের অগ্রগতি ও মান নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে যে কোন বিষয় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ আছে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে ৭৫৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন নির্মাণ/পূন:নির্মাণ ও সংস্কার, ১০২টি ইউআরসি সংস্কার, ১৬৫টি ইউআরসিতে নীড বেজড আসবাবপত্র সরবরাহ, ৪৪৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে (নীড বেজড আসবাবপত্রসহ), ৫২৭৯টি শ্রেণী কক্ষ সম্প্রসারণ, ১টি পিটিআই কমপ্লেক্স সম্প্রসারণ, ১৮টি পিটিআই কমপ্লেক্স মেরামত, ৪০টি উপজেলা শিক্ষা অফিস ও ১৫টি জেলা শিক্ষা অফিস সংস্কার/মেরামত করা হয়েছে, যা প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে ও শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে ব্যাপক সহায়ক হবে।

২০১৪-১৫ অর্থ বছরে প্রাথমিক শিক্ষা অবকাঠামো নির্মাণে প্রকল্প ভিত্তিক অর্জিত অগ্রগতি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রধান অংগ	ডিপিপি মোতাবেক প্রকল্পের ব্যয়	মোট স্কুল অবকাঠামো সংখ্যা	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সমাপ্ত	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি		বাস্তব অগ্রগতি	অর্থায়নের উৎস
						মোট বরাদ্দ	মোট ব্যয়		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১)	সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণ ও সংস্কার প্রকল্প (২য় পর্যায়)	পুনর্নির্মাণ	১৬৭৫১১.৬৩	৫৬০০	১৬০	৫৩৭৯.৯২	৫৩৫৪.০২	১০০%	জিওবি
২)	বিদ্যালয় বিহীন এলাকায় ১৫০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ	৬৯০৬০.৯৬	১৫০০	৩০০	১৪৮৩০.০০	১৪৪২৬.১১	১০০%	জিওবি
৩)	ঝালকাঠী, শরীয়তপুর, নারায়নগঞ্জ, লালমনিরহাট, নড়াইল, মেহেরপুর, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাজবাড়ী জেলায় পিটিআই স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প	নির্মাণ / পুনঃ নির্মাণ	২৫৬২৩.০০	১২	১	৪৪৬৫.০০	৪৪০৫.৯৬	১০০%	জিওবি
৪)	তৃতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি		৬০৮৪০৯.১৮			১০৬৪৫৮.৭৪	১০০৯১০.১২	১০০%	এডিবি, আইডিএ, ডিএফআইডি, ইইউ, ইউএস - এইড, ইউনিসেফ, জাইকা, এসআইডিএ, সিআইডিএ
		পুনঃনির্মাণ		২৭০৯	২৮২				
		কক্ষ সম্প্রসারণ		৩১৬৮৫	৫২৭৯				
		বড় ধরনের মেরামত		১৮২৮০	৭৩				
		উপজেলা শিক্ষা অফিস		৫০৩	৪০				
		জেলা শিক্ষা অফিস		৬৪	১৫				
		পিটিআই		৫৫	১৮				
		চহিদাভিত্তিক আসবাবপত্র		১৫০০০	৪৪৮				
		সীমানা প্রাচীর/বাগান/খেলার মাঠ		৩০					
		শিক্ষা অফিস (সদর দপ্তর)নির্মাণ							
		শিক্ষা অফিস (সদর দপ্তর) মেরামত		১	১				
		বিভাগীয় অফিসের রেস্ট হাউজ		৭	১				
		ইউআরসি মেরামত (চাহিদাভিত্তিক)		৩	১০২				
		ইউআরসিতে আসবাবপত্র (চাহিদাভিত্তিক)		২৭	১৬৫				
৫)	প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্প (আইডিবি)	নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ	১৬৯৩২.৮০	১৭০	১৫	৯৪০০.০০	৯০৭২.০৪	১০০%	আইডিবি

আলহাজ্ব নজরুল ইসলাম বাবু সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

কাদিরদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, দূর্গাপুর, রাজশাহী

মানিকপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিবচর, মাদারীপু

কড়ইতলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, গোয়ালন্দ, রাজবাড়ী ।

পিটিআই হোস্টেল বিল্ডিং, ঝালকাঠি ।

লালমনিরহাট পিটিআই একাডেমিক ভবন ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে দারিদ্র বিমোচনে এলজিইডি'র সাফল্য

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

গ্রামীণ এলাকায় অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, নারী ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহণ শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এলজিইডি কর্তৃক সৃষ্ট আয়ের সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রাখছে। এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আওতায় দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রত্যক্ষভাবে ১,১৭৫.৫৪ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রায় সবগুলিতেই গ্রোথ-সেন্টার/হাট-বাজার উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংগ হিসাবে মহিলা বাজার শাখা নির্মাণ করা হচ্ছে যা সুনির্দিষ্টভাবে দশের দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর একাংশকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করছে। এছাড়া, এলজিইডি'র প্রায় সকল প্রকল্পের আওতায় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও পরিচর্যা কর্মসূচি বাস্তবায়নে দুঃস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষতঃ দুঃস্থ নারী শ্রমিক নিয়োজিত করা হয়েছে যা বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের দীর্ঘ মেয়াদী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নে অবদান রাখছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ২৭৪.৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৩ টি মহিলা বাজার সেকশন নির্মাণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে দুঃস্থ ও দরিদ্র নারী ব্যবসায়ীদের পল্লী অর্থনীতির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ততায় নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে।

মহিলা মার্কেট সেকশন, পটুয়াখালী

এলসিএস মহিলারা রাস্তার পেভমেন্ট নির্মাণেএইচবিবি কাজ করছেন

রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২" শীর্ষক প্রোগ্রামের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

পল্লী অঞ্চলের দারিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে ও সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচিতে ইতিবাচক অবদান রাখার কল্পে "রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম-২ (RERMP-2)" শীর্ষক প্রোগ্রামটি জুলাই,২০১৩ থেকে জুন ২০১৭ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য 'একনেক' কর্তৃক অনুমোদিত। বস্তুত রুরাল এমপ্লয়মেন্ট এন্ড রোড মেইনটেনেন্স প্রোগ্রাম (RERMP)" নামে এরূপ প্রোগ্রাম ২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। দেশের সকল জেলায় ৪,৫৪৮টি ইউনিয়নে মোট ৫৯,১৮০জন দুঃস্থ নারীকর্মী দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতি ইউনিয়নে বছরে ২০ কিলোমিটার অর্থাৎ মোট ৯০,৯৬০ কিলোমিটার গ্রামীন সড়ক বছরব্যাপী চলাচল উপযোগী রেখে কাজের বিনিময়ে আর্থিক সাহায্য প্রদান কর্মসূচি গ্রামীন অর্থনীতিকে সচল রাখতে ভূমিকা রাখছে।

প্রোগ্রামটির আওতায় দাতা সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়ন কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৩টি জেলার ১,৩৭০টি ইউনিয়নে ১০জন করে মোট ১৩,৭০০ জন নারী কর্মী ১ম পর্যায়ে দু'বছরের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছে এবং ২য় পর্যায়ে একই এলাকায় এরূপ সুযোগপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা ৩১,৭০০ জনে দাঁড়াবে।

'ইইউ মিশন' আরইআরএমপি-২ এর কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন

পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৪১টি জেলার ৩,১৭৮টি ইউনিয়নের ৩১,৭৮০ জন দুঃস্থ নারীর প্রকল্প মেয়াদকালীন সময় পর্যন্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে এরূপ কর্মসূচির মাধ্যমে ৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ নারী

কর্মরত অবস্থায় আরইআরএমপি-২এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা

প্রোগ্রামে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্মীকে দৈনিক ১৫০ টাকা হারে মজুরী দেয়া হয় এবং প্রোগ্রামের একটি উদ্দেশ্য অর্জনের পদক্ষেপ হিসাবে তাদের প্রত্যেকের দৈনিক মজুরী থেকে ৫০ টাকা তাদের সঞ্চয় একাউন্টে আবশ্যিকভাবে জমা করা হয়। প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন শুরুর দু'বছর শেষে প্রত্যেকের এরূপ সঞ্চয় দাঁড়াবে প্রায় ৩৬,০০০/- টাকা, যা কর্মীগণ তাদের সুবিধামত আত্মকর্মসংস্থানের কাজ হাতে নিতে বিনিয়োগ করতে পারেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। এই প্রোগ্রামের দাতা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বরিশাল, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগের ২৪টি জেলায় প্রোগ্রামভুক্ত দুঃস্থ নারী কর্মীদের স্বাস্থ্য সেবা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে PKSF কর্তৃক নিয়োজিত ৪০ Patner Organization দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং একই লক্ষ্যে GOB'র অর্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রংপুর বিভাগের প্রোগ্রামভুক্ত দুঃস্থ নারী কর্মীদের সচেতনতামূলক ও লাভজনক আত্মকর্ম ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ১০টি স্থানীয় NGO'র সংগে ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে ইতিমধ্যে এরূপ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। কর্মী পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাথমিক হিসাব রক্ষণ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, বাড়ির আঙ্গিনায় সবজি চাষ, মাশরুম চাষ, নিরাপদ পানি ও স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহার পদ্ধতি ও এর গুরুত্বের বিষয়েও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জুন ২০১৫ পর্যন্ত ১,২৭,১২০ প্রশিক্ষণ দিবস অর্জিত হয়েছে।

আরইআরএমপি-২এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

সড়কসমূহের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির স্বার্থে রক্ষণাবেক্ষণের পাশাপাশি সড়কের উভয় পার্শ্বে প্রায় ১,৩০৩ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে বৃক্ষরোপণের সংস্থান আছে। ইতিমধ্যে ২১২ কিলোমিটার সড়কে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

আরইআরএমপি-২এর সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মীরা বৃক্ষরোপন করছেন।

৫৯,১৮০ জন দুঃস্থ নারী কর্মীগণকে স্বপরিবারে একটি আত্মনির্ভরশীল পরিবার হিসেবে তৈরী করার যে লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে এই 'প্রোগ্রাম' কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে, আশা করা যায় প্রোগ্রামটি সফল বাস্তবায়নের পর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে ঐ দুঃস্থ নারীগণ আত্মনির্ভরশীল হতে সক্ষম হবেন এবং তারা আর দারিদ্র সীমার নীচে ফিরে আসবেন না।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি অংশ

মেঘনা অববাহিকার হাওর অঞ্চল বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাংশে অবস্থিত। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে হাওর অঞ্চলের ৮৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা প্লাবিত হয় ও অতিবর্ষনে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়। এর ফলে জীবনযাপন সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং দৈনন্দিন কর্মকান্ড ব্যহত হয়। হাওর মাস্টার প্ল্যান (২০১২) এর আলোকে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) এর ২৯ টি উপ-প্রকল্পকে 'জাইকা' নির্বাচিত করেছে। এই প্রেক্ষাপটে ১৬ জুন ২০১৪ তারিখে ৩৫তম 'ওডিএ লোন প্যাকেজ'-এর আওতায় বাংলাদেশ সরকার ও জাইকার মধ্যে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ঋণ চুক্তি অনুযায়ী প্রকল্পটিকে "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প" হিসাবে নামকরণ করা হয়েছে, যার একটি অংশ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB) ও অপর অংশ এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত হয়।

হাওর অঞ্চলের পল্লী অবকাঠামোর সংস্কার ও নির্মাণ, মৎস সম্পদ উন্নয়ন এবং অপরিহার্য ও মৌলিক অবকাঠামোতে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি, বন্যার ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস, এবং মৎস সম্পদের উৎপাদন বাড়ানোর মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার অধিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক গতিশীলতায় অবদান রাখাই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য।

৮৮০ কোটি টাকা উর্ধ্বের প্রকল্প ব্যয় সম্বলিত এই প্রকল্পটি ২০১৪ থেকে ২০২২ মেয়াদে নির্বাচিত ২৯টি উপ-প্রকল্প অঞ্চলে (কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ৩৩টি উপজেলা) বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির আওতায় ৮০ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক (সাবমার্জিবল), ৪১ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক (সাবমার্জিবল ব্যতিত), ৫৬ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক (সাবমার্জিবল), ১০২ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক (সাবমার্জিবল ব্যতিত), ৮১ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক (সাবমার্জিবল), ৫৬ কিলোমিটার গ্রাম সড়ক (সাবমার্জিবল ব্যতিত), উপজেলা সড়কে ২৬০ মিটার ব্রিজ, ইউনিয়ন সড়কে ৫২০ মিটার ব্রিজ, উপজেলা সড়কে ২৮০ মিটার কালভার্ট, ইউনিয়ন সড়কে ৫৮০ মিটার কালভার্ট এবং ২৪ টি ল্যান্ডিং ঘাট নির্মাণ করা হবে; ২২ টি হাট উন্নয়ন করা হবে; এবং ২০০ কিলোমিটার অবকাঠামো ও ৩২০ কিলোমিটার নির্মাণকালীন গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষাবেক্ষণ করা হবে। এছাড়া, মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের আওতায় ১৫০ টি বিলের উন্নয়ন কাজ (অভয়আশ্রম ও জলজ উদ্ভিদ রক্ষা), ২১০ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন, রিসোর্স ম্যাপিং, খাঁচায়মাছ চাষ, আঙিনা সংলগ্ন পুকুরে মাছ চাষ, দাউদকান্দি মডেল কালচার সহ মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কাজ করা হবে।

প্রকল্পের প্রশাসনিক ও দৈনন্দিন কর্মকান্ড বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক এর নেতৃত্বে এলজিইডির সদর দপ্তর পর্যায়ে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা অফিস, জেলা পর্যায়ে নির্বাহী প্রকৌশলীর নেতৃত্বে ৪ টি প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট এবং উপজেলা প্রকৌশলীর অধীনে উপজেলা পর্যায়ে ১৬ টি প্রকল্প উপজেলা অফিস রয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলায় হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের স্টাফ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম এ বক্তব্য রাখছেন এলজিইডি'র ময়মনসিংহ অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব মোঃ ইসমাইল হোসেন।

প্রকল্পটির মাধ্যমে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়নের আওতায় ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৯.৭ কিলোমিটার সাবমার্জিবল গ্রাম সড়ক ও ২ কিলোমিটার নন-সাবমার্জিবল গ্রাম সড়ক নির্মাণ করা হয়েছে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের আওতায় ৪ কিলোমিটার বিল সংযোগ খাল খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া, এলসিএস কর্মীদের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও সরকার ও এনজিওর সাথে পরামর্শক সভা, ৬টি কর্মশালা বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পের মাধ্যমে ইতিমধ্যে রাস্তা নির্মাণ কাজে ২২৬২২ জন হাউজহোল্ড সুবিধা ভোগী এবং খাল খনন কাজে ৬৯৫৫ জন হাউজহোল্ড সুবিধা ভোগী অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। প্রকল্পের রাস্তা নির্মাণ কাজে মোট ১০,৫১৭ কর্মদিবস ও ৯৮৮ জন প্রত্যক্ষ সুফলভোগী সৃষ্টি হয়েছে যার, মধ্যে ৬১৩ জন পুরুষ ও ৩৭৫ জন নারী। প্রকল্পের খাল খনন কাজে মোট ৮,৫৬৩ কর্মদিবস ও ৭৫৮ জন শ্রমিক অর্ন্তভূক্ত হয়েছে। সার্বিকভাবে হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের জন্য আরএডিপিতে বরাদ্দের প্রেক্ষিতে ১,৮৮০ লক্ষ টাকার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ৯৬% ও ৯৫%।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের এলজিইডি অংশের খাল খনন কাজ

ভৌত অবকাঠামো কার্যক্রমে দুঃস্থ নারীদেরকে কর্মের সুযোগ প্রদানের জন্য 'লেবার কন্ট্রাকটিং সোসাইটি (এলসিএস)' গঠন এবং অবকাঠামো নির্মাণ/সংরক্ষণে তাদেরকে নিয়োগ এলজিইডি'র একটি কার্যকর উদ্ভাবনী চিন্তাধারা এবং একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ১৯৮০ সালের মাঝামাঝি থেকে এলসিএস পদ্ধতিকে এলজিইডি ব্যবহার করছে। IFAD সাহায্যপুষ্ট SCBRMP and MIDPCR প্রকল্প এবং অন্যান্য গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের ভৌত অবকাঠামোর কাজ এলসিএসের মাধ্যমে এলজিইডি বাস্তবায়ন করে দাতা সংস্থার দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে। HFMLIP প্রকল্পে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে শুধুমাত্র গ্রামীণ সড়ক নির্মাণে এলসিএস পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের এলজিইডি অংশের এলসিএসএর মাধ্যমে রাস্তা নির্মাণ কাজ চলছে

ডিপিপির শর্ত অনুযায়ী মৎস অধিদপ্তর (DOF) এলজিইডি'র সাথে সমঝোতা স্বারকের মাধ্যমে (MOU) প্রকল্পের মৎস সম্পদ উন্নয়ন অঙ্গ বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। ২৭ মে ২০১৫ তারিখে এরূপ সমঝোতা স্মারক এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী এবং মৎস অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয় যার সফল বাস্তবায়ন হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পটি হাওরের জনগণের জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখতে স্বক্ষম হবে।

ছবিতে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং মৎস অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, ডঃ সৈয়দ আরিফ আজাদ হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (HFMLIP) চাহিদা অনুযায়ী একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর করছেন ।

হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (HFMLIP), এলজিইডি অংশের পরামর্শক সেবা প্রদানের জন্য ছবিতে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং আইসি নেট লিমিটেড, জাপানের পক্ষে জনাব মরিহিরো টাডা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করছেন ।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্প

ভৌগলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের একটি অন্যতম দূর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ১,০৫৭ জন যাদের প্রায় ৭০% গ্রামে বাস করে। বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি, বিশ্ব ব্যাংক এবং বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো'র পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী মাঝারী থেকে অতি দরিদ্র জেলাগুলির মধ্যে উপকূলীয় জেলাসমূহ অন্যতম। আয় বৈষম্যই সার্বিক পরিস্থিতির মূল কারণ। সম্পদের অসম বন্টন, আয় বৈষম্য ও কঠিন দারিদ্রতার জন্য অবহেলিত এই জনগোষ্ঠী বাধ্য হয়েই বিপদসঙ্কুল প্রাকৃতিক দূর্যোগপূর্ণ এলাকায় বাস করে। কিন্তু তাদের অধিকাংশেরই বিশ্বমন্ডলীয় ঝড়, জলোচ্ছ্বাসের তীব্রতা বা সমুদ্রের পানি বৃদ্ধিজনিত কারণে সৃষ্ট বন্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই।

বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়েছে নানা রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, বন্যা, নদীভাঙ্গনের উল্লেখযোগ্য মাত্রাবৃদ্ধিতে জনজীবন বিপদগ্রস্থ। স্বল্প সময়ের 'সিডর', 'আইলা'র মত বড় বড় দুর্যোগের আঘাতে যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবেশ ও জীববৈচিত্র বিপর্যয়সহ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে এই দেশ নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার ফলে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল এলাকা সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁধের অভ্যন্তরে লোনা পানির প্রবেশ চাষাবাদযোগ্য বিশাল অঞ্চল চাষাবাদের অনুপযোগী করে ফেলবে। জলবায়ু বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং স্বল্প সময়ে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে বিদ্যমান ড্রেইনেজ ব্যবস্থা ধ্বংস হবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জলোচ্ছাসের কারণে সমুদ্রের পানিতে বেড়ীবাঁধ ক্ষতিগ্রস্থ হয়, আবাদি জমি প্লাবিত হয় ও ফসল উৎপাদন ব্যাহত হয়। জলবায়ু বিষয়ক প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলা জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। উপকূলীয় এলাকায় বসবাসরত জনসাধারণের অনেকেই বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের বাইরে বাস করায় অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থার মধ্যে থাকে। ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার জনগণকে মূল ভূমিতে স্থানান্তর করা সম্ভব না হবার কারণে এসব এলাকার জনগণকে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট অবস্থা মুকাবিলায় দক্ষ এবং উদ্ভূত অবস্থার সাথে অভিযোজনে সক্ষম করে তোলা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের ব্যবসায়িক ও পরিবহন নেটওয়ার্ক টেকসই এবং জলবায়ুঘাত প্রতিরোধী করার উদ্দেশ্য নিয়ে Climate Change Adaptation-এর সহায়তায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধক প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষতির সম্মুখীন জনগোষ্ঠী ও বেসরকারী খাতের ক্ষমতায়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণই প্রকল্পটির মূল লক্ষ্য।

ডানিডা এবং জিওবি অর্থায়নে মোট ১৪,১০০ লক্ষ টাকায় (ডানিডা ৭০৫০ এবং জিওবি ৭০৫০ লক্ষ টাকা) এই প্রকল্পটি ঘূর্ণিঝড় ও বন্যায় অধিক ক্ষতিগ্রস্ত ৫টি উপকূলীয় জেলার (পটুয়াখালী, বরগুনা, বরিশাল, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর) ১০টি উপজেলায় (রাঙ্গাবালী, কলাপাড়া, আমতলী, তালতলী, বাকেরগঞ্জ, বরিশাল সদর, হাতিয়া, সুবর্ণচর, রামগতি ও কমলনগর) এলসিএস-এর মাধ্যমে জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০১৬ মেয়াদে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির মোট লক্ষমাত্রা নিম্নরূপঃ

১।	সড়ক/বাঁধ রিসেকশনিং	ঃ	৩১৭.০০ কিলোমিটার
২।	এইচবিবি দ্বারা গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	ঃ	২০.০০ কিলোমিটার
৩।	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	ঃ	৮.০০ কিলোমিটার
৪।	সিসি ব্লক রোড	ঃ	৬.০০ কিলোমিটার
৫।	নিস্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (কালভার্ট/ইউ ড্রেন)	ঃ	৬২০.০০ মিটার
৬।	খাল পুনঃ খনন	ঃ	২০.০০ কিলোমিটার
৭।	স্লোপ প্রোটেকশান ওয়ার্ক	ঃ	১০০০.০০ মিটার
৮।	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন	ঃ	২০টি
৯।	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	ঃ	২০টি
১০।	নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর বর্ধিতকরণ ৫টি ও পরিদর্শন বাংলো ২টি	ঃ	৭টি
১১।	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ব্লক গ্রান্ট	ঃ	২০টি

প্রকল্পের কর্মসুচি বাস্তবায়নের মাধ্যমে ১৫০০০ জন এলসিএস মহিলাদের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে এবং ৯,০০,০০০ এলসিএস শ্রম দিবস সৃষ্টি হবে।

নিচে বর্ণিত মানসমূহ অনুসরণে প্রকল্পের বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষে স্কীম নির্বাচন করা হয়ঃ

স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও সুফলভোগী জনগণের (ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ও সদস্য, স্থানীয় জনসাধারণ, স্কুল শিক্ষক, LCS প্রতিনিধি, NGO প্রতিনিধি ইত্যাদি) সাথে workshop অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আলোচনা ও মতবিনিময় করে Participatory Rural Appraisal (PRA)-এর মাধ্যমে স্কীম নির্বাচন করা।

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সমস্যাদি নিরসনের জন্য Hazard Map প্রণয়ন।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে উপকারভোগীদের সাহায্য করে এমন অবকাঠামো।

বন্যা বা ঘূর্ণিঝড় পূর্বাভাসে সাইক্লোন সেল্টার ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানে যাতায়াতকারী সড়ক উন্নয়নে প্রধান্য প্রদান।

কৃষিজমির জলাবদ্ধতা দূরীকরণে খাল খনন অবকাঠামো নির্বাচনে অগ্রাধিকার প্রদান।

দ্রুত বন্যার পানি নিষ্কাশনের জন্য রাস্তার প্রয়োজনীয় কালভার্ট/ইউ-ড্রেন নির্মাণে অগ্রাধিকার প্রাদন।

সাইক্লোন সেল্টার ও এলাকার অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সংযোগকারী সড়কের ক্ষতিগ্রস্থ স্লোপের মেরামতের জন্য স্লোপ প্রোটেকশন স্কীম গ্রহণ।

উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত অবকাঠামো সরকারী মালিকানাধীন জমিতে হতে হবে।

নির্মিত অবকাঠামো ব্যবহারে স্থানীয় সকল জনগণের অধিকার থাকবে।

পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং উপকূলীয় উইন্ড ব্রেকার হিসাবে কাজ করে এরূপ বৃক্ষরোপণে অগ্রাধিকার প্রদান।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে 'এলসিএস'-এর মাধ্যমে মোট ১২,৫৭৫ জনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে, যাদের মধ্যে ৮৮৯ জন পুরুষ এবং ১১,৬৮৬ জন মহিলা। সর্বমোট ৫,৪৪,৩৭০ জনদিবস কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। এই অর্থবছরে ভৌত কর্মসূচি বাস্তবায়নে অর্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

১)	সড়ক/বাঁধ রিসেকশনিং	ঃ	১৩৬ কিলোমিটার
২)	এইচবিবি দ্বারা গ্রামীণ সড়ক উন্নয়ন	ঃ	১১ কিলোমিটার
৩)	ইউনিয়ন সড়ক উন্নয়ন	ঃ	০.৭৫ কিলোমিটার
৪)	সিসি ব্লক রোড	ঃ	০.৭৫ কিলোমিটার
৫)	নিস্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ (কালভার্ট/ইউ ড্রেন)	ঃ	১০০ মিটার
৬)	খাল পুনঃ খনন	ঃ	১৮ কিলোমিটার
৭)	স্লোপ প্রোটেকশান ওয়ার্ক	ঃ	৮০০ মিটার
৮)	বৃষ্টির পানি সংরক্ষণের জন্য পুকুর খনন	ঃ	৩টি
৯)	গ্রামীণ বাজার উন্নয়ন	ঃ	৪টি
১০)	ইউনিয়ন পরিষদের জন্য ব্লক গ্রান্ট	ঃ	৬টি

ছবিতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের এলসিএস মহিলাদের কাজ পরিদর্শনকালে ডেনমার্কের মাণ্যবর ডেভলপমেন্ট ও ট্রেড মিনিষ্টার এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী করমর্দন করছেন ।

ছবিতে জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের এলসিএস মহিলাদের সহমর্মিতার নিদর্শন স্বরূপ ডেনমার্কের মাণ্যবর ডেভলপমেন্ট ও ট্রেড মিনিষ্টার মাটির কাজে অংশগ্রহণ করছেন ।

জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন প্রকল্পের চলমান কাজের উপর গৃহীত আরও কিছু আলোকচিত্র

এলসিএস মহিলারা মাটির রাস্তা উন্নয়নের কাজ করছেন

ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত এলসিএস মহিলাদের সাথে মতবিনিময় করছেন ।

এলসিএস মহিলারা ইউ-ড্রেন নির্মাণ করছেন

এলসিএস মহিলারা খাল খননের কাজ করছেন

এলসিএস মহিলারা রাস্তার পেভমেন্ট নির্মাণে এইচবিবি'র কাজ করছেন

এলসিএস মহিলারা গ্রহণ করছেন

হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)/জলবায়ু অভিযোজন ও জীবিকা সংরক্ষন প্রকল্প (ক্যালিপ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন 'ইফাদ' ও স্প্যানিশ ট্রাষ্ট ফান্ড সাহায্যপুষ্ট 'হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (হিলিপ)' হাওর অধ্যুষিত কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা ও বি-বাড়িয়া জেলার ২৮ টি উপজেলায় জানুয়ারী ২০১২ - জুন ২০১৯ মেয়াদকালে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'জলবায়ু অভিযোজন ও জীবিকা সংরক্ষণ প্রকল্প (ক্যালিপ)' উক্ত হিলিপ-এর সহযোগী প্রকল্প হিসাবে অতিরিক্ত কিছু কার্যক্রম নিয়ে জুলাই ২০১৪ থেকে যাত্রা শুরু করে। এই হিলিপ ও ক্যালিপ-এর উপকারভোগীর সংখ্যা প্রায় ৩৮ লক্ষ দরিদ্র মানুষ। হাওর অঞ্চলের দারিদ্র হ্রাসকরণ তথা যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার উন্নয়ন, দক্ষতা ও কর্মসংস্থানের উন্নয়ন ও স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে এই প্রকল্প যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন, পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, সমাজ ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, জীবিকার নিরাপত্তা, পরিবেশ অভিযোজনের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি ইত্যাদি বিভিন্নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

প্রকল্পের শুরু থেকে এ পর্যন্ত উক্ত ৫টি জেলায় অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ৪৪ কিলোমিটার উপজেলা সড়ক, ৫৬ কিলোমিটার ইউনিয়ন সড়ক, ৮৬ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক, ১১২৬ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট, ১৬টি বোট ল্যান্ডিং ঘাট, ১৪টি গ্রামীণ বাজারের উন্নয়ন, ৪টি বাজার রক্ষা দেয়াল এবং ২৪টি গ্রাম রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ১৪,৮৪৯ জন দরিদ্র লোকের (এলসিএস) ২,৮৩,১৪৪ কর্মদিবসের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। স্থানীয় সম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় ১৯.৫৪ কিলোমিটার খাল খনন, ৩৩৫টি বিল উন্নয়ন, ১১টি বিল খনন এবং ১২,২০০টি হিজল-করচ গাছের চারা রোপণ করা হয়েছে। এরূপ কার্যক্রম দ্বারা ২,৯৯৭ জন দরিদ্র মানুষের (এলসিএস) জন্য ৪৮,৪৫০ কর্মদিবস কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেছে। 'জীবিকার নিরাপত্তা' কার্যক্রমের আওতায় ৪৬,৫০২ জন দরিদ্র কৃষককে ১,৮৯০টি দলে (সিআইজি) সংগঠিত করা হয়েছে, তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের পর ৭৭০টি 'প্রদর্শনী প্লট' তৈরী করা হয়েছে এবং উন্নত চাষাবাদ পরিচালনা করা হচ্ছে । তাছাড়া, উক্ত কার্যক্রমের আওতায় ৩৭,১৩৭টি গবাদি পশুকে টিকাদান করা ও কৃমির ঔষধ খাওয়ানো হয়েছে এবং ১,৪০০টি গাভীকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। ২১০জন বেকার নারী/পুরুষকে পশু চিকিৎসক (প্যারাভেট) প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ১৫৯ ব্যক্তিকে ব্যবসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও, ভ্যলুচেইন কার্যক্রমের মাধ্যমে শতশত কৃষকের উৎপাদিত পণ্যের সঠিক মূল্য প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। হাওর অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে 'ইফাদ'-এর সাহায্যপুষ্ট ও PKSF কর্তৃক বাস্তবায়নীধন PACE প্রকল্পের মাধ্যমে অর্থ যোগান বা ঋণ কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। 'হিলিপ'-এর মাধ্যমে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে 'এলসিএস' দলে ৩,১০৪ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং ৬,৯২১ জন মহিলা 'সিআইজি' দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উৎপাদনমুখী কাজে যুক্ত হয়েছেন।

'হিলিপ'-এর সহযোগী প্রকল্প 'ক্যালিপ'-এর আওতায় ১,৩৭,৮৪৪ ব্যক্তিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান ও তাদের কর্মসংস্থানের পরিকল্পনার মধ্যে এ পর্যন্ত ১,২২০ জনকে পুকুরে মাছ চাষ, ২০ জনকে সেলাই, ৩০ জনকে ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ২০ জনকে মোবাইল ফোন ও কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়া, হাওরবাসীদের বন্যা সংক্রান্ত আগাম সতর্কবার্তা প্রদানের পদক্ষেপ হিসাবে বুয়েট, বিএমডি, বিডব্লিউডিবি-এর সাথে এলজিইডি'র সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহ হিলিপ ও ক্যালিপ-এর সহযোগি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বাংলাদেশের হাওর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন, কর্মস্ংস্থান সৃষ্টি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাব মুকাবিলায় কাজ করে যাচ্ছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে অংগভিত্তিক উল্লেখযোগ্য অর্জন

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গ

এই উপাঙ্গের আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ/ উন্নয়ন এবং ঐ সমস্ত সড়কের উপর সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ করা হচ্ছে। এছাড়া, মালামাল ওঠানো-নামানোর জন্য কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ ঘাটও নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর তথ্যাদি সারণিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

হাওর এলাকায় নির্মিত একটি উপজেলা সড়ক

যোগাযোগ অবকাঠামো উপাঙ্গের অর্জিত অগ্রগতি

উপ-অংগ	ভৌত অগ্রগতি (২০১৪-১৫)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
উপজেলা সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	১৩	১৩
ইউনিয়ন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	২৪	২৪
উপজেলা সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৩৪০	১৭৯
ইউনিয়ন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৩৭০	২৭৫
গ্রামীন সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	২৯০	২৯০
সুনামগঞ্জের সড়কে সেতু ও কালভার্ট নির্মাণ (মিটার)	৪৭৮	৪০৪
ঘাট নির্মাণ (সংখ্যা)	৭	৭
পিপিআর এবং নির্মাণ অবকাঠামোর মান সম্পর্কে ঠিকাদারগণক্ক প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যাচ-সংখ্যা)	১০	১০
আইএমসি কর্তৃক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন ও পরিবীক্ষণ (বার)	৭৫	৭৫

কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গ

প্রকল্পের পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশ নিয়ে স্থানীয় জনগণ স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে। এই অর্থবছরে রাস্তা এবং বাজার উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে ১৪,৮৪৯ এলসিএস সদস্যের স্বল্পমেয়াদি কর্মসংস্থান হয়েছে, যার মধ্যে ৮,৭৯৭ জন পুরুষ এবং ৬,০৫২ জন মহিলা। এলসিএস সদস্যগণের মধ্যে ৭,৭৫,৪২,৫৮৬/- মজুরী হিসাবে প্রদান ও ৪৩,৬৭,০৪৭/- লভ্যাংশ হিসাবে বিতরণ করা হয়েছে।

কর্মব্যস্ত এলসিএস সদস্যরা

কমিউনিটি অবকাঠামো উপাঙ্গের অর্জিত অগ্রগতি

উপাঙ্গের নাম	ভৌত অগ্রগতি (২০১ ৪-১৫)	
	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
গ্রামীন সড়ক নির্মাণ (কিলোমিটার)	৭৫	৭৫
গ্রামীন বাজার উন্নয়ন (সংখ্যা)	২৭	১০
গ্রাম রক্ষা বাঁধ নির্মাণ (সংখ্যা)	১০	১২
বাজার রক্ষা বাঁধ নির্মাণ (সংখ্যা)	১৩	৮
এলসিএস সদ্যসের প্রশিক্ষণ প্রদান (ব্যাচ -সংখ্যা)	২৭৫	৩২১

সমাজভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা উপাঙ্গ

এই উপাঙ্গের আওতায় ৩৩৫টি বিলে 'হিলিপ' বিল ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ও ফসলে সেচের সুব্যবস্থার জন্য ১৯.৪৫ কিলোমিটার খাল খনন করা হয়েছে এবং ১৪টি হিজল করচ নার্সারী স্থাপন করা হয়েছে। ২৭৮টি বিল ব্যবহারকারী দলে মোট ৮,৭০০ জনকে ১,৭০,১৫,৪৯২/- লভ্যাংশ প্রদান করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ২,১৭০ জনই মহিলা। মৎস্য সম্পদ আহরণ ও সংরক্ষণে জনসচেতনতা তৈরীর জন্য এই প্রকল্প জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে।

'খননকৃত খাল

জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গ

প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শনী সহায়তার মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবিকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই অঙ্গ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত করেছে, যার ফলে আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিবেদনাধীন সময়ে ১,৮৯০টি 'সিআইজ' দলে ৪৬,৫০২ জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকল্পের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছে যাদের মধ্যে ২৭,৪৭৬ জনই মহিলা। এছাড়া, প্রকল্প এলাকায় প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের জন্য স্থানীয় উৎসাহী বেকার যুব নারী ও পুরুষের মধ্য থেকে ২৪০ জনকে নির্বাচন করে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে Paravets হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে।

প্রদর্শনী করলা ক্ষেত

জীবিকা নিরাপত্তা উপাঙ্গের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি

কার্যক্রম	একক	ভৌত অগ্রগতি (২০১৪-১৫)	
		লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন
'সিআইজি' দল গঠন	দল সংখ্যা	১৮৯০	১৮৯০
'সিআইজি' দল প্রশিক্ষণ	সংখ্যা	৪৫০	৪৩৮
প্রদর্শনী শস্য	সংখ্যা	২৩৮	২৩৪
প্রদর্শনী প্রাণীসম্পদ	সংখ্যা	১৪২	১৩৯
প্রদর্শনী মৎস্য	সংখ্যা	৭০	৬৭

মানবসম্পদ উন্নয়ন

নিয়মানুযায়ী প্রকল্পের কর্মী ও লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী উভয়ের জন্যই বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে প্রকল্পটির কর্মীদেরকে ফাউন্ডেশন ট্রেনিং, আর্থিক ব্যবস্থাপনা, স্কীম প্রণয়ন, মাননিয়ন্ত্রণ, আইসিটি কম্পিউটার ও খাল খনন সফটওয়্যার ব্যবহার, পিআরএ, মনিটরিং এবং ইভ্যালুয়েশন ও নলেজ ম্যানেজমেন্ট এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। জেন্ডার মূলধারাকরণ বিষয়ের উপরেও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উপকারভোগীদের মধ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে ৬,৭৭০ জন এলসিএস এবং ১২,২৩১জন সিআইজি সদস্যও প্রশিক্ষণ পেয়েছে। এ ছাড়াও, প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় উৎসাহী বেকার যুব নারী ও পুরুষের মধ্য থেকে নির্বাচন করে মোট ২১০ জনকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে Paravets হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছে।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের হিলিপ কার্য এলাকা পরিদর্শন

সরকারী পর্যায় থেকে অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান 'হিলিপ'-এর কার্য এলাকা প্রতিবেদনকালীন সময়ে পরিদর্শন করেন। এছাড়া, IFAD এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ- Ms. Hoornae Kim, Director, Asia-Pasific Region, IFAD, Mr. Hubert Boirard, CPM Ges Mr. Nicolas Syed, CPO Bangladesh 'হিলিপ' - এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

অর্থ ও পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী জনাব মোঃ আব্দুল মান্নান এবং Ms. Hoornae Kim, ডাইরেক্টর, ইফাদ এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন।

Mr. Nicolas Syed, CPO, IFAD Bangladesh এর প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন।

মাতৃত্ব ও নারীর দারিদ্র

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন অঙ্গের আওতায় এই প্রকল্পে হাওর অঞ্চলের দরিদ্র পরিবার থেকে আসা নারীরা এলসিএস অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। এরা একাধারে যেমন পরিবারের ভরণপোষণকারী, তেমনি এদের অনেকেই শিশু সন্তানের জননী। মায়ের অনুপস্থিতিতে এই সমস্ত পরিবারে শিশুর দেখাশুনা করার মত কেউ থাকে না। এই বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ জেন্ডার ইস্যু হিসাবে বিবেচনায় এনে 'হিলিপ' প্রতিটি কার্যস্থলে 'ডে-কেয়ার সেন্টার' হিসেবে ব্যবহারের জন্য একটি অস্থায়ী ছাউনী তৈরীর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, যার ফলে মাতৃত্বের পাশাপাশি নারীর শ্রমবাজারে অংশগ্রহণ সহজ হচ্ছে।

নারীর কর্মসংস্থান

এই প্রকল্পে একদিকে পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন এবং বিল ও খাল খনন কার্যক্রমে নারীরা অংশ নিয়ে স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন। অপরদিকে, 'জীবিকা নিরাপত্তা' উপাঙ্গে অংশ নিয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদর্শনী সহায়তার মাধ্যমে নারীরা আত্মকর্মসংস্থানেরও সুযোগ পাচ্ছে। এই অর্থবছরে এলসিএস দলে ৩,১০৪ জন নারী অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও স্বল্পমেয়াদে কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন এবং ৬,৯২১ জন নারী 'সিআইজি' দলে অন্তর্ভুক্ত হয়ে প্রকল্পের কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়েছেন এবং উৎপাদনমূলক কাজের সাথে যুক্ত হয়েছেন।

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন প্রকল্প

প্রেক্ষাপট

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির সহায়তায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাব সহন ক্ষমতা বৃদ্ধি শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি একটি সেফটি নেট প্রকল্প এবং এটি বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন প্রভাবের সাথে স্থানীয় দুঃস্থদের অভিযোজনের মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধি করতঃ তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সহায়তা করে। কৃষি ফসল রক্ষার নিমিত্তে বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ নির্মাণ, ড্রেনেজ খাল উন্নয়ন, কমিউনিটি বসত ভিটা উঁচুকরন, পশু সম্পদের জন্য বন্যা কালীন আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ, কমিউনিটি সেবা কেন্দ্র/ মার্কেট সংযোগকারী সড়ক উন্নয়ন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনে উদ্ভুত বিরুপ প্রভাব মুকাবিলায় সক্ষম কমিউনিটি অবকাঠামো এই প্রকল্পের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, উপকারভোগীদেরকে দুর্যোগ মুকাবিলায়, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি এবং আত্নকর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রদান করা হয়। প্রকল্পটিতে মহিলাদের নিয়োগ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যাদের অংশগ্রহণ কমপক্ষে ৭০ শতাংশে নির্ধারণ করা হয়েছে বাস্তবে প্রকল্পে ৯০ শতাংশের অধিক মহিলা নিযুক্ত আছে।

কর্মীগণকে মজুরি হিসাবে খাদ্য এবং নগদ অর্থ প্রদানের সংস্থান প্রকল্পটিতে আছে। মজুরি পরিশোধ হিসাবে এরূপ নগদ অর্থ এবং খাদ্য প্রদান কর্মীগণের অনিরাপত্তা হ্রাসের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক। এছাড়া, কমিউনিটি সম্পদ/অবকাঠমো দুর্যোগ প্রতিরোধ করে এবং কৃষিজমি পুণর্বাসন করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করে ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সরকার এবং বিশ্বখাদ্য কর্মসূচির মধ্যে জোরদার অংশীদারিত্ব আছে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর স্কিম নির্বাচন, নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণে কারিগরী ও বাস্তবায়ন সহায়তা প্রদান করে। এলজিইডি প্রকল্প বাস্তবায়নে সকল নগদ অর্থ প্রদান করে এবং প্রকল্পটির বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন করে।

দুর্যোগ সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রমসমূহ

লোকাল লেভেল প্ল্যানিং

প্রকল্পটি মাঠ পর্যায় থেকে কেন্দ্রিয় পর্যায়ে-বটম আপ এ্যাপ্রোচ অনুসরণ করে। স্থানীয় পরিকল্পনায় এরূপ হস্তক্ষেপ (ইন্টারভেনশন) ফলে স্কিম নির্বাচন ও স্কিমের মালিকানার ক্ষেত্রে কমিউনিটির বৃহদাংশের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করে। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, মহিলা/পুরুষ কমিউনিটি সদস্য, স্থানীয় অভিজাত, দুঃস্থ, স্কুল শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা সমন্বয়ে একটি পরিকল্পনা ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয় যেখানে ওয়ার্ড পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকিসমূহ চিহ্নিত করে অগ্রাধিকার নিরূপণ করা হয়। অগ্রাধিকার নিরূপণের ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যক জনগণকে উপকার করে এমন স্কিমমূহকে প্রাধান্য প্রদান করা হয়। প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত সম্পদের প্রেক্ষিতে অগ্রধিকার তালিকা থেকে জনগণ সর্বাধিক উপকৃত হয় এমন স্কীমসমূহ গ্রহণ করা হয়।

দুর্যোগ মুকাবিলা-সক্ষম অবকাঠামো

স্থানীয় পরিকল্পনার মাধ্যমে দুর্যোগ মুকাবিলা-সক্ষম বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার, কমিউনিটি বসত ভিটা উঁচুকরণ, পশু সম্পদের জন্য বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ/মাটি উঁচুকরণ, নিষ্কাশন/সেচ খাল উন্নয়ন, সড়ক কাম বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি সামাজিক অবকাঠামোর একটি অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করা হয় এবং বরাদ্দকৃত সম্পদের প্রেক্ষিতে নির্বাচিত স্কিমসমূহের দুর্যোগ মুকাবিলা-সক্ষম ডিজাইন প্রণয়ন করা হয়। নির্মাণ কাজ স্থানীয় দুঃস্থ মহিলাদের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয় যাতে তাদের আয় বাড়ে তথা পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায়।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ ও আত্নকর্মসংস্থান প্রশিক্ষণ

প্রকল্পে নিযুক্ত কর্মীগণ দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকরণ পরিকল্পনা, জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন এবং আপদকালে বেঁচে থাকার উপরে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। আপদকালে আশ্রয় কেন্দ্রে যাওয়া, আপদকালের জন্য খাদ্য/সুপেয় পানি সংরক্ষণ করা বিষয়গুলি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তাছাড়া, প্রশিক্ষনার্থীগণ প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা, পুষ্টি, পরিচ্ছন্নতা ও আত্নকর্মসংস্থান বিষয়েও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন যাতে তারা প্রকল্প থেকে অবমুক্ত হবার পর তারা পুনরায় দুঃস্থ অবস্থায় ফিরে না যান এবং তাদের জীবনযাত্রার মান বজায় থাকে।

উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য অনুদান

মহিলাগণ আত্মকর্মসংস্থানে বিনিয়োগ ও তাদের দৈনন্দিন চাহিদা মিটানোর জন্য নগদ অনুদান ও মাসিক ভাতা পান, যা তাদেরকে অর্থনৈতিক দৃঢ়তা দেয় এবং তাদের পরিবারকে দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মুকাবিলায় অধিকতর প্রস্তুত করে।

অংশগ্রহণকারীদের দু' বছরে ২০০ দিনের 'কাজের বিনিময়ে টাকা' এবং ১২ মাসের প্রশিক্ষণের বিনিময়ে খাদ্য ও নগদ অর্থ (প্রতিমাসে ১৫ ঘন্টার সেশন) প্রদান করা হয়। সম্পদ সৃষ্টির কাজ করাকালীন সময়ে প্রতিজন অংশগ্রহণকারী প্রতিদিন ২ কেজি চাল/গম, ২০০ গ্রাম ডাল এবং ১০০ গ্রাম ভোজ্য তেলসহ নগদে ৫৮ টাকা আয় করেন। প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে তারা মাসিক ২২.৫০ কেজি চাল ও ৬৫২ টাকা পান। তৃতীয় বছরে সর্বাধিক দারিদ্রপ্রবণ এলাকায় অংশগ্রহণকারী পরিবারের মহিলারা আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ১৫,০০০ টাকা অনুদান পান। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে WFP প্রতিশ্রুত খাদ্য দিতে না পারায় বাংলাদেশ সরকারের অর্থ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকালে (জুলাই - ডিসেম্বর) কর্মীগণের প্রত্যেকে মাসে ৬৫২ টাকা নগদ এবং জানুয়ারী- জুন মেয়াদে সম্পাদিত কাজের বিপরীতে প্রতিদিন নগদে ১৪৫ টাকা পেয়েছেন।

কর্মসূচি বাস্তবায়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ

কর্মসূচি বাস্তবায়নে নারী শ্রমিকেরা প্রাধান্য পায় এবং এক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের শতকরা ৭০ জনই মহিলা। খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরণ ও তদারকির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটিগুলি প্রধানতঃ মহিলাদের নেতৃত্বে গঠিত হয়। তাছাড়া, মহিলারা তৃতীয় বছরে বিনিয়োগের জন্য অনুদান পেয়ে থাকেন।

অংগ্রহনকারীদের নেতৃত্ব দানের জন্য প্রধানত মহিলাদের নির্বাচিত করা হয়। তারা এনজিও এর সাথে আলোচনা করে প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করে এবং মজুরী বাবদে প্রাপ্ত খাদ্য ও নগদ অর্থ বিতরন করে। নির্বাচিত নেতা হিসাবে মহিলাগণ প্রকল্পে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং কমিউনিটিতে সহায়তা করছে মর্মে পরিচিতি পায়।

প্রকল্পটিতে কমপক্ষে ৭০ শতাংশ মহিলা নিয়োগের সংস্থানের প্রেক্ষিতে ৯০ শতাংশের অধিক মহিলা কর্মী প্রকল্পটিতে নিয়োজিত আছেন।

বিশ্বখাদ্য কর্মসূচি খাদ্য/ টাকার বিনিময়ে কাজ ও প্রশিক্ষণ কার্যস্থলে শিশু পরিচর্যা সেড, খাবার পানি ও টয়লেট ইত্যাদি প্রদান করেছে, যা কমিউনিটি এবং কর্মীগণের নিকট বিশেষভাবে প্রসংশিত হয়েছে।

সংক্ষেপে প্রকল্পটির ২০১৪-১৫ অর্থ বছরের কর্মকান্ড

বরাদ্দ	ঃ	৭৭ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা
বাংলাদেশ সরকার	ঃ	৭৫ কোটি টাকা
ডব্লিউ.এফ.পি	ঃ	২ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা
অংশগ্রহণকারী	ঃ	প্রশিক্ষণ কাজে ৭৯,৫০০ জন, এবং কমিউনিটি সম্পদ সৃষ্টির কাজে ৪২, ৫০০ জন
মোট উপকারভোগী	ঃ	প্রায় ৪ লক্ষ।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে আত্মকর্মসংস্থানের জন্য নির্বাচিত ৮,৯৮২ জন কর্মীর প্রত্যেকে এককালীন ১৫,০০০.০০ টাকার অনুদান পেয়েছেন। এ কর্মসূচি দরিদ্র পরিবারগুলিকে দারিদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের অর্জন

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিঃ ড্যান ডব্লিউ মোজেনা প্রকল্পের গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা উপজেলার উপকারভোগীদের বসতভিটা পরিদর্শন করছেন।

IMED'র মহাপরিচালক জনাব শেফাউল আলম সাতক্ষীরা জেলার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

- কমিউনিটি দূর্যোগ সহন ক্ষমতা বেস লাইন স্কোর শতকরা ৫৬.৫ থেকে ৬৩.৭ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি (দূর্যোগ মুকাবিলা সক্ষম অবকাঠামো ও দূর্যোগ প্রবণতার ভিত্তিতে তৈরী হয়);
- ১৫৭ কিলোমিটার গ্রামীণ বাঁধ কাম সড়ক নির্মাণ, ৬৬টি ক্লাস্টার হোমস্টেড উঁচুকরণ এবং ৫৬ কিলোমিটার সেচ ও নিষ্কাশন খাল খননের মাধ্যমে ৭০টি কমিউনিটির উন্নত অবকাঠামো নির্মাণ;
- ৪২,৫০০ অংশগ্রহণকারীকে কমিউনিটি সম্পদ সৃষ্টির কাজে ২৮৯৭.৪০ লক্ষ টাকা নগদ অর্থ এবং ৭৯,৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান;
- পরিবারের সদস্যসহ এ প্রকল্পের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রবণ ১২২টি ইউনিয়নের প্রায় ৪ লক্ষ অধিবাসী উপকৃত হয়েছে;
- অংশগ্রহণকারী পরিবারের খাদ্য গ্রহণ জরীপ চলাকালীন সময়ের ৩৬ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৪ সালে ৫৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে;
- মহিলাদের ক্ষমতায়ন করেছে-স্থানীয় পর্যায়ে কমিটিসমূহে মহিলা নেতৃত্বে ৮৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে।
- দূর্যোগ সক্ষমতা-কমিউনিটি ভিত্তিক অবকাঠামো স্কোর গড় বেজলাইন ৩১.১ থেকে বেড়ে ৫১.৪ দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে নেদারল্যান্ডস দূতাবাসের একটি মিশন খুলনা জেলার দাকোপ উপজেলার প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করছেন।

বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পের কাজের মূল্যায়ন

IFFRI প্রতিবেদনের উদ্ধৃতাংশ

প্রকল্পটি মহিলাদের ক্ষমতায়নের সহায়তা করে। প্রকল্পের ৮৫% এর বেশী প্রশিক্ষণার্থীরা মহিলা/মহিলাদের মাধ্যমে খাদ্য এবং অর্থ বিতরণের সহায়তার জন্য মহিলাদের নেতৃত্বে কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাছাড়া সুবিধাভোগী পরিবারগুলোর মহিলারাই তৃতীয় বছরে উৎপাদনমুখী বিনিয়োগের জন্য একালীন অনুদান পেয়ে থাকে। মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াও বিশেষ উৎসাহব্যঞ্জক যা ইআর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীদের নিজস্ব উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে ইতিবাচক ধারা প্রদর্শন করে। তাছাড়া, মহিলারা শিশু শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা এবং মেয়েদের বিয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

ইআর কর্মসূচির বিভিন্ন ইতিবাচক ফলাফল প্রদর্শন করেছে- যেমন খাদ্য উপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্য বহির্ভূত ব্যয় বৃদ্ধি, উৎপাদন ও অউৎপাদনশীল সম্পদ বৃদ্ধি, অকৃষি প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগ এবং কৃষিখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ।

সামগ্রিকভাবে প্রকল্পটি অতি দরিদ্র পরিবারগুলোর ইআর কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পটি সামগ্রিকভাবে পরিবর্তনের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া প্রদর্শন করেছে। বেজ লাইন থেকে প্রকল্প শেষ পর্যন্ত পল্লী পরিবারগুলির দ্রারিদ্রের গন্ডি থেকে বেরিয়ে আসা, খাদ্য গ্রহণ বৃদ্ধি পাওয়া, আত্নকর্মসংস্থান কর্মকান্ডে নিবীড়ভাবে অংশগ্রহণ করা, মহিলাদের ক্ষমতায়ন করা এবং তাদের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা, এ সকলই ইআর কর্মসূচির ইতিবাচক সাফল্য প্রদর্শন করে।

WFP কান্ট্রি প্রোগ্রাম TANGO INTERNATIONAL প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মূল্যায়ন ঃ

- দূর্যোগ প্রস্তুতি ব্যবস্থাপনা জ্ঞান প্রকল্প বেনিফিসিয়ারীদের মাঝে সীমাবদ্ধ রয়েছে, যা কমিউনিটি পর্যায়ে ছড়িয়ে দেয়ার পদক্ষেপ প্রকল্প থেকে নেয়া যায়।
- মহিলা ক্ষমতায়ন সূচক, গৃহস্থালী ও কমিউনিটি পর্যায়ে জেন্ডার ইস্যু, মহিলাদের আয়, ঋণ গ্রহণ, যোগাযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি সংবেদনশীল করেছে।
- খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার প্যাটার্ন, খাদ্য গ্রহন ও আয় বৃদ্ধি প্রকল্প বেনিফিসিয়ারীদের মাঝে প্রকল্প উদ্যোগ সফল হয়েছে।

অংশগ্রহণমূলক "ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক ও ইফাদ এর অর্থায়নে গৃহীত "অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর" শীর্ষক প্রকল্পটি টেকসই কৃষি ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের দারিদ্র হ্রাসকরণ কর্মসূচিকে সহায়তা করছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে উপ-প্রকল্প এলাকার সকল শ্রেণী ও পেশার জনগণ দ্বারা পরিচালিত একটি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রচলন করাই হচ্ছে এ প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রকল্পটি ২৭০টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নসহ এবং প্রথম ও দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বাস্তবায়িত উপ-প্রকল্পগুলোর মধ্য থেকে বাছাইকৃত ১৫০টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকার ২,২০,০০০ হেক্টর জমিতে দানাদার শস্য উৎপাদন ৫,৫৬,০৫৩ টন থেকে ৭,৩৫,৬৮৭ টনে এবং অদানাদার শস্য উৎপাদন ২,৮২,৫৬৯ টন থেকে ৪,১২,৭৫০ টনে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৫১টি নতুন উপ-প্রকল্পের ভৌত কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ১১টি উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং ৪০টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া, প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধি উপাংগের আওতায় একই বছরে গৃহীত ৩০টি উপ-প্রকল্পের মধ্যে ৫টি উপ-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে এবং বাকি ২৫টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। উপ-প্রকল্প এলাকার দরিদ্র এবং দুঃস্থ নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে ৭৮৩টি এলসিএস দল গঠন করা হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের মাটির কাজে ১৩,৯৫০ জন নারী এবং ২৫,৩৫০ জন পুরুষ চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের আওতায় সরাসরি কাজ করেছে। প্রাতিষ্ঠানিক জনবল, পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে ৮০৬টি প্রশিক্ষণ ব্যাচে ২২,৪৫৯ জন পুরুষ ও ১৪,১২৩ জন নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার ফলে ৬৩,৪৫৪ প্রশিক্ষণ দিবস অর্জিত হয়েছে।

তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত উপ-প্রকল্প প্রস্তাবের মধ্য থেকে এ পর্যন্ত মোট ৩৩১টি প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পের অংশগ্রহণমূলক গ্রামীণ সমীক্ষা (পিআরএ), ২৫১টি উপ-প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (এফএস) এবং ২২৭টি উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ৫৮টি নতুন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ৩১টি উপ-প্রকল্পের কার্যকারিতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ফরিদপুর জেলার মধুখালী উপজেলাধীন শ্রীরামপুর উপ-প্রকল্পের বাঁধে বৃক্ষরোপণ, বাঁধের ঢালে সবজি চাষ এবং ধানক্ষেতে মাছ চাষ

নগর উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০১০ সালের তথ্য মতে নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করে, যার এক-তৃতীয়াংশই অতি দরিদ্র। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালিত বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নগর দারিদ্রের বিষয়টিকে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রাধিকারযোগ্য বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশে নগর জনসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধির (বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে) সঙ্গে সঙ্গে নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জন বাড়িয়ে এবং আয় সংশ্লিষ্ট নয় অথচ দারিদ্রের কারণ এমন বিষয়, যেমন-অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, স্বাক্ষরতা, নিরাপদ পানি সরবরাহ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, অনিশ্চিত জীবন জীবিকা, সরকারী-বেসরকারী সেবার অভাব ইত্যাদির ক্ষেত্রে উন্নতি সাধন করে জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন এবং একই সঙ্গে পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে মহিলাসহ সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে এলজিইডি'র আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পভুক্ত সিটি কর্পোরেশনসহ সকল পৌরসভায় ''দারিদ্র্য বিমোচন কর্মপরিকল্পনা'' প্রস্তুত করা হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে এলজিইডি কর্তৃক নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ৮৫.৬৮ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে যার মধ্যে ''নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি অন্যতম। প্রকল্পটি দেশের ২৩টি পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ৩০ লক্ষ দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে নারী ও বালিকাদের জীবনমান ও জীবিকার উন্নয়ন সাধনের উদ্দেশ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তিতে বসবাসরত দরিদ্র ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে প্রাথমিক দল, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (সিডিসি), ক্লাষ্টার সিডিসি ও টাউন ফেডারেশন গঠন করে তাদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে কমিটিগুলো ৩৫,০৯,৮৪১ জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে কাজ করছে।

প্রকল্পের সকল কার্যক্রমই 'কমিউনিটি কন্ট্রাক্ট'-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে কমিউনিটি নিজেদের কাজ নিজেরাই বাস্তবায়ন করে। প্রচলিত ক্রয় পদ্ধতি অনুযায়ী ঠিকাদারের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়ন করা হয় না বিধায় তৃতীয় পক্ষের লভ্যাংশ ভোগের কোন সুযোগ নেই। জীবনমান ও আবাসস্থলের উন্নয়নের জন্য ফুটপাত, ড্রেন, ল্যাট্রিন, টিউবওয়েল, বাথরুম, কমিউনিটি সেন্টার, স্ট্রিট লাইট, ডাস্টবিন, বন্ধুচুলা ইত্যাদি এবং জীবিকার উন্নয়নের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য অনুদান প্রদান, নগর খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুদান প্রদান, শিক্ষা অনুদান প্রদানসহ বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক (ডে-কেয়ার সেন্টার উন্নয়ন, মাল্টিপারপাস সেন্টার উন্নয়ন, চিকিৎসা সেবা ইত্যাদি) কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। দারিদ্র্য মোকাবিলায় কমিউনিটি জনগোষ্ঠী 'সেভিংস এন্ড ক্রেডিট গ্রুপ' (SCG) গঠন করে নিজেরা অর্থ সঞ্চয় করে এবং সঞ্চিত অর্থ থেকে কমিউনিটি সদস্যদের মাঝে ঋণ প্রদান কার্যক্রম পরিচালনা করে। এ ঋণের টাকা নিয়ে তারা জীবিকার উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসা করার উদ্যোগ নেয়। এভাবে তারা কমিউনিটি ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং সেটিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্ট চালাচ্ছে। দারিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তির সংগ্রামে ঐ সমস্ত নগর বস্তিবাসী দরিদ্র/হতদরিদ্র কমিউনিটি জনগোষ্ঠীর পাশে থেকে সার্বক্ষণিক সহায়তা প্রদান করছে ও সাহস যোগাচ্ছে ''নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ'' শীর্ষক প্রকল্পটি।

টাঙ্গাইল শহরে ইউপিপিআর প্রকল্পের শিক্ষা অনুদান বিতরণ করছেন মাননীয় মেয়র জনাব সহিদুর রহমান খান মুক্তি

নগর খাদ্য উৎপাদন দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত মেলা পরিদর্শণ করছেন নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভি

ইউপিপিআর প্রকল্পে প্রাথমিক দলের সদস্যদের নিয়ে সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের উপর সভা পরিচালনা করছে কমিউনিটি ফ্যাসিলিটেটর

ব্যবসারত ইউপিপিআর প্রকল্প হতে অনুদানপ্রাপ্ত হতদরিদ্র নারী

আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	সংখ্যা	টাকা (লক্ষ)	উপকারভোগীর সংখ্যা
১	শিক্ষানবিস	৭,৭৩৭	৩৬৪.৩৭	২৪,৩৯৪
২	ব্লক গ্রান্ট	৭,৩৮৪	৪০৬.৭০	
৩	শিক্ষা অনুদান	৩২	২৮২.২০	
৪	সামাজিক উন্নয়ন	৮,৪৬৭	২২৩.২৭	
৫	নগর খাদ্য উৎপাদন	৭৭৪	১৫.৭৭	
	সর্বমোট	২৪,৩৯৪	১২৯২.৩১	

অন্যান্য কর্মকান্ডের মাধ্যমে সৃষ্ট কর্মসংস্থান এবং দারিদ্র বিমোচন

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী ও নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের প্রকল্পসমূহ এবং রাজস্ব কর্মসূচির আওতায় উপজেলা সড়ক, ইউনিয়ন সড়ক ও গ্রাম সড়ক, গ্রোথ সেন্টার, নগর ও পৌর এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো ইত্যাদি উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে ১,১৭৫.৫৪ লক্ষ জনদিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। অধিকিন্তু, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, মহিলা ব্যবসায়ী, যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক পরিবহন শ্রমিক এবং অন্যান্যদের জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আয়ের সৃষ্ট সুযোগ দারিদ্র বিমোচনে বিশেষ অবদান রেখেছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র

ক্রমিক নং	খাতের নাম	লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ জনদিবস)	অর্জিত অগ্রগতি (লক্ষ জনদিবস)
১।	উন্নয়ন খাত		
	ক) পল্লী অবকাঠামো	৮৯৫.২২	৮৯৪.৪৫
	খ) নগর অবকাঠামো	৮৫.৭০	৮৫.৬৮
	গ) অন্যান্য মন্ত্রণালয়	১৩৪.৯৭	১২২.৩৪
২।	রাজস্ব খাত	৭৩.০৮	৭৩.০৮
	মোট	**১,১৮৮.৯৭**	**১,১৭৫.৫৫ (৯৮.৮৭%)**

মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে এলজিইডি

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাসে বাঙ্গালীর শ্রেষ্ঠ অর্জন। ইতিহাসের এই সাফল্য অধ্যায়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় অনেকগুলি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, যার বেশ কয়েকটি এলজিইডি কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শাণিত হয়ে নতুন প্রজন্ম নব উদ্দীপনায় দেশমাতৃকার কল্যাণে আত্মনিয়োগ করছে, একই সঙ্গে আর্থ-সামাজিকভাবে পিছিয়ে পড়া জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধাদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হচ্ছে। এলজিইডি কর্তৃক এতদ্‌সম্পর্কিত বাস্তবায়িত চলমান কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত তথ্য বিবরণী নিচে দেয়া হয়েছে।

১।	প্রকল্পের নাম	ঃ	মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	২২.৯৬ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৬
	কার্যক্রম	ঃ	৩৫টি জেলার ৬৫টি উপজেলায় ৫৮টি স্মৃতিস্তম্ভ ও ৭টি মুক্তিযুদ্ধের যাদুঘর নির্মাণ করা হচ্ছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর৫৩টি স্থানে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং৭টি মিউজিয়াম নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে। ৫টি স্মৃতিস্তম্ভের কাজ শুরু করার জন্য চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ দেয়া হয়েছে যা জুন২০১৬এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।
২।	প্রকল্পের নাম	ঃ	উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্সভবন নির্মাণ প্রকল্প।
	প্রকল্প ব্যয়	ঃ	১,০৭৮.৫০ কোটি টাকা
	বাস্তবায়নকাল	ঃ	জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬
	কার্যক্রম	ঃ	৪২২টি উপজেলায় ৫ তলার ফাউন্ডেশনে ১ম পর্যায়ে ৩ তলা ভবন নির্মাণ। প্রতিটি ভবনের ফ্লোর এরিয়া ২,৫০০ বর্গফুট। ১ম ও ২য় তলায় মোট ১২টি দোকান বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ব্যবহৃত হবে।৩য় তলায় মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অফিস, হলরুম ও মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লাইব্রেরী স্থাপনের সংস্থান রয়েছে।
	বর্তমান অবস্থা	ঃ	ইতোমধ্যে ২৫০টি উপজেলায় কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলায় নির্মিত মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভ।

এলজিইডি'র বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ কর্মকান্ড

রাবার ড্যাম কৃষি উৎপাদনে একটি বাস্তবতা

পানি সেচের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ওপর কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভরশীল। বর্ষা মৌসুমে সারা দেশে পানির পর্যাপ্ততা থাকে। এ সময়ে দেশে পানির প্রাপ্ততা প্রায় ৫০.০০ লক্ষ কিউসেক হলেও শুক্‌নো মৌসুমে এর পরিমাণ মাত্র ২.৫০ লক্ষ কিউসেক-এ নেমে আসে। শুক্‌নো মৌসুমে পানির এই তীব্র ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে রাবার ড্যামের প্রয়োজনীতা অনস্বীকার্য। ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ এবং আগাম বন্যা প্রতিরোধে রাবার ড্যাম কার্যক্রম প্রশংসার দাবী রাখে। এই সংকট সমাধানে বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে প্রয়োজনীয় সেচের পানির প্রাপ্ততা নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন, পরিবেশ সংরক্ষণ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে ভূ-উপরিস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধিসহ দারিদ্র বিমোচনে রাবার ড্যাম উপ-প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। বর্তমানে এই উপ-প্রকল্পের সুফল কৃষকের কাছে পৌঁছেছে। এই উপ-প্রকল্পের ফলপ্রসূ সফলতায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে জুলাই ২০০৯ থেকে জুন ২০১৬ মেয়াদে এলজিইডি কর্তৃক ২৫টি রাবার ড্যাম নির্মাণের জন্য "খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারী নদীতে রাবার ড্যাম নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্প" অনুমোদিত হয়।

রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্পের অধীনে এলজিইডি এ পর্যন্ত ৩২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে ২৭টি রাবার ড্যাম নির্মাণ ইতিমধ্যে সমাপ্ত করে সেচ কার্যক্রমের জন্য সেগুলিকে চালু করা হয়েছে। নির্মিত এই রাবার ড্যামগুলি ৩৪,৫৫১ হেক্টর কৃষি জমিকে চাষের আওতায় এনেছে, যা ১,৫৫,৪৭৯ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন এবং ৪,৩০,৫০০ জন-দিবস কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করছে।

উপযুক্ত ক্ষেত্রে রাবার ড্যাম নির্মাণ জনগণ তথা জনপ্রতিনিধিদের কাছে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে একটি আকর্ষণীয় পদক্ষেপ হিসাবে নন্দিত হওয়ায় এরূপ রাবার ড্যাম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

টংকাবতী রাবার ড্যাম, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম

ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট

Procurement of Works-এর ক্ষেত্রে ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট ব্যবহারে এলজিইডি অগ্রণী। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ তারিখে The Public Procurement Regulations ২০০৩ সরকার কর্তৃক জারি হবার পর জানুয়ারী ২০০৪-এ এলজিইডি'র সদর দপ্তরে 'প্রকিউরমেন্ট ইউনিট' নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট স্থাপন করা হয়। এই ইউনিট পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ এবং পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮-এর বাস্তবায়ন ও তদারকিসহ ক্রয় কার্যক্রমে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়কে কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছে। এলজিইডি'র ক্রয়ের ক্ষেত্রে ই-গভর্ণমেন্ট প্রকিউরমেন্ট সম্পর্কিত সকল সহায়তাই এই ইউনিট থেকে প্রদান করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সরকারী ক্রয়কার্যে অবাধ প্রতিযোগীতা এবং অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সকল ক্রয়কারী কার্যালয়ে ই-জিপি পদ্ধতি প্রবর্তন করা হচ্ছে। e-GP/PROMIS Software-এর কার্যক্রম নিবীড়ভাবে মনিটরিং ও সফলভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এলজিইডি'র ১০ জন Core Members ও ৭ জন Non-Core Members কর্মকর্তা/কর্মচারীর সমন্বয়ে সদর দপ্তরে ইতোমধ্যে e-GP/ PROMIS Cell পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এলজিইডি'র মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের মোট ১৮২৯ জন কর্মকর্তাকে এলজিইডি'র নিজস্ব কর্মকর্তাদের দ্বারা সদর দপ্তরে e-Tendering এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ই-জিপি সফ্টওয়্যার পরিচালনার বিষয়ে ইতিমধ্যে হাতে-কলমে ১-৫ দিনের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। e-GP ক্রয় কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণকেও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং হচ্ছে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরের মধ্যে ই-জিপি পদ্ধতি অনুসরণে শতভাগ দরপত্র আহবানের লক্ষ্যমাত্রা এলজিইডি নির্ণয় করে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এরূপ লক্ষ্যমাত্রার শতকরা ৯১ ভাগ অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অর্জন করা যাবে বলে এলজিইডি দৃঢ় আশা পোষণ করে। ই-জিপি কার্যক্রম সফলভাবে বস্তবায়নের ক্ষেত্রে এলজিইডি'র ক্রয় সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায় ও সদর দপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং কাজ বাস্তবায়নে নিযুক্ত ঠিকাদারগণকে এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা আবশ্যক বিধায় সংশ্লিষ্ট সকলকে e-GP প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য সদর দপ্তরে e-GP ল্যাব গঠন করা হয়েছে এবং ১৪টি আঞ্চলিক দপ্তরে ১৪টি e-GP প্রশিক্ষণ কক্ষও স্থাপন করা হয়েছে। আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণসমূহ স্থানীয় কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে প্রশিক্ষণ প্রদানে যোগ্যদের দ্বারা পরিচালিত হবে।

জেন্ডার ও উন্নয়ন (GAD)

একটি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে মানব সম্পদের উন্নয়ন একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। বাংলাদেশের মোট মানব সম্পদের প্রায় অর্ধেক নারী। এই অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের মূলস্রোতে আনা না গেলে বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়ন ব্যাহত হবে। উন্নয়ন কর্মকান্ডে তাই নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। তবে, এই অংশগ্রহণ সুবিধাভোগী হিসাবে নয়, হতে হবে অংশীদারিত্বমূলক। অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণকে অংশীদারিত্বমূলক করতে পারলে অর্জিত উন্নয়ন সুসংহত করার ক্ষেত্রে দেশ এক ধাপ এগিয়ে যাবে।

পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর অবকাঠামো উন্নয়ন এই তিনটি প্রধান সেক্টরেই স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের যাবতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড মূলত আবর্তিত। প্রত্যেকটি সেক্টরের কার্যক্রমের সকল স্তরে জেন্ডার সমতা অর্জনের লক্ষ্যে নারীর অধিক হারে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সামর্থ্য বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ সরকার প্রণীত ২০১১ সালের জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার ধারাবাহিকতায় সময়োপযোগী করে ইতিমধ্যে এলজিইডি একটি জেন্ডার সমতাকরণ কৌশল প্রণয়ন করেছে যার ভিত্তিতে প্রতিটি সেক্টরের কর্মপরিকল্পনাও প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত কৌশলে চিহ্নিত ন'টি ক্ষেত্রের উপর ভিত্তি করে জেন্ডার মনিটরিং ফরমেটও প্রণয়ন করা হয়েছে। নতুন ডিপিপি এবং ট্রেনিং কোর্স ম্যাটেরিয়াল প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে যথাসম্ভব সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২৫-সদস্য বিশিষ্ট একটি 'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' গঠিত হয়েছে। এলজিইডি'র অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (বাস্তবায়ন) সভাপতি, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রণ) সহ-সভাপতি এবং কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক সদস্য-সচিব হিসাবে এই 'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের' দায়িত্ব পালন করেন। তাদের দায়িত্ব পালনের সুবিধার্থে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর স্বাক্ষরে নিরীক্ষণ সম্বলিত নির্দেশনা পত্রও জারী করা হয়েছে।

'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নিয়মিত সভায় মিলিত হয়। এ সভায় গ্রামীণ, নগর ও ক্ষুদ্র পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নে এলজিইডি'র প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা বহুমূখী উন্নয়ন কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি নারীর কাজের সুযোগ সৃষ্টি, উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে তাঁদের স্বাবলম্বী করা ও নারীর ক্ষমতায়নসহ এলজিইডি'তে জেন্ডার সমতা প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের বিষয়গুলির উপর আলোচনা করা হয়ে থাকে।

ডে-কেয়ার সেন্টার

এলজিইডি'তে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ৬-মাস থেকে ৫-বছর বয়স পর্যন্ত শিশুদের অফিসকালীন সময়ে নিরাপদে রাখার মূল উদ্দেশ্যে 'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের' তত্ত্বাবধানে এলজিইডি'তে একটি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। শিশু সন্তানদের কাছাকাছি রেখে কোন মানসিক উদ্বেগ ছাড়াই কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে সুষ্ঠুভাবে দাপ্তরিক দায়িত্ব পালনের সুযোগ রাখা, শিশুদের মাতৃ-সাহচর্যের সুযোগ সৃষ্টি করে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা করা, সর্বোপরি আয়মূলক কাজে অংশগ্রহণে নারীদেরকে উৎসাহিত করা এই ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনার অন্যান্য উদ্দেশ্য।

ডে কেয়ার সেন্টারের দু'টি দৃশ্য

এই ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদেরকে সার্বক্ষণিক দেখাশুনা করার জন্য ১ জন সুপারভাইজার, ২ জন সহকারী সুপারভাইজার এবং ৫ জন কেয়ার গিভার রয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (প্রশাসন) সভাপতিত্বে ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটি ৩-মাস অন্তর ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম পর্যালোচনা করেন। এছাড়া, ডে-কেয়ার সেন্টারের বিভিন্ন সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে শিশু সন্তানদের অভিভাবকগণের অংশগ্রহণে 'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের' সদস্য-সচিব আলোচনা সভা করে থাকেন এবং পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার পরিচালনা কমিটিকে অবহিত করেন।

'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরাম' একটি সুনির্দিষ্ট বার্ষিক (জুলাই-জুন) কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে জেন্ডারকে মূলধারায় নিয়ে আসার বিষয়ে এলজিইডি ব্যবস্থাপনাকে সহযোগিতা করে থাকে। উক্ত কর্মপরিকল্পনার একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মক্ষেত্র হলো এলজিইডি'র জেন্ডার কার্যক্রম ডকুমেন্টেশন। উক্ত কার্যক্রমের ওপর প্রকাশিত 'জেন্ডার উন্নয়নে এলজিইডি' প্রথম প্রতিবেদন ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। জেন্ডার সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমের অগ্রগতি এবং এলজিইডিতে জেন্ডার কার্যক্রমের ধারাবাহিক উত্তরণের বিষয়ে এই প্রতিবেদনে বর্ণিত হয়েছে। জেন্ডার বিষয়ে সচেতনতা আরও বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবেদনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ হবে।

জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে মত বিনিময়ের জন্য প্রকল্পের জেন্ডার ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে এলজিইডি'র সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজনের বিধান কর্মপরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এরূপ একটি কর্মশালা সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের সহযোগিতায় ১২ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে সফলভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

১২ জানুয়ারী ২০১৫ তারিখে সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার ও উন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৫ উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপন 'জেন্ডার এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফোরামের' বার্ষিক কর্মপরিকল্পনার অন্যতম আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। 'নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন'- বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক এটাই এবছরের নারী দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় হিসাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ প্রতিপাদ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। প্রতি বছরের মত এ বছরেও এলজিইডি জেলা পর্যায়ে বর্ণাঢ্য র‍্যালী করে আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৫ উদযাপন করেছে।

এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলীর দিক নির্দেশনায় ১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে সদর দপ্তর পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী দিবস'২০১৫ উদযাপন করা হয়েছে। এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচির সুফলভোগী যে সকল দুঃস্থ নারী আত্মনির্ভরশীল হচ্ছেন তাঁদেরকে উৎসাহ প্রদান এবং অন্যদের মাঝে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জেন্ডার কার্যক্রমে সফল ব্যক্তিদের সম্মাননা প্রদান

পল্লী উন্নয়ন, পানি সম্পদ উন্নয়ন এবং নগর উন্নয়ন এলজিইডি'র এই ৩টি সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্যে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের 'পারফরমেন্স'-এর আলোকে প্রতি সেক্টর থেকে ৩ জন করে মোট ৯ জন সফল নারীকে নির্বাচিত করা হয়েছে। মানবিক ও পেশাগত সক্ষমতা, আর্থিক সক্ষমতা, সম্পদের মালিকানা, সামাজিক সফলতা ও ক্ষমতায়ন এই পাঁচটি গুণাবলীর প্রেক্ষিতে সেক্টর ভিত্তিক তিনটি মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে স্ব-স্ব সেক্টরের আত্মনির্ভরশীল নারীদের শ্রেষ্ঠত্ব মূল্যায়িত হয়েছে। এছাড়া, একটি বিশেষ মূল্যায়ন কমিটির মাধ্যমে এলজিইডি'র প্রকল্পসমূহের জেন্ডার সংক্রান্ত কার্যক্রমকে ফটোগ্যালারীর মাধ্যমে তুলে ধরে তার মধ্য থেকে তিনটি প্রকল্পকে সফল হিসাবে নির্বাচন করা হয়েছে। জেন্ডার কার্যক্রমে সফল এই তিনটি নির্বাচিত প্রকল্প হচ্ছে হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প, অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প এবং নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট। নির্বাচিত এই তিনটি প্রকল্পকে সম্মাননা হিসাবে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। ৯ জন আত্মনির্ভরশীল নারীদেরকে সম্মাননা হিসেবে ১০,০০০/- সহ সার্টিফিকেট ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়, যাদের তথ্য সারণিগুলিতে প্রদর্শিত হয়েছে।

পল্লী উন্নয়ন সেক্টরের

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	মোছাঃ পেয়ারা বেগম	প্রথম	তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	কমিউনিটি ভিত্তিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প
২	মোসাঃ মাহফুজা পারভীন	দ্বিতীয়	বোয়ালমারী, ফরিদপুর	দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
৩	ছামেনো	তৃতীয়	রামগতি, লক্ষীপুর	কৃষিখাত সহায়তা কর্মসূচি-২ঃ গ্রামীণ সড়ক ও হাটবাজার

পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	মোসাঃ কাবিরন নেছা	প্রথম	সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প
২	ময়না আক্তার	দ্বিতীয়	শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডব্লিউআরএম ইউনিট
৩	সুলতানা আক্তার	তৃতীয়	ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (জাইকা)

নগর উন্নয়ন সেক্টরের

ক্রমিক নং	নাম	স্থান অধিকারী	উপজেলা ও জেলা	সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নাম
১	মোছাঃ বুলিনা খাতুন	প্রথম	বেনাপোল পৌরসভা	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প
২	মোছাঃ সাহিমা বেগম	দ্বিতীয়	নওগাঁ পৌরসভা	নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
৩	শামিমা নাসরিন	তৃতীয়	বরগুনা পৌরসভা	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প

১১ মার্চ ২০১৫ তারিখে এলজিইডি'র বিভিন্ন সেক্টরে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, এমপি বক্তব্য রাখছেন। মঞ্চে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত আছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব জনাব আবদুল মালেক এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী, জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

"কাইজেন" কার্যক্রম

"কাইজেন" একটি জাপানী শব্দ। এর বাংলা অর্থ হচ্ছে "অব্যাহত উন্নয়ন"। অতি উচ্চ পর্যায়ের অনুমোদন বা আর্থিক সংশ্লিষ্টতা ব্যতিরেকেই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে নিজস্ব চিন্তাভাবনা ও জ্ঞানের প্রয়োগ এবং প্রাপ্ত সম্পদ সুষ্ঠু ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উন্নয়ন করার সহজ পদ্ধতি হচ্ছে "কাইজেন"।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে সর্বপ্রথম টাঙ্গাইল জেলায় "কাইজেন" কার্যক্রম শুরু করা হয় এবং টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প ব্যবস্থাপনার নির্দেশনা অনুসরণে ক্রমান্বয়ে তা ধারাবাহিক ভাবে সম্প্রসারিত হয়ে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে মোট ৭টি জেলার ২৯টি উপজেলায় ৩০টি ক্ষুদ্র উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল এবং এই কার্যক্রমের অগ্রগতি ৯৪%। শস্যক্ষেতে পানির সুষ্ঠু প্রবাহ নিশ্চিত করার জন্য খাল পুনঃখনন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রক্ষণাবেক্ষণ, উপজেলায় অবস্থিত পাবলিক টয়লেট ও সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, অফিসের অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য বর্ধণ, অফিস চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা ও পুরাতন নথিগুলিকে গুছিয়ে আলাদাকরণের কাজ চলমান রাখা যার ফলে কর্মস্থল কর্মপোযোগী হয়, গ্রোথ সেন্টারগুলি রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা, গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা রক্ষণাবেক্ষণ করা এই কার্যক্রমে গৃহীত স্কিমগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এই অর্থবছরে ৮টি জেলার ৩৪টি উপজেলায় নতুন "কাইজেন" কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

সরকারী সেবার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (BPATC) ও জাইকার যৌথ উদ্যোগে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট (TQM) প্রকল্পের কার্যক্রম মাঠ পর্যায়ে চলছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরে তাদের নিজ নিজ সেবার মানোন্নয়নের একটি কাঠামো গড়ে তোলা।

ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মক্ষেত্রে কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সফলতা বৃদ্ধি প্রাপ্তির সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের থেকে মর্যাদাকর মতামত প্রাপ্তি এই "কাইজেন" পদ্ধতি অনুসরণে প্রাপ্ত মূখ্য সুবিধাদি। সিটি কর্পোরেশনের সেবারমান বৃদ্ধির জন্য 'জাইকার' সহায়তায় ৫টি সিটিকর্পোরেশনে (নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, রংপুর, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম) এলজিইডি তার 'সিটি গভারনেন্স প্রকল্পে (CGP)' "কাইজেন" কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করেছে। তত্ত্বধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরে টোটাল কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে জাতীয় অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র অংশগ্রহণ

১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মহান বিজয় দিবসে এলজিইডি'র পক্ষ থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং এলজিইডি'র অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি-৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এছাড়াও, বিজয় দিবস উপলক্ষে ১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে এলজিইডি'র সদর দপ্তরের নিজস্ব চত্বরে বিজয় মেলা ২০১৪-এর আয়োজন করা হয়। মেলায় অংশগ্রহণকারী এলজিইডি'র বিভিন্ন প্রকল্প তাদের প্রকল্পের অধীনে পরিচালিত ষ্টলসমূহে প্রদর্শিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের ভিত্তিতে এক পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মহান বিজয় দিবসে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং এলজিইডি'র অন্যান্য কর্মকর্তা/ কর্মচারীবৃন্দ ধানমন্ডি-৩২ নম্বর সড়কে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের প্রতিকৃতিতে এবং পুষ্পস্তবক অর্পণ করছেন।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এলজিইডি সদর দপ্তরের নিজস্ব চত্বরে অনুষ্ঠিত বিজয় মেলায় স্থাপিত ষ্টলসমূহ পরিদর্শন করছেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেন এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

১৭ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এলজিইডি সদর দপ্তরের নিজস্ব চত্বরে অনুষ্ঠিত বিজয় মেলায় স্থানীয় সরকার বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মনজুর হোসেনের নিকট থেকে ১ম পুরস্কার গ্রহণ করছেন এলজিইডি'র তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব ইফতেখার আহমেদ। উক্ত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জনাব শাহ কামাল এবং এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদীর উপর ৫৪৭ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা সেতু" শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৬ মে ২০১৫ তারিখে চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদর উপজেলার সাহেবের ঘাট এলাকায় মহানন্দা নদীর ওপর ৫৪৭ মিটার দীর্ঘ "শেখ হাসিনা সেতু"টির শুভ উদ্বোধন করেন। একই সময় তিনি অন্যান্য সংস্থার পাঁচটি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং পাঁচটি উন্নয়ন প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৪৯ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ বাংলাদেশী প্রযুক্তিতে সেতুটি নির্মাণে সময় লেগেছে চার বছর। এই সেতু নির্মাণের ফলে এখন এক ঘন্টার মধ্যেই জেলা শহরে যাওয়া সম্ভব হবে, যা এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশাল ভূমিকা রাখবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলায় হোমনা-মানিকারচর-মেঘনা সড়কে কাঁঠালিয়া নদীর উপর ৪১৮ মিটার ও ৩০৪ মিটার দীর্ঘ দুইটি সেতুর শুভ উদ্বোধন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৫ মে ২০১৫ তারিখে কুমিল্লা জেলার মেঘনা উপজেলাধীন হোমনা-মানিকারচর-মেঘনা সড়কে কাঁঠালিয়া নদীর উপর ৪১৮ মিটার দীর্ঘ একটি সেতু এবং পারারবন্দ নদীর উপর ৩০৪ মিটার দীর্ঘ অপর একটি সেতুর শুভ উদ্বোধন করেন। কাঁঠালিয়া নদীর উপর ৪১৮ মিটার দীর্ঘ সেতুটি নির্মাণে ২৫.৭৭ কোটি টাকা এবং পারারবন্দ নদীর উপর ৩০৪ মিটার সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হয় ২১.৯০ কোটি টাকা। সেতু দুইটি নির্মাণের ফলে মেঘনা, হোমনা, তিতাসসহ ঐ এলাকার অধিবাসীগণ খেয়া পারাপারের বিড়ম্বনা থেকে মুক্তি পেয়েছে। ফলে, সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ৮-১০ লক্ষ লোকের দীর্ঘদিনের চলাচলের দুর্দশা লাঘব হচ্ছে , উৎপাদিত কৃষিপণ্য কম খরচে সহজে জেলার বিভিন্ন বাজারে বাজারজাত করা সম্ভব হচ্ছে এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্রমাগত প্রসার ঘটছে।

জার্মান রাষ্ট্রদূত কর্তৃক বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় লাঙ্গলকাটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের শুভ উদ্বোধন

জার্মান রাষ্ট্রদূত ডঃ থমাস প্রিনজ ২০ মে ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ সরকার, কেএফডব্লিউ এবং আইডিএ-এর যৌথ অর্থায়নে বরগুনা জেলার সদর উপজেলায় নবনির্মিত লাঙ্গলকাটা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কাম সাইক্লোন শেল্টারের শুভ উদ্বোধন করেন। জরুরী ২০০৭ ঘূর্ণিঝড় পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যালয়টি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। জার্মান রাষ্ট্রদূত সাইক্লোন শেল্টারটি'র বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণ করেন এবং উক্ত ভবনে গর্ভবতী মায়েদের আলাদা রুমসহ টয়লেট, নারী পুরুষদের জন্য পৃথক টয়লেট, বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তার ব্যবহার, দুর্যোগকালীন সময়ে বিদ্যুতের ব্যবস্থা হিসেবে সোলার প্যানেলের ব্যবস্থা রাখায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি কর্তৃক স্বাক্ষরিত উল্লেখযোগ্য চুক্তিসমূহ

বাংলাদেশ এবং ডেনমার্কের মধ্যে Climate Change Adaption and Mitigation Project-এর প্রেক্ষিতে অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর

১৮ আগষ্ট ২০১৪ তারিখে Climate Change Adaption and Mitigation Project বাস্তবায়নের জন্য ডেনমার্ক ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে ৮০ মিলিয়ন DKK (ডেনমার্ক সরকার ৫০ মিলিয়ন DKK এবং বাংলাদেশ সরকার ৩০ মিলিয়ন DKK) অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E.Hanne Fugl Eskjaer এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ERD 'র অতিরিক্ত সচিব মাহবুবা বেগম চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ছবিতে Climate Change Adaption and Mitigation Project-এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে নিযুক্ত ডেনমার্কের মান্যবর রাষ্ট্রদূত H.E.Hanne Fugl Eskjaer এবং বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে ERD 'র অতিরিক্ত সচিব মাহবুবা বেগম অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর করছেন।

বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব সরকারের মধ্যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের অনুদান চুক্তি স্বাক্ষর

২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে গাইবান্ধা জেলার তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ ও সৌদি আরব সরকারের মধ্যে ৫০ মিলিয়ন ডলারের একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। Saudi Fund for Development & Finance Ministry-এর পক্ষে সৌদি এক্সপার্ট প্রোগ্রামের ডিরেক্টর জেনারেল Ahmed Al-Ghannam Ges Economic Relation Division এর যুগ্ম-সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে LGED 'র উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ছবিতে গাইবান্ধা জেলার তিস্তা নদীর উপর ১৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার ব্রিজ নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ এবং সৌদি আরব সরকারের মধ্যে ২৬ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে ৫০ মিলিয়ন ডলার অনুদানের একটি চুক্তি স্বাক্ষরের পর সৌদি এক্সপার্ট প্রোগ্রামের ডিরেক্টর জেনারেল Ahmed Al-Ghannam এবং Economic Relation Division এর যুগ্ম-সচিব মোঃ আমজাদ হোসেন পরস্পরের সঙ্গে করমর্দনরত।

এলজিইডি'র Sustainable Rural Infrastructure Improvement Project (SRIIP) এবং "নিরাপদ সড়ক চাই" এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এলজিইডি'র সদর দপ্তরে SRIIP প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আখতার হোসেন এবং "নিরাপদ সড়ক চাই" এর চেয়ারম্যান জনাব ইলিয়াস কাঞ্চনের মধ্যে ১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট) জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

১১ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ তারিখে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে এলজিইডি'র SRIIP প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এবং "নিরাপদ সড়ক চাই" এর চেয়ারম্যান এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট) জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এলজিইডি ও মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মধ্যে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত এক সমঝোতা স্মারক ২৭ মে ২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়। এলজিইডি'র প্রধান প্রকৌশলী জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডঃ সৈয়দ আরিফ আজাদ নিজ নিজ সংস্থার পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। প্রকল্প এলাকার ভূমিহীন জনগোষ্ঠী ও দুঃস্থ নারীসহ সুফলভোগীদের মধ্যে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রশিক্ষণ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে এলজিইডি'র সঙ্গে মৎস্য অধিদপ্তরের সমঝোতা স্মারকটি স্বাক্ষরিত হয়।

২০১৪-১৫ অর্থবছরে এলজিইডি'র অর্জন/প্রাপ্ত প্রশংসা

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) থেকে ' Best Project Team Award 2014' প্রাপ্তি

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত 'Best Project Team Award 2014' এ এলজিইডি'র ৩ জন প্রকল্প পরিচালককে পুরস্কৃত করা হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য সাসটেইনেবল রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, সিটি রিজিয়ন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট এবং প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (পিইডিপি-৩) কে উক্ত পুরস্কার প্রদান করেন এডিবি'র বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr. Kazuhiko Higuci।

প্রকল্প বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের জন্য ১৫ মার্চ ২০১৫ তারিখে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক আয়োজিত 'Best Project Team Award 2014' অনুষ্ঠানে এডিবি'র বাংলাদেশ রেসিডেন্ট মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর Mr. Kazuhiko Higuci এলজিইডি'র ৩ জন প্রকল্প পরিচালককে পুরস্কৃত করেন।

আরো তথ্যের জন্য যোগাযোগ ঃ

১) জনাব শ্যামা প্রসাদ অধিকারী, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৮১১৪৮০৫, ৮১১৬৮১৭ ; ই-মেইলঃ ce@lged.gov.bd

২) জনাব মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৮১৪৪৪৬৫; ই-মেইলঃ se.pme@lged.gov.bd

৩) জনাব প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৯১১৬৯৩৬; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৪) জনাব কাজী সাইফুল কবীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৯১১৯৮৪৩; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

৫) জনাব সোহানা পারভীন, সহকারী প্রকৌশলী, (প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন), এলজিইডি ।
ফোন ঃ ৯১২৬৫৬৮; ই-মেইলঃ pme@lged.gov.bd

সম্পাদনা ও প্রকাশনায়
প্রকল্প মনিটরিং ও মূল্যায়ন ইউনিট
এলজিইডি, আগারগাঁও, ঢাকা ।